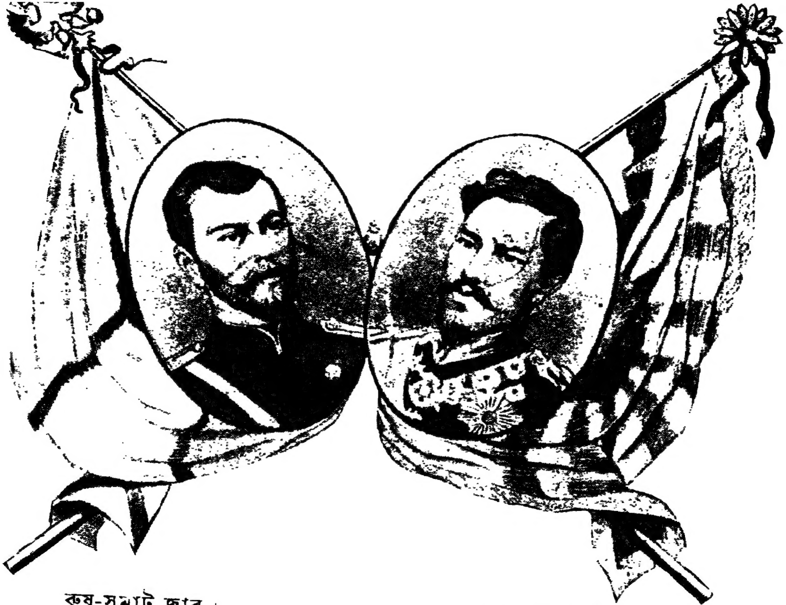

রুষ-সম্রাট জার।

Fine Art Press, Calcutta.

জাপান-সম্রাট মিকাডো।

রুষ-জাপান-যুদ্ধ।

প্রথম খণ্ড।

PUBLIC LIBRARY
EST. 1881

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাপানের ইতিবৃত্ত।

যে জাপান ইদানীং এসিয়ার প্রাচ্য-খণ্ডের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, যে জাপানের জন্যই এসিয়ার মানচিত্র দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছে, আধুনিক বিদ্যাগৌরবে, অভিনব শিল্পকৌশলে, ইদানীন্তন বাণিজ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে,—সম্প্রতি অর্দ্ধজগতের অধীশ্বর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রুষকে পরাজিত করিয়া যে জাপান প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে—সেই জাপানের ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমে জাপানের আকস্মিক অভ্যুত্থানের কতিপয় কারণ এবং যাঁহাদের বুদ্ধি-চাতুর্য্যে, বলগৌরবে জাপান ঈদৃশ উন্নতিলাভ করিয়াছে—এসিয়ার বীরতীর্থে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করিব।

জাপানের লোক আপনাদের দেশকে 'নিপন' বা নিহন বলে। ইহার অর্থ—"সূর্য্যের জন্মস্থান।" জাপানকে অনেকে পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত করেন। কিন্তু বর্ত্তুলের ন্যায় গোলাকার পৃথিবীর কোন অংশকে প্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। জাপানের পূর্ব্বদিকে অতি বিস্তৃত প্রশান্তমহাসাগর। পূর্ব্ব মুখ হইয়া আরও অগ্রসর হইলে, জাহাজ প্রশান্তমহাসাগরের অপরপারে আমেরিকা মহাদেশে গিয়া উপনীত হয়। তাই লোকে জাপানকে পৃথিবীর পূর্ব্বসীমা ও আমেরিকার পশ্চিম কূলকে পৃথিবীর পশ্চিমসীমা বলিয়া পরিগণিত করে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হয়। সেই জন্য জাপন "সূর্য্যের জন্মস্থান"—এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতের ন্যায় জাপান দেশ নহে, বিলাতের ন্যায় ইহা দ্বীপ; একটি দ্বীপ নহে—দ্বীপপুঞ্জ। ছোট বড় প্রায় তিন সহস্র দ্বীপ লইয়া জাপান সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই তিন হাজার দ্বীপের অধিকাংশ সমুদ্রের মাঝখানে সামান্য একটু একটু পাহাড় ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সমুদয় ক্ষুদ্র পাহাড়ে কোনরূপ শস্য জন্মে না, আর তাহাতে লোকের বাস নাই। পনরটি দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, বলিতে গেলে তাহাই জাপান-দেশ। ইহাদের মধ্যে যে দ্বীপটি প্রধান, তাহাকে নিপন বলে। প্রধান দ্বীপের নাম নিপন বলিয়া, সমুদয় সাম্রাজ্যের নামও নিপন হইয়াছে।

জাপান শীতপ্রধান দেশ। উত্তরদিকের দ্বীপসমূহে শীতকালে বড়ই শীত হয়। সে সময় আকাশ হইতে সর্ব্বদা তুলার ন্যায় কোমল তুষার বা বরফ বৃষ্টি হয়। ক্রমে সাত আট হাত

পুরু হইয়া বরফ দ্বারা সমুদয় দেশটি আবৃত হইয়া পড়ে। সে বরফ বসন্তকাল না পড়িলে গলিয়া যায় না। এ জন্য এই অঞ্চলে অনেক নগরে লোকে বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপর বারেণ্ডা নির্ম্মাণ করে। তাহাতে পথের উপর বরফ পড়িতে পায় না, পথিকগণ বিনাক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে। দক্ষিণ দিকের দ্বীপসমূহ এত শীতল নহে; সে অঞ্চলে চিরবসন্ত বিরাজ করে, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপানের অনেক স্থান পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ সর্ব্বদাই তুষার দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বতের নাম ফুজিসান। ইহার শিখরদেশ আট হাজার হাত উচ্চ। হিমালয়ের ধবল গিরিচূড়া ইহা অপেক্ষা আড়াইগুণ উচ্চ। ফুজিসান পর্ব্বতের মস্তকটি দেখিতে ঠিক অষ্টদল পদ্মের ন্যায়। জাপানবাসীদিগের ইহা এক তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে অনেক যাত্রী ইহার উপর আরোহণ করে। ফুজিসান পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরি ছিল, কিন্তু অনেকদিন হইতে নির্ব্বাণ অবস্থায় আছে। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। সেই সময় ইহা হইতে দ্রবীভূত প্রস্তর বাহির হইয়া সন্নিহিত স্থানসমূহ প্লাবিত করিয়াছিল, বহুদূরব্যাপী ভূমি ভস্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল, এমন কি, রাশি রাশি উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড ত্রিশক্রোশ দূরে রাজধানী টোকিও নগর পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিল। অসমযম নামক আর একটি আগ্নেয় গিরি আছে। ইহা হইতে রাত্রিদিন গন্ধকের ধূম বাহির হয়।

জাপানে অনেকগুলি আগ্নেয় গিরি আছে; সে জন্য এ দেশে সর্ব্বদাই ভূমিকম্প হয়। দুই হাজার এক শত নব্বই

বৎসর পূর্ব্বে ভয়ানক এক ভূমিকম্প হইয়াছিল। তাহাতে একস্থানে পৃথিবী-বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া বিভা নামক হ্রদের সৃষ্টি ও আর এক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ফুজিসান নামক উচ্চ পর্ব্বতের উৎপত্তি হয়। তাহার পর আরও অনেকবার বড় বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল। শেষ ভূমিকম্প ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে শিমোডা নামক নগর একেবারে ধ্বংসীভূত হইয়াছিল। সেই কম্পনের সময় ডায়না নামক রুষের একখানি জাহাজ নগরের নিকট সমুদ্রে নঙ্গর করিয়াছিল। পৃথিবীর আন্দোলনে জাহাজখানি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

জাপানে অনেকগুলি নদী আছে, কিন্তু কোন নদীই দীর্ঘ নহে। তাহার কারণ এই যে, দেশটি নিজেই অল্পপরিসর ও পার্ব্বত্য। সর্ব্বাপেক্ষা যে নদীটি বড়, তাহার নাম টোনেগওয়া। এই নদী একশত পঁচাত্তর ক্রোশ দীর্ঘ।

ফলতঃ জাপান অতি সুন্দর দেশ; জাপানের মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। একজন ভ্রমণকারী বলিয়াছেন,—জাপানের স্বভাবের শোভা অতি চমৎকার! এখানকার গাছেরা যেন কথা বলে, নদীগুলি যেন সুস্বরে গীত করে, পাথরে যেন কি দৈববাণী লেখা আছে; সকলই যেন বিচিত্র—অপূর্ব্ব—সুন্দর। কোথাও বা চিন্তাগার, বুদ্ধের মঠ, কোথাও মহাসমুদ্র দেখিবার জন্য পাহাড়ের উপর বাড়ী, কোথাও অস্ফুট অন্ধকারময় নিরাশার মত কম্পমান বনারণ্য, কোথাও বা বিয়াহ্রদের শ্বেতপুষ্পে ঢাকা পুরাণ মন্দিরের দ্বারপথ। সর্ব্বত্রই স্বভাবের পূজা, পিতৃপিতামহের পূজা। বসন্তকালে যখন চেরিগাছসকল মুকুলিত হয়, যখন সেই ফুলের রেণু চারিদিকে উড়িতে থাকে,

যখন তাহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়, যখন বায়ুর হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইয়া দুই একটি করিয়া ফুলদল ভূমিতে পতিত হইতে থাকে, যখন জাপানের অধিবাসিগণ নানারূপ বেশভূষা করিয়া চেরিপুষ্পের মালা পরিয়া নাচিতে গাহিতে থাকে, তখন মনে হয়, বুঝি সপারিজাত ইন্দ্রের অমরাবতী উৎপাটিত হইয়া জাপানে স্থাপিত হইয়াছে।

জাপানের লোকসংখ্যা তিন কোটী হইতে চারি কোটী। অর্থাৎ ভারতের দশাংশের এক অংশ। জাপানের অতি নিকটে কোরিয়া ও চীনদেশ। পশ্চিমদিকে অল্পপরিসর সমুদ্রের খাড়ি দ্বারা জাপানদ্বীপপুঞ্জ কোরিয়া হইতে পৃথক হইয়া আছে। সে জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, অতি পূর্ব্বকালে কোরিয়া অথবা চীন হইতে লোক গিয়া জাপানে বাস করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, যখন বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশের বণিক ও নারিগণ নানা দ্বীপে গমন করিতেন, যে সময়ে বঙ্গবাসিগণ সিংহল, জব প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা জাপানেও গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আর্য্যদিগের যাইবার পূর্ব্বে জাপানে আইনো নামক এক প্রকার অসভ্য জাতি বাস করিত। বঙ্গদেশে আর্য্যগণ যেরূপ কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়া তাহাদের ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, জাপানেও তাহারা সেইরূপ আইনোদিগকে পরাভূত করিয়া উত্তরদিকে শীতপ্রধান দ্বীপসমূহে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সেই সকল দ্বীপে এখনও আইনোদিগের বসতি আছে।

জাপানীদের আকার প্রকার, আচার ব্যবহার অনেকটা

বাঙ্গালীদের মত। বাঙ্গালীদের ন্যায় তাহারা মেঝেয় বসিয়া আহার করে; মাছ-ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য। জাপানী-মহিলারা পুতুলের মত সুন্দর; তাহাদের সাজসজ্জা কিছু বিচিত্র রকমের। জাপানী-মহিলারা তাহাদের শিশুদের শাস্তি দেয় না; সর্ব্বদা আদর করিয়া কোলে পিঠে লইয়া বেড়ায়। মহিলারা অত্যন্ত স্বদেশবৎসলা, লজ্জাশীলা ও পতিব্রতা।

জাপানের লোক ভাত খাইয়া দিনপাত করে। সে নিমিত্ত এদেশে ধানের চাষ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। জাপানের মত পরিশ্রমী চাষী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। এদেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের নিমিত্ত বিষ্ঠাকে বিষ্ঠাজ্ঞান করে না। পথের ধারে ক্ষেত্রের পার্শ্বে অনেক কৃষক সামান্য একটু স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাহার নিকট লিখিয়া রাখে,—"পথিক মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই স্থানে বহির্দ্দেশ গমন করুন।" ফলতঃ আমাদের দেশের লোকে ঘরের কড়ি দিয়া মলাগার পরিষ্কার করাইয়া লয়, কিন্তু জাপানের প্রত্যেক মলাগার গৃহস্থের আয়ের সংস্থান করিয়া থাকে। বিষ্ঠাই জাপানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরিগণিত।

জাপানী কৃষকগণ বিষ্ঠাকে বিষ্ঠাজ্ঞান করে না বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জাপানের লোক অতি পরিষ্কার। যে সকল ছোট ছোট ঘরে জাপানী গৃহস্থেরা বাস করে, দেখিলে মনে হয়, সেগুলি যেন খেলাঘরের ঘর। কিন্তু অতি পরিষ্কার, অতি পরিচ্ছন্ন। জাপানীরা তাহাদের দেহ ও বেশভূষাও সেইরূপ পরিষ্কার রাখে। এক ভূমিতেই জাপানীরা দুইবার চাষ করে। টোনেগওয়া নদীর জলে সেচিত ভূমিতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম

চাউল উৎপন্ন হয়। চাউল হইতে জাপানীরা সাকে নামক এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে। জাপানে মৎস্য অতি সুলভ; চারিদিকে সমুদ্র; সেই সমুদ্রে মাছ ধরিয়া অনেক লোক জীবিকানির্ব্বাহ করে। "তাই" নামক এক প্রকার পোনামাছ জাপানে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও আদৃত।

জাপানীরা জর্ম্মাণদের নিকট অস্ত্রচিকিৎসা শিখিয়াছে, ইংরেজের নিকট বিজ্ঞান ও প্রচারকার্য্য শিখিয়াছে, চীনেদের নিকট রেশমের ব্যবসায় শিখিয়াছে; এখন জাপানীরা সর্ব্ব-বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা অতিক্রম করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নানাকথা।

যুদ্ধে জাপান। চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেও জাপান এতদূর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও উন্নতিলাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু পয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জাপান তিনটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই তিন যুদ্ধেই অভাবনীয় খ্যাতিলাভ করাতে, জাপানের রাজনৈতিক আকাশে মঙ্গলগ্রহোদয়ের সূত্রপাত হয়।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানেরা প্রথম রণস্থলে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধের ফলে জাপানের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একটী সাম্রাজ্যে পরিণত হয় এবং 'মিকাডো' তাহার সম্রাট্ হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা জাপানের গৃহযুদ্ধ বলিয়া কথিত।

এই সমরানল ভীষণ দাপে জাপানে প্রজ্বলিত হইয়াছিল,—শত শত রণোন্মত্ত জাপানবীর এই অনলে স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর হইতেই জাপানীরা একটি অসমসাহসী বীরজাতি বলিয়া পরিচিত হন। তৃতীয় যুদ্ধ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। ইহাই চীন-জাপান-সমর বলিয়া বিখ্যাত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ভীষণ সমর আরম্ভ হয়,—১৮৯৫ অব্দে উহা শেষ হয়। এ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় পাশ্চাত্য শক্তি, প্রাচীন চীন-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু নববলদৃপ্ত জাপান, সদর্পে দুর্ব্বার চীনের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণাপূর্ব্বক হেলায় বিজয়মুকুট ধারণ করিয়া, ধরাধামে প্রথম-শ্রেণীর শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। জাপানের যে সকল সেনাপতি এই তিনটি সমরে অদ্ভুত বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক্ষণে জীবিত।

জাপানের উন্নতি। জাপানের উন্নতির মূলে চারিটি কারণ বিদ্যমান। (১ম) জাপানীদিগের সহিষ্ণুতা, (২য়) জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান, (৩য়) জাপানীদিগের স্বদেশ-বৎসলতা ও (৪র্থ) তাহাদের স্বার্থত্যাগ। অনেকের বিশ্বাস যে, জাপানীরা পূর্ব্বে অতিশয় অসভ্য বর্ব্বর ছিল; কিন্তু একথা সত্য নহে। জাপানের বর্ত্তমান রাজবংশ সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া জাপানে রাজত্ব করিতেছেন। খৃষ্ট জন্মের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা নৌকাযোগে কোরিয়ার উপকূলে বাণিজ্য করিতে আসিত। খৃষ্টজন্মের ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে প্রথম লোকসংখ্যা হয়। একহাজার সাতশত বৎসর অতীত হইল, জাপানে ডাকঘরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ সময় হইতেই

জাপানীরা রেশমী বস্ত্রবয়নে পারদর্শিতা দেখাইয়া আসিতেছে। এক সহস্র বৎসর ধরিয়া জাপানে চা উৎপন্ন হইতেছে।

যে সময়ে গ্রীস ও ইটালী ব্যতীত ইউরোপের অপর সকল দেশই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন জাপানীরা নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রপারে বাণিজ্য করিতে যাইত, প্রজাগণ ডাকঘরের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং রেশমীবস্ত্র ও উৎকৃষ্ট চা উৎপাদনে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সেই অবধি জাপানের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, জাপান উত্তরোত্তর সভ্যতা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তী কোন সময়কেই আমরা জাপানের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত কাল বলিতে পারি না। বরং বঙ্গদেশ ও চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকগণ জাপানে গিয়া, জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক তাহার উন্নতি-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জাপান, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু এক বিষয়ে জাপানের দিন দিন অবনতি হইতেছিল।

ইংলণ্ডের ন্যায় জাপান সমুদ্র-বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপ বলিয়া, জাপানীরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে কখনও আত্মরক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে নাই। জাপানীরা মধ্যে মধ্যে আত্মবিগ্রহে লিপ্ত হইত সত্য, কিন্তু সে সকল অল্পকালস্থায়ী, সংগ্রামের জন্য কখনও তাহাদিগকে বিপুল আয়োজন করিতে হয় নাই। সামান্য রক্তপাতেই শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধদিগের সমর-বাসনা পরিতৃপ্ত হইত। এইরূপে বাহুবল প্রকাশের অবসর প্রাপ্ত না হওয়াতে, জাপানের বিক্রম ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে-

ছিল। সামুরাইশ্রেণী জাপানের ক্ষত্রিয়জাতি। কিন্তু এই সামুরাইদিগের অসি, ভল্ল কেবলমাত্র বাহ্যশোভা বর্দ্ধন করিত। বহুকাল কোনরূপ বল প্রকাশের সুযোগ না পাইয়া সামুরাইগণ সমরতরঙ্গের পরিবর্ত্তে বিলাসস্রোতে সানন্দে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছিল। শোগুন বা জাপানী সেনাপতিরা বিলাস-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ধ্বংশের অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সম্রাট্ নামে মাত্র সম্রাট্ ছিলেন, তিনি কখনও অন্তঃপুরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। শোগুনেরাই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সামুরাইগণ সমগ্র জাপানকে আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লইয়া, বংশাবলীক্রমে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সামুরাই ভূম্যধিকারিগণের উপর শোগুনেরাই চক্রবর্ত্তিত্ব করিতেছিলেন।

এই ভাবে বহুকাল অতীত হইলে পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কমোডার পেরি নামক একজন মার্কিণ রাজপুরুষ, চারিখানি সমরপোত লইয়া জাপানের ইউরাজা বন্দরে উপস্থিত হন। তিনি জাপানের সহিত অবাধ-বাণিজ্য-বিষয়ক সন্ধিপ্রস্তাব করিয়া, জাপানী গবর্মেণ্টকে জানাইলেন যে, যদি তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তিনি রণপোত চতুষ্টয় হইতে অগ্নিবর্ষণ পূর্ব্বক জাপানের বন্দরসমূহ ধ্বংশ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কমোডার পেরির কথায় বিলাসমগ্ন জাপানের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন পেরির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, জাপানগবর্মেণ্ট আমেরিকার সহিত অবাধবাণিজ্যের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং জাপানের বাহুবলের অভাব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

পেরির আগমনের পূর্ব্বে জাপানের অবস্থা অনেকটা বর্ত্তমান চীনের মত ছিল। সম্রাট্ রাজ্যের কোন কথায় থাকিতেন না, ভূম্যধিকারীরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেন। সমগ্র জাপানের মধ্যে একতার বন্ধন আদৌ ছিল না বলিলেই হয়। পেরি জাপান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, শোগুনেরা বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভাবে আর অধিক দিন কাটিবে না; আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতির উপায় বিধান না করিলে, জাপান অচিরে প্রবলপরাক্রান্ত পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের ক্রীড়াপুত্তলি স্বরূপে পরিণত হইবে। শুভক্ষণে পেরি আসিয়া জাপানের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দিলেন।

পেরি জাপান পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে পর, প্রধান শোগুন জাপান সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, জাপানের প্রকৃত অবস্থা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন এবং যে চক্রবর্ত্তিত্ব দুইশত বৎসর ধরিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা সহসা জাপান-সম্রাটের চরণে উৎসর্গ করিলেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান শোগুন, প্রকাশ্যভাবে আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া দেশের উন্নতির জন্য অসি গ্রহণ করিলেন। প্রজাশক্তি ইচ্ছা করিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য রাজশক্তির হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। পাশ্চাত্য কোন রাজ্যে এই প্রকারে রাজশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, কত শোণিতপাত হইত, কত আত্মবিগ্রহে সাম্রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িত; কিন্তু জাপানে তাহার কিছুই হইল না। বিজাতীয়ের কৃত অপমান বিষয়ে জাপানীদিগের সহিষ্ণুতাই এইরূপ ঘটনার প্রধান কারণ

আপনার প্রভুত্ব পরিত্যাগ কালে প্রধান শোগুন, সম্রাট্‌কে বলিলেন,—"আমি আমার অসামর্থ্য সম্যক্‌ বুঝিতে পারিয়া, আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকার আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। বিদেশীয়দিগের সহিত আমাদিগের সংঘর্ষ ঘটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই। এখন যদি সম্রাট্‌ আমাদের প্রাচীন প্রথা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই আমরা পৃথিবীর সুসভ্য শক্তিপুঞ্জের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিব। দেশের উন্নতির জন্য ইহাই আমাদের মতে একমাত্র পথ।"

শোগুনের এই অভূতপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশবাৎসল্য দেখিয়া যাবতীয় সামুরাই ভূম্যধিকারী স্ব স্ব ভূসম্পত্তি সম্রাট্‌কে অর্পণ করিয়া, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রধান শোগুনের এই একটীমাত্র কার্য্যে জাপান-গবর্মেণ্টের ৩৬ কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইল। শোগুনের দৃষ্টান্ত সামুরাইগণ ও অবশেষে সামান্য সৈন্যেরা পর্য্যন্ত সোৎসাহে অনুকরণ করিল। যে সকল সেনা বহুকাল হইতে নিষ্কর ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহারাও দৈনিক দুই আনা তিন আনা বেতনে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিল। প্রজাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে দেখিলে, রাজা কখনও স্বার্থপর হইতে পারেন না। জাপানসম্রাট্‌ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া জাপানে পার্লামেণ্ট বা মহাসভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। ফ্রান্স ও স্পেনের অধিবাসীরা এইরূপ পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাজশক্তির সহিত বহু সংগ্রামে প্রবৃত্ত

হইয়া, যে, কি ভয়াবহ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। লর্ড বা ভূম্যধিকারীদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য ইংলণ্ডের আত্মবিগ্রহ এবং প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত মহাসভার প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্স ও স্পেনের বিপ্লবের সহিত, জাপানের সামুরাইদিগের স্বার্থত্যাগ ও জাপানসম্রাটের মহানুভবতার তুলনা করিলেই জাপানের উন্নতির প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কমোডার পেরি আসিয়া জাপানের সহিত সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক জাপানীদিগের আত্মসম্মানবোধ প্রবুদ্ধ করিয়া যান। জাপান এইরূপে পেরির দ্বারা অবজ্ঞাত না হইলে কতদিনে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইত, তাহা কে বলিতে পারে? ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জাপানের নবজীবনলাভের যুগ। এই কয়েক বৎসরে জাপান যে প্রকার স্বদেশপ্রীতি ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা সমস্ত জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। ইংরাজদিগের স্বদেশপ্রীতি ভুবন-বিখ্যাত, কিন্তু জাপানীদিগের স্বদেশ-বাৎসল্যের নিকট উহা ম্লান হইয়া গিয়াছে। ফরাসীদিগের স্বদেশপ্রীতি ইংরাজদিগের অপেক্ষা অল্প, বরং স্বার্থত্যাগ বিষয়ে ফরাসীদিগের দুর্নাম চিরপ্রসিদ্ধ। রুষদিগের স্বদেশপ্রীতির কথা উপন্যাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইটালী ও জর্ম্মাণিতে অধুনা স্বদেশপ্রীতির অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু জাপানীদিগকে ঐ দুইটী গুণে কোন পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জাতি পরাস্ত করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র রাজস্থানের রাজপুতগণের সহিত জাপানীদিগের

স্বদেশবাৎসল্য ও স্বার্থত্যাগের তুলনা করা যাইতে পারে। জাপানের ন্যায় এক সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য অম্লানবদনে পরিবারবর্গ, স্বার্থ ও আত্মজীবন বলি দিয়াছিলেন। মিবারের প্রতাপসিংহ, রাওলের দলপৎসিংহ প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সন্ন্যাসিগণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। জাপানের ভূম্যধিকারিগণ ও সেনারা এককালে ধনসম্পত্তি রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে অকাতরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা দেখাইলেন যে, স্বদেশ অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। ফলকথা, কেবল বিদেশীয়দিগের রীতিনীতির অনুকরণে ও শিল্প-বিজ্ঞান চর্চ্চায় জাপান এই অভূতপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করে নাই। আমরা যে রাজার অধীনতায় বাস করি না কেন, যে কোন জাতিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করি না কেন, জাপানীদিগের স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশ-প্রীতির অনুকরণ আমাদিগের পক্ষে কখনই অসাধ্য হইবে না।

জাপানের অনুকরণ-ক্ষমতা। অনুকরণপ্রিয়তা ও কার্য্যকুশলতা জাপানীদিগের উন্নতির অন্যতম কারণ। ইউরোপীয়গণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহারে যে দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন, জাপান ও চীনদেশীয় শিল্পিগণ স্বদেশীয় উপকরণের সাহায্যে তাহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ। কিন্তু জাপানীগণ ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল। কিন্তু চীনদেশ তাহা করে নাই। এজন্য জাপান আজ সভ্যতার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। আর চীন পশ্চাৎপদ ও অতীত সুখ-স্বপ্নে

মোহপ্রাপ্ত। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক জাপানী, আমেরিকা ও ইউরোপে গমন করিয়া উচ্চ অঙ্গের শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। এখন জাপানে দেশীয় শিক্ষকের অভাব নাই; জাপান এখন বিদেশীয় লোককে শিক্ষা দিতে পারে। আমরা এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিব, যাহাতে জাপানের অনুকরণ-ক্ষমত ও কার্য্যকুশলতা কত প্রবল, তাহা প্রমাণিত হইবে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইউরোপীয়গন জাপানের নাগাশাকি নগর আক্রমণ করেন, তখন জাপানী সৈন্যের অনেকেই তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। জাপানীরা ঐ সময়ে বন্দুক কামানের ব্যবহার জানিত। কিন্তু জাপানে ঐ সকল অস্ত্রের অবস্থা অতি নিকৃষ্ট ছিল। ইউরোপীয়গণ যুদ্ধে রাইফেল বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ঐ যুদ্ধে জাপানী সৈন্য রাইফেলধারী ইউরোপীয় সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারে নাই।

এই যুদ্ধের অবসানে জাপানীগণ রাইফেল অস্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিয়া লইল এবং অবিকল ঐরূপ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। তজ্জন্য জাপানীগণ কাহারও উপদেশের প্রতীক্ষা করে নাই। নাগাশাকির শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ইংরাজ সেনাপতির বিদায় গ্রহণকালে জাপানী শাসনকর্ত্তা তাঁহার হস্তে জাপান-নির্ম্মিত একটি রাইফেল দিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনি আপনাদের রাণীকে বলিবেন যে, জাপানী কারিকর সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে।" ইংরাজ সেনাপতি প্রত্যুত্তরে বলেন,—"আমি আমাদের রাণীকে একথা বলিতে পারিব না বটে, কিন্তু আমাদের সৈনিক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীকে বলিব।"

জাপানের জ্ঞানবল। জাপান যে নৌ-বলে, বাহুবলে ও অস্ত্রবলে জগৎকে চমকিত করিতেছে, তাহা নহে। জ্ঞানালোচনাতেও জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এই অল্পদিনের মধ্যে জাপানের বৈজ্ঞানিকগণ তিনটী মৌলিক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম,—ধনুষ্টঙ্কার রোগের বীজাণু জাপানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বীজাণু আবিষ্কারের পর হইতে উক্ত রোগের চিকিৎসার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয়,—রক্তামাশায় রোগের বীজাণু। তৃতীয়,—মানবশরীরের একটি নবচিকিৎসা-প্রণালী।

এই সকল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-জগতে পূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। শিল্পবিজ্ঞানেও জাপান, পাশ্চাত্যদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ নহে।

জাপানে সেবাব্রত। জাপানে "রেডক্রশ সোসাইটি" (Red Cross Society) নামক একটি প্রকাণ্ড সেবকদল আছে। রাজধানী টোকিও নগরে এই সেবকদলের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত। সেবাকার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাদের একটি শিক্ষালয় আছে। এই দলের কার্য্য—জাপানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগের সাহায্য করা, অগ্ন্যুৎপাতে আহতদিগের চিকিৎসা করা, নানাপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করা এবং যুদ্ধকালে বিপুল আয়োজনের সহিত আহতদিগের চিকিৎসা করা। জাপানের সকল স্থানে সেবকদের কার্য্য সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে।

এই সেবকদলের সভ্যসংখ্যা ৯,০০,০০০ নয় লক্ষ। সভ্যগণ প্রত্যেকে চাঁদা প্রদান করিয়া থাকেন। সেবকদলের হস্তে

প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের চিকিৎসাপোত আছে এবং প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নগদ মজুত রহিয়াছে। ১৯০২ সালে এই সমিতি প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সেবকদলে চিকিৎসা করিবার জন্য ২৭৯ দুই শত উনআশী জন সুশিক্ষিত চিকিৎসক আছেন। সেবা করিবার জন্য ১৫৫৮ এক হাজার পাঁচ শত আটান্ন জন এবং তাঁহাদের সহকারী ৬৪০ ছয় শত চল্লিশ জন সেবাকারী আছেন। এতদ্ব্যতীত ৬৩৪ ছয় শত চৌত্রিশ জন সেবাশিক্ষার্থী এবং ১২৮ এক শত আটাশ জন চিকিৎসা শিক্ষার্থী রহিয়াছে। যে দেশে এরূপ একটি সেবাকারী দল গঠিত করিতে পারে, সে দেশ যে সভ্যতার উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? ক্ষুদ্র জাপানে নয় লক্ষ লোক সেবা করিবার জন্য অর্থ ও শক্তি দান করিতেছে, আর এই সুবৃহৎ ভারতের ত্রিশকোটী অধিবাসীর মধ্যে নয় শত লোকও এতদর্থে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহে। জাপানে মনুষ্যত্ব কিরূপ পরিস্ফুট, একমাত্র এই সেবকদলই তাহার প্রমাণ।

জাপানে লোকশিক্ষা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে যখন জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়, তখন বক্তৃতাকালে জাপানসম্রাট বলিয়াছিলেন,—"অতঃপর জাপানে এরূপভাবে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে যে, জাপানের কোন গ্রামের কোন ব্যক্তি অশিক্ষিত থাকিবে না।" সম্রাট্ কথায় যাহা বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহা করিতেছেন। জাপানের শিক্ষাবিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর হৃদয়ে জাপান-সম্রাটের এই প্রতিজ্ঞাবাণী সতত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইবার পর জাপানে বহুসংখ্যক সরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জাপানের সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ৩৬ লক্ষ, ত্রিশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। অধুনা ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, ৪৩ লক্ষ, ৩৮ হাজার হইয়াছে—অর্থাৎ জাপানে বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বালক ও যুবকদিগের মধ্যে শতকরা ৮১ জন বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জগতে লোকশিক্ষার আদিপীঠ আমেরিকায় ঐরূপ বালক ও যুবকের সংখ্যা শতকরা ৬৯ উনসত্তর জন মাত্র। আমেরিকার নিকট হইতে জাপান লোকশিক্ষার উপকারিতা অবগত হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আমেরিকাকেও পরাভব করিয়াছে। জাপানের অনুপাতে ভারতে ১ কোটী ৮০ লক্ষ ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ভারতে ৪৫ লক্ষ মাত্র বালক বালিকা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বলেন,—জাপানীরা ইংলণ্ডের নিকট হইতে নৌ-বিদ্যা, ফ্রান্সের নিকট হইতে যুদ্ধ-বিদ্যা, জর্ম্মাণির নিকট হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আমেরিকার নিকট হইতে লোকশিক্ষার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। অপরের অনুকরণ করিয়াও জাপান কি প্রকার উন্নতিলাভ করিয়াছে, বিগত সমরই তাহার প্রমাণ স্থল।

জাপানীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য, অপরের নিকট হইতে যতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল হইবে। অন্য জাতির নিকট চিরকাল ছাত্ররূপে থাকিতে জাপানীগণ অনিচ্ছুক। যতদিন আপনারা

স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন জাপানীরা পরের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকারে সঙ্কুচিত হয় না। কিন্তু একবার যোগ্যতা লাভ করিলে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া থাকে।

ফ্রান্সের ন্যায় জাপানের বিদ্যালয়সমূহেও ধর্ম্ম-বিষয়ক কোন প্রকার শিক্ষা দান করা হয় না। স্বর্গীয় মার্কুইস ইটো বলিতেন যে, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মচর্চ্চার প্রশ্রয় দান করিলে, তাহাদিগের দ্বারা দেশের উপকার হয় না। মার্কুইস ইটোর ন্যায় অধিকাংশ জাপানবাসীর হৃদয়েই এই ধারণা বদ্ধমূল।

জাপানে বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য প্রত্যেক ৬ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালককে রাজ-বিধানের বলে বিদ্যালয়ে গমনে বাধ্য করা হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রকার বালকগণের জন্য ২৬,৮২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮৩,৫৬৬ জন শিক্ষক এবং ৪০,৬২,৪১৮ জন ছাত্র ছিল। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা প্রতি বৎসরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জাপানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজার চেষ্টা না থাকিলে দেশে লোকশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে না, ইহা জাপানের শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জাপানসম্রাট যদি লোক-শিক্ষায় একান্ত সচেষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে কি জাপান এত অল্পদিনের মধ্যে সকল বিষয়েই উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিতে পারিত? রাজশক্তি প্রতিকূল হইলে কোন জাতিই কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

জাপানী রমণী ও তাহাদের স্বদেশপ্রীতি। পূর্ব্বে জাপানী রমণীরা সময়ে সময়ে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতেন। কিন্তু এখন জাপানের রমণীকুল আর যুদ্ধ করেন না। জাপানের কোন রাণী এক সময়ে সৈন্যপরিচালনা করিয়া, কোরিয়ার রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। এমন কি, বিগত শতাব্দীতে যখন কোরিয়ারাজ সোগুণ, জাপান-সম্রাট মিকাডোর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শেষবার অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তখন প্রায় একসহস্র সোগুণবংশীয়া রমণী দুর্গ-প্রাকারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে অনেক সোগুণরমণী আত্মোৎসর্গ করিয়াছিল। অধুনা যুদ্ধের ভার কেবলমাত্র পুরুষের উপরই ন্যস্ত। কিন্তু রমণীদিগের এখনও যথেষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য রহিয়াছে। জাপানী-রমণীরা সে কর্ত্তব্যপালনে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন। গার্হস্থধর্ম্ম পালনই যে কেবলমাত্র রমণীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা নহে। পুরুষেরা যখন যুদ্ধে গমন করে, তখন রমণীরা গৃহে বসিয়া সৈনিকদিগের জন্য নানা প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। জাপানের রাজমহিষী এই সেবাপরায়ণা নারী-সমিতির আদর্শস্থল। এই নারী-সমিতির প্রেসিডেণ্টের পদে রাজবংশীয় এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। জাপানের রাজমহিষী স্বহস্তে সৈনিকদিগের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার বস্ত্রখণ্ড ও যোদ্ধবর্গের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করেন। বিগত চীন-জাপান যুদ্ধে যে সকল সৈন্য আহত হইয়াছিল, বর্ত্তমান জাপানরাজমহিষী তাহাদিগের ছিন্ন বাহু ও চরণের অভাব পূরণের নিমিত্ত প্রত্যেককে কৃত্রিম বাহু বা চরণ প্রদান করিয়াছিলেন। যে

সকল রমণী, সেবাপরায়ণা নারী-সমিতির অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা সর্ব্বদা ধাত্রীর বেশ পরিধান করিয়া থাকেন। চীন-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভে ও পরে জাপানী-রমণীরা রীতিমত মার্কিণ ও ইউরোপীয় ধাত্রীদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া হাঁসপাতালের কার্য্য ও ধাত্রীর সকল প্রকার কর্ত্তব্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সকল জাপানী রমণীর মত নিপুণা ধাত্রী পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জাপানী-পুরুষের ন্যায়, জাপানী রমণীরাও অত্যন্ত স্বদেশ-হিতৈষিনী। স্বদেশের নিমিত্ত ইহাঁরা অসাধ্য সাধন করিতে প্রস্তুত। প্রাণের পতি, স্নেহের পুত্র অপেক্ষা ইহাঁরা স্বদেশকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এম্ নামক জনৈক রুষ, হ্যানসান নাম্নী এক জাপানী-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া, ইয়োকোহামায় সুখে বাস করিতেছিলেন। তিনি জাপানীর ন্যায় সহজে তাহাদের ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন এবং স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার স্ত্রীও পতিপরায়ণা ছিলেন। এই সময়ে রুষ ও জাপানে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। জাপানী রমণীর স্বামী তাহার নিকট কোন কথাই গোপন করিতেন না—তাহার সহিত সরল প্রাণে কথাবার্ত্তা কহিতেন, কিন্তু তাঁহার কাছে সদাসর্ব্বদা একটি বাক্স থাকিত। সেই বাক্সে কি আছে, তাহা তিনি কাহাকেও বলিতেন না—স্ত্রীকেও না। বাক্সে কি আছে, জানিবার নিমিত্ত রমণীর অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। তিনি সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশে অনেক ছদ্মবেশধারী রুষচর আছে। তিনি মনে মনে স্বামীর ব্যবহারে সন্দিগ্ধ হইলেন। একদিন রমণী স্বামীকে অধিক মাত্রায়

মদিরা সেবন করাইয়া, বাক্সটী লইয়া নিকটস্থ শান্তিরক্ষকের জিম্বা করিয়া দিলেন। বাক্সের ডালা উদ্‌ঘাটিত হইলে দেখা গেল, তন্মধ্যে জাপানের মানচিত্র, জাপানীদুর্গ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত ও দৃঢ়ীকৃত হইতেছে, তাহার মানচিত্রসংবলিত বিবরণ ও রুষসৈন্যের গতিবিধিজ্ঞাপক লিপি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সরকারী কাগজপত্র রহিয়াছে। রমণীর স্বামী দেখিলেন, তিনি পত্নী হারাইয়াছেন। তখন বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় না লইয়াই তিনি অনতিবিলম্বে জাপান হইতে পলায়ন করিলেন। যে জাতির রমণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান এত প্রবল, স্বদেশের প্রতি এত বৎসলতা,—প্রাণাধিক পতিপুত্রও যাহাদের নিকট স্বদেশ অপেক্ষা তুচ্ছ, সে জাতি যে হেলায় উন্নতিশৈলের অত্যুচ্চশিখরে আরোহণ করিবে, তাহার আর বৈচিত্র্য কি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাপানী বীরগণ।

জাপানের রাজনীতি-গগনে যাঁহারা উজ্জ্বল গ্রহ, জাপানী অভ্যুদয়ের যাঁহারা মূল-স্বরূপ, এবার আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব।

জাপান সম্রাট্ মাটসুইটো। জাপানের বর্ত্তমান সম্রাট্ মাটসুইটো অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যতৎপর। তিনি নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকল কাজ করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট্‌গণ অলস ছিলেন এবং বৃথা আমোদে কাল কাটাইতেন।

বর্ত্তমান সম্রাট্ প্রাতে ছয়টার সময় উঠেন এবং প্রত্যহ অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন। ঘোড়ায় চড়িতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার আস্তাবলে নানাদেশীয় তিনহাজার উৎকৃষ্ট ঘোড়া আছে। বৎসরে ৩৫ লক্ষ টাকা তিনি ঘর খরচের জন্য লইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার খাস জমিদারীতেও বিস্তর টাকা আয় আছে এবং পূর্ব্বপুরুষসঞ্চিত অশেষ সোণারূপা ও মণিমুক্তায় তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তাঁহার বাগাড়ম্বর নাই, পোষাক পরিচ্ছদের বাহার নাই,—খোস্‌গল্প করিয়া কালাতিপাত করা নাই। পুস্তক এবং সংবাদপত্রপাঠে তাঁহার বড় অনুরাগ। পৃথিবীতে যত নরপতি আছেন, তন্মধ্যে জাপানসম্রাট্ সর্ব্বাপেক্ষা কবিতাপ্রিয়। তিনি স্বয়ং একজন সুকবি। জাপানরাজ প্রত্যহ অপরাহ্নে ৩০।৩৫টী শ্লোক রচনা করেন। জাপানী সাহিত্যে ঐ সকল কবিতা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত একাদশ বৎসরে সম্রাট্ ৩৭০০০ শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

জাপান-সম্রাজ্ঞী হারু কো। জাপান-রাজমহিষী হারু কো, স্বামীর উপযুক্ত পত্নী। তিনি কিয়ো-টো রাজসভার কোনও সম্ভ্রান্ত সভাসদের কন্যা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট্ ম্যাটস্থইটোর সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত হয়। মহিষী রাজ্যসংক্রান্ত কোনও প্রকার গোলযোগে হস্তক্ষেপ করেন না। রমণীসুলভ ললিত গুণাবলীতে মহিষীর হৃদয় অলঙ্কৃত। চিকিৎসালয় সংস্থাপন, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি পরোপকারমূলক কার্য্যেই মহিষীর সমধিক অনুরাগ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "রেড্‌ক্রশ" চিহ্নধারিণী মহিলামণ্ডলী শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে রুষ-জাপানসমরে আহত সৈনিকদিগের সেবা করিয়াছিলেন।

মহিষীর একটী পুত্র ও চারিটী কন্যা বিদ্যমান। ইনিও অতিশয় কবিতাপ্রিয়।

মার্কুইস্ ইয়ামাগাটা। ইনিও জাপানের একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। ইহাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিক্রমে জাপানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৃদ্ধ হইলেও—দেহের তেজ কমিলেও, ইহাঁর মনের তেজস্বিতা এখনও মলিন হয় নাই। যখন চীন-জাপানের সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তখন ইনি সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং অশেষ যশঃ উপার্জ্জন করিয়া জাপানে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁর বয়ক্রম এক্ষণে একাত্তর বৎসর।

মার্কুইস্ ওয়ামা। ইনি সেনাসমাজে মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর দেহ দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট, শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। ইনি যেমন বীর, তেমনি ভদ্র ও ধীর—মুখখানি সদা-সর্ব্বদা হাস্যময়। একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হইলেও ইনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া বাল্যকাল হইতে ইহাঁকে যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইতেছে। বিগত চীন-জাপান যুদ্ধে ইহাঁর অসাধারণ বীরত্ব-দর্শনে শত্রু-মিত্র সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইহার প্রবল-প্রতাপ ও রণপাণ্ডিত্যে চীনের আর্থার বন্দর, উই-হাই-উই, তেলেন্ওয়াল চিঞ্চো—জাপানের হস্তে পতিত হয়। ইনি স্বভাবতঃ দয়ালু। কথিত আছে চীন-জাপান সমরে কতকগুলি বন্দী চীন-সেনা মাঠে দাঁড়াইয়া শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। ওয়ামা, জনৈক সেনাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহাদের থাকিবার কি কোন স্থান নাই? বরফপাতে যে হতভাগ্যদের প্রাণ যায়।" সেনাধ্যক্ষ কহিলেন,—

"এখানে ইহাদের থাকিবার যোগ্য গৃহত দেখা যাইতেছে না।" ওয়ামা আদেশ করিলেন;—"আমার অশ্বশালায় যে সমস্ত অশ্ব আছে, তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বাধ এবং এই শীতার্ত্ত সৈন্যদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাও।" অনতিবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালিত হইল। ইহাঁর বয়ক্রম এক্ষণে একষট্টি বৎসর।

সেনাপতি নজু। ইনি অতি সুন্দর, সুপুরুষ ও সুদক্ষ সেনাপতি। ইহাঁর দেহ নাতিদীর্ঘ ও নাতিখর্ব্ব। ইনি অসীম শক্তিশালী বীরপুরুষ। ঘোড়ায় চড়া, স্বীকার করা, বন্দুক ছোঁড়া ইহাঁর নিত্য কাজ। কুস্তি করিতে ইনি বড় ভালবাসেন এবং পালোয়ান আসিলে, তাহার সহিত প্রায় কুস্তি লড়িয়া থাকেন। যৌবনসীমা অতিক্রম করিলেও ইনি যুবকের ন্যায় কার্য্যতৎপর। ইনি অসীমসাহসসম্পন্ন বলিয়া জাপানে বিখ্যাত। অনেকে ইহাঁর প্রচণ্ড সাহসে হঠকারিতা দোষ দিয়া থাকে,—কিন্তু তাহা নয়। ইহাঁর যথেষ্ট আত্মসংযম আছে। প্রচণ্ড বেগশালী হইলেও কোথায় গিয়া থামিতে হয়, কোথা হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহা ইনি সম্যক্‌রূপে জানেন। চীন-জাপানযুদ্ধে কোরিয়াস্থ পিংনাং নগরটী ইনি অধিকার করিয়া প্রভূত যশোলাভ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম একষট্টি বৎসর।

সেনাপতি কুরোকি। ইনি খর্ব্বাকৃতি, ধীর ও গম্ভীর, কিন্তু সমরকালে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় তেজস্বী। ইনি অত্যন্ত সাহসী,—মৃত্যুকেও ভয় করেন না। রণস্থলে গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়া যাইতেও ইনি শঙ্কিত হন না। শান্তির সময়,—কুচকাওয়াজ

শিক্ষাকালে, সেনাদল যেরূপ সচ্ছন্দমনে নির্ভয়ে প্যারেড ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে, সেনাপতি কুরোকি সেইরূপ যুদ্ধকালেও গোলাবর্ষণের সময় জীবন-সঙ্কুল রণস্থলে বিচরণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইঁহার বয়ঃক্রম উনষাইট বৎসর।

সেনাপতি ওকু। ইনি জাপানে বিশেষ সম্মানিত। জাপানে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন কামামোটস দুর্গে বিদ্রোহিগণ কর্তৃক ইনি অবরুদ্ধ হন। সে সময়ে ইঁহার সঙ্গে মুষ্টিমেয় সৈন্য ছিল। এদিকে বিদ্রোহিগণ সাগরোচ্ছাসের ন্যায় প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া, দুর্গের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিল। চারিমাস কাল ওকু এক প্রকার বন্দী হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার আহার ফুরাইয়া আসিল। চতুর্থমাসের শেষে তিনি একদিন ভীষণ বেগে, ভৈরব হুহুঙ্কারে শত্রুসেনা সন্ত্রস্ত করিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। 'শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন' এই মহামন্ত্রে তখন তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ প্রণোদিত হইয়া, ভীমবেগে শত্রুদলের উপর নিপতিত হইলেন। তাঁহার সেই বীরবেগ শত্রুদল সহ্য করিতে পারিল না। অপূর্ব্ব চতুরতা এবং বীরত্ব দেখাইয়া, শত্রুসেনাগণকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী শত শত শত্রুকে বিনাশ পূর্ব্বক, তিনি জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া, সম্রাটের সেনাদলের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার এই অমানুষিক বীরত্ব দেখিয়া জাপানবাসিগণ তাঁহাকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ইঁহার বয়ক্রম এক্ষণে পঁয়ষট্টি বৎসর।

সেনাপতি কাটসুরা। ইনি জাপানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী। বৃদ্ধ ইয়ামাগাটার ইনি প্রধান শিষ্য। চীনজাপান যুদ্ধে

ইহাঁর বীরত্ব প্রকাশিত হয়। ইনি একজন কৌশলী সূক্ষ্মদর্শী সেনাপতি বলিয়া বিখ্যাত।

সেনাপতি কোদামা। ইহাঁর মত ফন্দি ফিকিরবাজ লোক জাপানে অতি অল্পই আছে। ইনি যে কার্য্যটী সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সে কার্য্যটী সংসাধনে সচেষ্ট হন। ইহাঁর বয়ঃক্রম এক্ষণে একান্ন বৎসর।

সেনাপতি ইয়ামাগুচি। ইনিও জাপানের একজন প্রসিদ্ধ বীর। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন চীনকে নয়টী মহারথী আক্রমণ করেন, জাপানও তন্মধ্যে একটী মহারথী ছিলেন। সেই সময়ে ইয়ামাগুচি জাপান সেনা লইয়া, পিকিন্ নগরে প্রবেশ করেন এবং নিজবীরত্বপ্রভাবে বীর বলিয়া বিখ্যাত হন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাঞ্চুরিয়ার ইতিবৃত্ত।

যে মাঞ্চুরিয়া লইয়া এক্ষণে জাপানের সহিত রুষিয়ার বিবাদ সংঘটিত হইয়াছে, যে মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষকে বিতাড়িত করিবার জন্য চীন, জাপান ও পাশ্চাত্য রাজন্যবৃন্দ বহুকালাবধি অনুরোধ ও চেষ্টা করিতেছেন, সেই মাঞ্চুরিয়ায় রুষিয়া কি সূত্রে অধিকার বিস্তার করিলেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বহুকাল হইতে রুষিয়ার লোলদৃষ্টি মাঞ্চুরিয়ার উপর নিপতিত হইতেছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটনের সৈন্যগণ, চীনের রাজধানী পিকিন্ অধিকার করিলে, ধূর্ত্ত রুষীয় সচিব সেনানী ইগনাটিক্, চীনের নিকট প্রস্তাব করেন যে, রুষিয়ার সীমান্ত সম্বন্ধে মীমাংসায় যদি চীন্‌সম্রাট্ সম্মত হন, তাহা হইলে রুষিয়া ইংরাজ ও ফরাসীকে চীনরাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন।

কুটিল রুষীয় সচিবের মনোগত অভিপ্রায় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই, সরলবিশ্বাসে চীন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহার ফলে ইংরাজ ও ফরাসী, চীনরাজধানী ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সীমান্ত নির্ণয় ব্যপদেশে রুষমন্ত্রী মাঞ্জুরিয়ার সমুদ্রের উপকূল ভাগের প্রায় ছয়শত মাইল পরিমিত স্থান রুষরাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এই প্রদেশের বর্ত্তমান নাম প্রিমরস্ক। ভলাডিভষ্টক বন্দর এই প্রদেশেরই অন্তর্গত। উহাও ঐ সময়ে রুষিয়ার অধিকারভুক্ত হয়।

এই ঘটনার পর ত্রিশবৎসর আর কোন গোলমাল হয় নাই। রুষিয়া ভলাডিভষ্টকে দুর্গাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঐ অঞ্চলে বলসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রুষ, সাইবিরিয়ার মধ্য দিয়া ভলাডিভষ্টক পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ রেলপথ নির্ম্মাণ করা স্থির করেন। এই সময়ে রুষ সুর ধরিলেন যে, ভলাডিভষ্টকের সমুদ্র তুষারাবৃত হয়, সুতরাং ঐরূপ বন্দরে সুদীর্ঘ রেলের সীমান্ত না হইলে, বাণিজ্যাদির সুবিধা হইবে না। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপানের যুদ্ধাবসানে সন্ধি স্থাপিত হইলে, মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণভাগস্থ পোর্ট আর্থার ও লিয়াটু উপদ্বীপ জাপান, চীনের

নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। রুষিয়া ইহাতে প্রশান্তমহাসাগরে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারে অসুবিধা ঘটিবে বুঝিতে পারিয়া, ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর সহায়তাপ্রার্থী হইলেন। বলিলেন,—জাপান পোর্ট আর্থারে থাকিলে, কোরিয়া ও চীনের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকিবে না। অতঃপর রুষিয়া, ফরাসী ও জর্ম্মাণ এই তিন শক্তির আগ্রহাতিশয়ে জাপান সন্ধিসূত্রে লব্ধ পোর্ট আর্থার বন্দর ও লিয়াটু উপদ্বীপ চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। চীন যাহাতে ঐ দুই প্রদেশ অপর কোনও শক্তিকে প্রদান না করেন, এরূপ একটি সর্ত্ত রাখিতে জাপান যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্রী রুষের স্তোকবাক্যে সন্ধিপত্রে সেরূপ সর্ত্ত উল্লিখিত হয় নাই।

ইহার পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর চীন গভর্ণমেণ্টের সহিত রুষচাইনিজ ব্যাঙ্ক নামক একটি নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের এই মর্ম্মে বন্দোবস্ত হয় যে, উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ, চীনের সীমার মধ্যে রেল নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। এই রেলের সহিত রুষগবর্ণমেণ্টের সহিত প্রস্তুত শাখারেলপথাদির সংযোগ হইতে পারিবে, এরূপও স্থিরীকৃত হয়। ইহাই রুষের মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের কল্পনার প্রথম বিকাশ। রুষীয় ইঞ্জিনিয়ার, রুষের কশাক সৈন্য প্রভৃতি দলে দলে মাঞ্চুরিয়ায় আসিতে লাগিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণি মিশনরীদিগের প্রতি অত্যাচারের ধূয়া ধরিয়া, জর্ম্মণি কিয়োচাউ অধিকার করেন। রুষিয়াও ছলক্রমে আর্থার বন্দরে রণপোত আনিয়া, শীত যাপনার্থ চীন-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুষের দুরভিসন্ধি বুঝিতে

পারেন, এবং চীন গবমেণ্টকে টালিনওয়ান বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিতে অনুরোধ করেন (এই বন্দরটী পোর্ট আর্থারের অতি নিকটে অবস্থিত)। রুষিয়া ইংরাজের এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সাফল্য লাভ করেন। এই সময়ে পোর্ট আর্থারে ও টালিন ওয়ানে রুষের নৌবল সঞ্চিত হইতে থাকে। মার্চ্চ মাসে রুষিয়া চীনের নিকট হইতে ঐ দুইটী বন্দর ইজারা করিয়া লন এবং এই ইজারার সর্ত্ত অনুসারে রুষ, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। অতঃপর ব্রিটশের তীব্র প্রতিবাদে রুষিয়া টালিনওয়ান বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন; কিন্তু পোর্ট আর্থারে ঐরূপ সত্ত্ব প্রদানে রুষ কোন মতেই স্বীকৃত হইলেন না। ইহার ফলে গ্রেটব্রিটেন, চীনের নিকট হইতে ওয়াই-হাই-উই বন্দরের ইজারা করিয়া লইলেন। এই সময়ে রুষ কৌশলক্রমে মাঞ্চুরিয়ায় আরও কয়েকটি রেল নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টালিওয়ান বা জলনি বন্দর চীন গবর্ণমেণ্টের আদেশে সাধারণের বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। এই ভাবে নানা সূত্রে বল সঞ্চয় করিয়া, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বকসার বিদ্রোহের সময়, স্বার্থরক্ষার ব্যবদেশে রুষসৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত রাজ্যটী অধিকার করেন। তাহার পর ক্রমশঃ জাপানের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোরিয়ার ইতিবৃত্ত।

ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষ যেরূপ, জাপানের পক্ষে কোরিয়া প্রায় সেইরূপ। ভারতবর্ষ হস্তচ্যুত হইলে, ইংলণ্ডের যেরূপ গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইবার সম্ভাবনা, কোরিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব হানি হইলেও জাপানের সেইরূপ স্বাধীনতা-গৌরব বিলুপ্ত হওয়া অনিবার্য্য। কোরিয়া জাপানের ডিপেণ্ডেন্সি বা সম্পূর্ণ অধীন রাজ্য। জাপানী ইতিহাসলেখকেরা বলেন,—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে কোরিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব বিদ্যমান। এই ১৮ শত বৎসরের অধিকার, জাপান এক্ষণে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ ১৮৯৭ সালে চীনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, জাপান কোরিয়ায় অখণ্ড প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন। কোরিয়ায় এই অখণ্ড প্রভুত্বের উপর জাপানের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কোরিয়া এখন এক প্রকার জাপানী উপনিবেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই অতিরিক্ত লোকেরা কোরিয়ায় গিয়া বসতি করে। বহুশতাব্দী হইতে এইরূপে কোরিয়া জাপ-সন্তানের দ্বারা অধ্যুষিত হইতেছে। ফলে কোরিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষা প্রভৃতি বহুলাংশে জাপানীদিগেরই অনুরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালেই ব্যবসায়-বাণিজ্যাদির উপলক্ষে প্রায় ২৫ হাজার জাপানী কোরিয়ায় বসতি করিতেছেন।

কোরিয়ার দক্ষিণার্দ্ধ এক্ষণে কতকটা দ্বিতীয় জাপান হইয়া উঠিয়াছে। জাপান কোরিয়ায় রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, উহার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় বাণিজ্য যেমন ইংরাজের একাধিপত্য, কোরিয়ার বাণিজ্যে জাপানেরও সেইরূপ। কোরিয়া হারাইলে যে জাপানের কেবল বাণিজ্য নষ্ট হইবে, তাহা নহে, আত্মরক্ষাও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। রুষের ন্যায় প্রবল শক্তি যদি কোরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপানের স্বাতন্ত্র্যহরণ তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। সেই জন্য যাহাতে কোনও বৈদেশিক শক্তি কোরিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তরূপ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে না পারে, তৎপ্রতি জাপানকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছে।

এদিকে দুরাকাঙ্ক্ষ রুষও বহুদিন হইতে কোরিয়ার প্রতি লোলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। চীনের বিগত বকসার বিপ্লবের পর, যখন একে একে সকল পাশ্চাত্য শক্তিই প্রাচ্য ভূখণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, রুষ তখনও মাঞ্চুরিয়া হইতে অপসৃত হইলেন না। অন্যান্য শক্তিনিচয় পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও মাঞ্চুরিয়াত্যাগে তিনি নানা ছলে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তখন জাপানের মনে রুষের দুরভিসন্ধি বিষয়ে গভীর সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। গত বৎসর বসন্তারম্ভে জাপানে রুষের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-সম্বন্ধে আলোচনা আরব্ধ হয়। কিন্তু ইহার পর মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করা দূরে থাকুক, রুষ ধীরে ধীরে কোরিয়ায় প্রবেশ করিলেন। কোরিয়ার গবর্ণমেণ্টকে কৌশলে মুগ্ধ করিয়া, একদল রুষীয় বণিক্ ইয়ালু

নদীর তীরবর্ত্তী কাননে কাষ্ঠচ্ছেদনে অধিকারপত্র সংগ্রহ করিলেন। সেই সঙ্গে রুষগবর্ণমেণ্ট, কোরিয়ায় কিছু ভূমি লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেবল তাহাই নহে, কোরিয়ার সীমান্তস্থিত উইজুবন্দরে কোনও বৈদেশিক বণিককে রুষ বাণিজ্যাধিকার দান করিবেন না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হন, এমন কি, উইজুবন্দরে বৈদেশিক বণিকের অবতরণে বাধাদানে অগ্রসর হন।

এই সকল ঘটনায় জাপান স্বভাবতঃই বিচলিত হইলেন, এবং রুষের এই অন্যায় ব্যবহারে প্রতিবাদ করিলেন। গত ২৩শে জুন টোকিওতে রুষদূতের সহিত জাপানের এই উপলক্ষে প্রথম তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। ১২ই আগষ্ট সেণ্টপিটার্সবর্গে জারের সহিত এ সম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল। তাহার পর রুষ ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক জাপানের পত্রাদির উত্তরদানে বিলম্ব করিয়া, সমরায়োজনের জন্য সময় গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কাজেই জাপান রুষের ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিয়া স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য রুষিয়ার সহিত সমর ঘোষণা করিলেন।

কোরিয়ার অধিবাসী। কোরিয়াবাসীদিগের পুরাকালীন ইতিবৃত্ত প্রকাশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এতৎসম্বন্ধে নানা মুনি নানা প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। অজ্ঞাতপূর্ব্ব দেশ সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ অসম্ভব নহে। শুনা যায়, কোরিয়ার সভ্যতা থিবি ও ব্যাবিলনের সাময়িক। কেহ কেহ বলেন, কোরিয়াই জাপানী শিল্প-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উৎপত্তিক্ষেত্র। কিন্তু কোরিয়ার তাদৃশ কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় না। কোরিয়ার সাহিত্যের অবস্থাও নিতান্ত

শোচনীয়। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, জাপানীরা একবার কোরিয় আক্রমণ করেন। ঐ সময় কোরিয়াবাসীদিগের সহিত তত্রত্য পুরোহিতগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। কোরিয়াবাসীরা বিবাদ করিয়া দলে দলে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করে। সেই অবধি কোরিয়াবাসীরা কনকিউসিয়াসের দর্শনমূলক ধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে ধর্ম্মহীন নাস্তিক বলিতেও ছাড়েন না। জাপানে যেরূপ সুদৃশ্য মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, কোরিয়ায় তাদৃশ কোন মন্দির নাই। কোরিয়াবাসীরা বলিষ্ঠ ও সুশ্রী, কিন্তু অত্যন্ত অলস। ইহারা পর্য্যায়ক্রমে কখন চীন ও কখন জাপান, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

মৃতদেহের সৎকার বিষয়ে কোরিয়াবাসীরা বিশেষ আড়ম্বর প্রকাশ করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় বর্ণ-বৈচিত্র্য-বহুল রেশমী-লণ্ঠন ও ধ্বজপতাকাসহ ইহারা সমাধিস্থলে যাত্রা করে। মৃতদেহবাহী শকট নানাবিধ কৃত্রিম পুষ্প ও চিত্রে পরিশোভিত করা হয়। প্রধান শবযাত্রী শোকবস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া এবং ছত্রতুল্য বৃহৎ টুপি মাথায় দিয়া, গম্ভীর ভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে থাকে। তাহার সমভিব্যাহারী-অন্য লোকেরা নানা প্রকার কৌতুককর অঙ্গভঙ্গী ও পরিহাস প্রভৃতির দ্বারা তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিবার চেষ্টা পায়। এ দেশের প্রথাই এইরূপ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে দীর্ঘকাল অতি সংযত ও শুদ্ধভাবে যাপন করিতে হয়। সন্তান বিয়োগ ঘটিলে পিতামাতাকে তিন বৎসর অশৌচ পালন করিতে হয়। সম্পর্কের তারতম্যানুসারে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদিগের অশৌচ পালনের কাল নির্দ্দিষ্ট

আছে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন যুবকের ঘন ঘন আত্মীয় বিয়োগ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে অনেক সময়ে প্রৌঢ় বয়সের পূর্ব্বে তাহার আর পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

কোরিয়াবাসীদিগের পরিচ্ছদ অতি বিচিত্র। সহসা দেখিলে মানুষগুলিকে হংসদল বলিয়া ভ্রম জন্মে। কারণ, সকলেরই পরিচ্ছদ শুক্লবর্ণ। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কোন সময়েই ইহাদিগের পরিচ্ছদের বর্ণবিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয় না। দারুণ শীতের সময়েও ইহারা কার্পাসবস্ত্র পরিধান করে। পুরুষদিগের পরিচ্ছদের কোনও স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে ইহারা বড়ই তীক্ষ্ণদৃষ্টি। রমণীরা সমস্ত দিন পরিশ্রমে পুরুষদিগের পরিচ্ছদ পরিষ্কার করে।

কোরিয়ার রাজার আকৃতি খর্ব্ব, পরিচ্ছদ আড়ম্বরশূন্য। তাঁহাকে দেখিলে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম-কালে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা এক শতাব্দীর অধিককাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন। ইনি সেই রাজবংশের অষ্টাবিংশ নরপতি। ইহাঁর পিতা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে খৃষ্টান মিশনারিরা রাজাদেশে ঘোরতর লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। তদুপলক্ষে ফরাসীরা কোরিয়াতে যুদ্ধারম্ভ করেন। কিন্তু অবশেষে শক্তিনিচয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় এই যুদ্ধের অবসান হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। রাজা তখন সিওলের উপকণ্ঠস্থ চীন-শিবিরে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। বর্ত্তমান কোরিয়ারাজ বৈদেশিকদিগের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। কোরিয়ার বর্ত্তমান রাণী, আমেরিকার এক

মিশনরির কন্যা। কাজেই কোরিয়ারাজ এরূপ শেতাঙ্গভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কোরিয়ার অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং একান্ত শান্ত-স্বভাব। জ্ঞানের উন্নতি—আত্মার উন্নতি ইহাদিগের লক্ষ্যস্থল। কোরিয়ার সমাজে এই জন্য জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরাই প্রভূত সম্মান ও শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞান-পিপাসা এবং শান্তি-প্রিয়তা কোরিয়া-বাসীর হৃদয়ে কালক্রমে এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, দেশমধ্যে বাহুবলের চর্চ্চা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পার্থিব উন্নতির জন্য অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক মানব-শোণিতে পৃথিবী অভিষিক্ত করা কোরিয়াবাসীর নিকট নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেইজন্য এতাবৎ কাল কোরিয়া বীরধর্ম্ম ও সমর-বিদ্যায় উপেক্ষা করিয়া, কেবল ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর্থার বন্দরের ইতিবৃত্ত।

পঁয়ত্রিশ বৎসরে পূর্ব্বে আর্থার বন্দরের নামও কেহ শুনে নাই। চীনেরা বহুকাল হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই খ্রীষ্টান-দিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে চীনেরা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় খৃষ্টানদিগকে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প করে। টীনসীন নগরের চীন

অধিবাসীরা তত্রত্য খৃষ্টাশ্রম আক্রমণ করিয়া, কতকগুলি ফরাসী-জাতীয়া সন্ন্যাসিনীর হত্যা সাধন করে। এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া ফ্রান্স গবর্ণমেণ্ট অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সমুৎসুক হন। কিন্তু তৎকালে ফরাসীরা জর্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এই জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের মনে চীন-বিদ্বেষ বদ্ধমূল থাকিলেও তিনি সে সময় সমরানল প্রজ্বলিত করিবার সুবিধা পান নাই। সুতরাং তাঁহার ক্রোধ ও জিঘাংসা-বহ্নি অন্তরেই নিবৃত্ত হইয়াছিল। ফরাসী, চীনরাজ্য আক্রমণ না করিলেও চীন-গবর্ণমেণ্টের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল। পাছে চীনেরা ভবিষ্যতে অন্য কোন খৃষ্টান মিশনারি বা পাদরীর প্রতি অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলেন, এই আশঙ্কায় তিনি চীনদিগের ভবিষ্যৎ উপদ্রবের পথ রুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তাঁহার আদেশে, চীনের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতি লীহংচঙ রাজপ্রতিনিধি-রূপে তীনশীন নগরে উপস্থিত হন।

লীহংচঙ চিল্লী প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ পাইয়াই তত্রত্য চীন-সেনাদলের পুষ্টিসাধনে মনোনিবেশ করেন। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত তাকু, তীনশীন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের সেনানিবেশগুলির সংস্কার সাধন করেন। তিনি বহরের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধন করেন। রণপোতের জন্য একটী পোতাশ্রয় বা বন্দরের আবশ্যক হয়। যেখানে এক্ষণে পোর্ট আর্থার, ঐ স্থানেই লীর দৃষ্টি পড়ে। তিনি ঐ স্থানে একটী পোতাশ্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং ঐ পোতাশ্রয়কে সুদৃঢ় দুর্গাদিতে পরিশোভিত করিতে মনস্থ করেন। লী নিজে সমরশাস্ত্রে

অদ্বিতীয় ছিলেন। তথাপি তাঁহাকে ইউরোপীয় পরামর্শে নির্ভর করিতে হয়। ইউরোপীয় পরামর্শে পরিচালিত হইয়াই, তিনি জর্ম্মাণ সামরিক-স্থপতি মেজর হেনেকলকে দুর্গাদি প্রতিষ্ঠার ভার দেন। ইনিও দুর্গাদিনির্ম্মাণে সামরিক স্থাপত্য-কৌশলের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়া লীহংচঙকে পরিতুষ্ট করেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসীরা, চীনের শ্যাম-সন্নিহিত টঙ্কিন রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া চীনরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন,—যখন চীন-ফরাসীর যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ফরাসী নৌ-সেনাপতি এডমিরাল কুর্ব্বে স্বকীয় সম্রাটের আদেশানুসারে পোর্ট আর্থার আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হন; কিন্তু তিনি জর্ম্মাণ-স্থপতির স্থাপত্যকৌশলে ও চীনসম্রাটের নির্ম্মিত পোর্ট আর্থারের দৃঢ়তা সন্দর্শন করিয়া, উহা অজেয় ও দুর্গ্রাহ্য বলিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন।

ফরাসী সেনাপতি ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু বহুদর্শী লী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জাপানের সর্ব্ববিধ আকস্মিক অভ্যুত্থান দৃষ্টিগোচর করিয়া জাপরাজনীতিকদিগের অভিজ্ঞতা এবং সেনাপতিদিগের বহুদর্শিতা ও দেশহিতৈষিতা দেখিয়া লী বুঝিলেন, নববল-দৃপ্ত জাপানের সহিত শীঘ্রই চীনের যুদ্ধ বাধিবে; জাপান চীনের শক্তি হ্রাস করিতে চেষ্টা করিবে এবং চীনের প্রসিদ্ধ আর্থার বন্দর অধিকার করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রয়াস পাইবে।

এইরূপ অবধারণ করিয়া লীহংচঙ আর্থার বন্দরের দুর্গবল আরও সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। দুর্ভেদ্য মূলদুর্গের চতুষ্পার্শ্বে নব নব সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সাংও, কীকবান, শঙ্কু, আর্লংশান, তীলংশান কিক্কাউ, নানসান প্রভৃতি অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া মূল দুর্গকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করিল।

লীহংচঙ যাহা অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থে পরিণত হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া লইয়া চীনের সহিত জাপানের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। জাপানসেনাপতি নগী, পঞ্চবিংশ সহস্র জাপানসৈন্য লইয়া আর্থারবন্দর আক্রমণ করিলেন। কয়েক দিবস যুদ্ধের পর জাপানী বীরগণের অসীম প্রতাপে ২১ শে নবেম্বর আর্থার বন্দর জাপানের হস্তে পতিত হইল। ন্যায়মত সেই দিন হইতেই জাপান উক্ত বন্দরের অধিকারী হইলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত রুষিয়া, জর্ম্মণি ও ফ্রান্সের সাহায্যে আর্থার বন্দরে জাপানের অধিকার সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। একদিকে ক্ষুদ্র জাপান, অপর দিকে তিনটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি, কাজেই জাপানকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইল। জাপান, আর্থারবন্দর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রুষিয়ারও মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইল। এতদিন ধরিয়া রুষিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল, এক্ষণে সেই আশার সাফল্যের সময় উপস্থিত হইল। রুষগবর্ণমেণ্ট আর্থার বন্দরে শীতযাপনার্থ চীনগবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। শীতঋতু চলিয়া গেল। কিন্তু রুষসৈন্যগণ আর্থার বন্দর পরিত্যাগ করিল না। নিত্য নিত্য নব নব উপায়ে ও পাশ্চাত্যবলে বন্দর সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিতে লাগিল। অন্যান্য শক্তি যখন এতৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন চতুর রুষ, চীনগবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে

আর্থার বন্দর ইজারা লইলেন এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া, বন্দরটীকে একপ্রকার অজেয় করিয়া তুলিলেন। জাপানও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। রুষিয়ার এই স্বার্থপরতা জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জাপানী বীরগণের বীরহৃদয়ে দাগা দিতেছিল। জাপানী বীরগণ রুষিয়ার এই শঠতার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। চীন-যুদ্ধের দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া লইয়া রুষিয়ার সহিত জাপানের পুনর্ব্বার মনোমালিন্য চলিতে লাগিল। রুষিয়া অন্যায় পূর্ব্বক মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইলেন। জাপান এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বল নহেন যে, রুষিয়ার ভ্রূকুটিদর্শনে ভীত হইবেন; দশ বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে, জাপান আজ রুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম। কাজেই জাপান আর রুষের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না, বাধা দিতে উদ্যত হইল। জাপানী বীরগণ সদম্ভে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। জাপান রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিলেন। জাপান-নৌ-সেনাপতিগণ সর্ব্বাগ্রে বহুদিনের লক্ষ্য আর্থারবন্দর আক্রমণ করিলেন।

আর্থার বন্দর বর্ণনা। বহুদর্শী পর্য্যটকেরা আর্থার বন্দরকে রুষরাজ্যের নাসিকাস্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রুষিয়ার এই সুন্দর নাসিকাটি জাপান কাটিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কাজেই রুষিয়ার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইল। জাপান নাসিকা কাটিতে উদ্যত, রুষিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং আমাদের এক্ষণে বন্দরের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক হইয়াছে।

আর্থার বন্দরের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, অনন্ত সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া, বন্দরের পদযুগল বিধৌত করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে মন্থরভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ঐ অনন্ত জলরাশি পীতসমুদ্র নামে বিখ্যাত। ঐ অনন্তসাগরোৎপন্ন নদীরূপধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যে ক্ষীণ জলধারাই এক্ষণে বন্দরের মুখ বলিয়া কথিত, ঐ মুখ ঊর্দ্ধসংখ্যায় কোথাও অর্দ্ধক্রোশ, কোথাও বা তদপেক্ষা প্রশস্ত। সকল স্থানের জলও সমান গভীর নয়। মাঝে মাঝে চড়া আছে। নাবিককে অতি সাবধানের সহিত ঐ মুখ দিয়া জাহাজ চালাইতে হয়। চড়াগুলিও অদৃশ্যভাবে আছে, জাগিয়া নাই। কোন কোন চড়ার উপর ৪।৫ ফুটের অধিক জল নাই; কাজেই নাবিকেরা পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে। মুখটি একবার পার হইতে পারিলেই বন্দরের দিকে আবার সুপ্রশস্ত জলরাশি দৃষ্ট হয়। কণনালীর পর যেমন উদরভাণ্ডার, সেইরূপ বন্দরের মুখপ্রণালীর পর বিস্তৃত জলভাণ্ডার। এই বিস্তৃত জলরাশিতে অনেকগুলি জাহাজ থাকিবার স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে, কিন্তু এখানেও ডুবো চড়া অনেক আছে। মাটিকাটা ষ্টীমারের দ্বারা সর্ব্বদা সেখানকার সেই সকল ডুবো চড়া হইতে মাটি কাটিয়া ডাঙ্গায় ফেলা হইয়া থাকে। এই আর্থার বন্দরের গায়ে,—এই বিস্তৃত জলরাশির এক অংশে জাহাজ মেরামত করিবার নিমিত্ত রুষের দুইটি ডক্ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি বৃহৎ, অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই ডকে এককালে একত্র দুইখানি,—ঊর্দ্ধসংখ্যায় তিনখানির অধিক মানোয়ারী-জাহাজ মেরামত

হইতে পারে না। ডকের অভাবে রুষের ভগ্ন রণতরীগুলির মেরামতের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে।

সমুদ্র যেখানে নদীরূপ ধারণ করিয়া অপ্রশস্তভাবে বন্দরাভিমুখে চলিয়াছে, বন্দরের সেই মুখটিকে বন্ধ করিবার নিমিত্ত জাপানেরা প্রথমে চেষ্টা করেন। কিন্তু রুষেরাও ঐ মুখ উন্মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত কিরূপে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। পাঠকগণ স্থানান্তরে তাহার বিবরণ দেখিতে পাইবেন।

বন্দরের উপরিস্থ নগরটী পর্ব্বতময়। জলরাশির চতুর্দ্দিকেই অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে অসংখ্য দুর্গ। সহস্র সহস্র কামানমালায় এই অতুল শৈলশ্রেণী ও দুর্গাবলী সুশোভিত। বোনটবালে নামক জনৈক ইংরাজ লেখক ও পর্য্যটক বলেন,—এই স্থান একটি প্রকাণ্ড মৌচাকবিশেষ। মৌচাকে যেরূপ অসংখ্য গর্ত্ত, সেইরূপ বন্দরস্থ পর্ব্বতদুর্গের গাত্রে অসংখ্য কামান। কামানের ভারে বন্দর যেন অবনত। ক্ষীণাঙ্গী রমণী যেমন অধিক বসন-ভূষণ পরিলে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়, কামানশ্রেণীর আধিক্যে আর্থারবন্দরও যেন কিছু বিব্রত। প্রথমতঃ বন্দরে,—"ভিতর সমুদ্রের" ধারে প্যারেড করিবার অর্থাৎ সেনাগণের যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার স্থানটী দেখুন। ঐ স্থানে এককালে পঁচিশ হাজার সেনা পরিচালিত হইতে পারে। উহার পাশ দিয়া রেলপথ আসিয়া সমুদ্রের ঠিক ধারে পৌঁছিয়াছে। এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশন আছে। ঐ প্যারেডভূমির পশ্চিম দিকটা দেখুন। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে পাহাড়ের উপরে তিনটী দুর্গ অবস্থিত। ঐ পর্ব্বতের নাম ইটজুসান্। রণপণ্ডিত যোদ্ধাগণ বলেন,—স্থলপথ দিয়া যদি বন্দর অধিকার

করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ পাহাড় এবং তিনটী দুর্গ অধিকার করিতে হইবে। আর্থার বন্দরে স্থলপথের সম্মুখদ্বারের উহা কবাটস্বরূপ। অথবা উহাকে লৌহসিন্ধুকের তালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ ইটজুসান পর্ব্বতের উত্তরে এবং পশ্চিমে ছোট ছোট স্বল্পোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে নবেম্বর চীনযুদ্ধকালে জাপানসেনা ঐ পাহাড়গুলি প্রথম অধিকার করে। ঐ পাহাড়ের উপর কামান পাতিয়া জাপানসেনা ঐ ইটজুসান পর্ব্বতের উপরিস্থিত বড় বড় গোলা দাগিতে থাকে, পাঁচ কোয়াটার কাল গোলাবর্ষণের পর ঐ দুর্গত্রয়স্থিত চীন-সেনা নিরস্ত হয়। তারপর জাপানের সহস্রাধিক পদাতিক সেনা মার মার রবে ঐ দুর্গের দিকে ধাবিত হয়। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর চীন-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। সেই দিন জাপানসেনা অল্পবিস্তর যুদ্ধ করিয়া, সমস্ত নগরটীকে জাপান-অধিকারে আনেন। কিন্তু এবার রুষের হস্ত হইতে দুর্গ গ্রহণ করা তাদৃশ সহজ-সাধ্য নহে।

প্যারেড স্থানের উত্তরাংশে কতকটা সমতলভূমি পড়িয়া আছে। এস্থানে তাদৃশ পাহাড় পর্ব্বত নাই। রেলপথের পূর্ব্বধারে—অতি অল্পদূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শৈলশ্রেণী বরাবর সুশোভিত। সমুদ্রের ঠিক তীর হইতেই এই শৈলশ্রেণী আরম্ভ হইয়াছে এবং অর্দ্ধচক্রের ন্যায় আকার ধারণ করিয়া, রেলপথের সমান্তরালে বরাবর অগ্রসর হইয়াছে। এই পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্গ আছে। মানচিত্রে সকল স্থান সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হয় নাই। সমুদ্রের দিকে পূর্ব্বভাগে লাউমুচু নামক এক প্রকাণ্ড দুর্গ। তাহার পর হোয়াংচিঙ্ সাঙ্ দুর্গ। এই দুর্গ

বন্দরমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশক্তিমান দুর্গ বলিয়া পরিগণিত। যে পর্ব্বতের উপর এই দুর্গটী অবস্থিত, তাহার নাম সুবর্ণপর্ব্বত বা গোল্ডেন্ হিল্। পর্ব্বতটী আড়াই শত ফিট উচ্চ। এই পর্ব্বত হইতে তোপ দাগিলে, বন্দরে প্রবিষ্ট শত্রুজাহাজ কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না। এই দুর্গের ভিতরে রুষ ব্যতীত অন্য কোন লোককেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। টাইগার্স টেল অর্থাৎ বাঘের লেজ নামক স্থানটী দেখুন। এই স্থানের কাছে সমুদ্রের উপর রুষের টর্পেডো বোট আছে।

রুষের অধিকারের পর আর্থারবন্দরে অনেক নূতন নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীরা আসিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। রুষ যখন বড় বড় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তখন চীনে কুলি ভিন্ন অন্য কুলিকে কাজ করিতে দেন নাই। তবে এরূপ রাষ্ট্র, জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ চীনে কুলি সাজিয়া, দুর্গ-সমূহের অন্ধি-সন্ধি সমস্ত জানিয়া লইয়াছেন। বন্দরের ঠোঁটটি সমুদ্রের দিকে অনেকটা খুলিয়া পড়িয়াছে। বত্রিশ মাইল জমি যদি খাল কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ ঠোঁটটী একটা দ্বীপ হইয়া পড়ে। মাত্র চিত্র দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। ঐ ঠোঁটের উপরও উচ্চ পর্ব্বতমালা এবং বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ বিরাজিত। রণতরীদল সহজে আর্থারবন্দরের কাছে ঘেঁসিতে সমর্থ হয় না। দুই তিন ক্রোশ দূরে সমুদ্রের উপর থাকিয়া শত্রুর রণতরী বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে পারে। এই জন্য জাপসেনাপতি টোগা, বন্দরাক্রমণকালে কিছুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, আবার বাহির সমুদ্রে চলিয়া যাইতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রুষিয়ার ইতিবৃত্ত।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে জাপান, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও আর্থার বন্দরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়াছি, এক্ষণে রুষিয়ার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিব।

রুষিয়ার যুদ্ধ। গত ৭৫ বৎসরের মধ্যে রুষিয়া তিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান জাপানসমর রুষিয়ার চতুর্থ যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে রুষিয়ার ত্রিশকোটি টাকা এবং এক লক্ষ কুড়ি হাজার সেনা নষ্ট হয়। ঐ ঘটনার ছাব্বিশ বৎসর পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসী একযোগে রুষিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুষিয়ার চারি লক্ষ পঁচাশী হাজার সৈন্য হত এবং চারি শত পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। তারপর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত রুষিয়ার আবার যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে রুষের এক লক্ষ আশী হাজার সৈন্য হত এবং দুইশত পঁচাশী কোটি টাকা ব্যয়িত হয়।

রুষিয়ার আর্থিক অবস্থা। কোন শক্তির বাহুবল, বিদ্যাবল, বুদ্ধিবল যথেষ্ট থাকিলেও যদি ধনবল না থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য বলও অবশেষে নিষ্ফল হইয়া যায়। ট্রান্সভালের বুয়ারগণ যে প্রকার সাহস, রণকৌশল ও স্বদেশ-প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর। ইংরাজের আড়াই লক্ষ সেনা, চল্লিশ সহস্র বুয়র কৃষককে বহুকাল যাবৎ আয়ত্ত করিতে

পারে নাই। দুই তিন সহস্র বুয়ার এক একটা যুদ্ধে দশ পনের সহস্র ইংরাজ সেনাকে পর্য্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে। কিন্তু অবশেষে ইংরাজেরই জয় হইল। কেন না, ইংরাজ ধনবলে বলীয়ান্। আড়াই বৎসর-ব্যাপী ট্রান্সভালসমরে ইংরাজ প্রতি মিনিটে গড়ে তিন সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিল। এইরূপ অশ্রুত-পূর্ব্ব অর্থব্যয় করিতে না পারিলে, বুয়ারযুদ্ধের কবে সমাপ্তি হইত, তাহা কে বলিতে পারে?

জাপানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রুষিয়ারও অগাধ অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এক একখানি রণপোত নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৫।৭ কোটি, সময়ে সময়ে ১০।১৫ কোটি টাকাও ব্যয়িত হয়। বিগত যুদ্ধে রুষিয়ার কয়েকখানি রণপোত নষ্ট হইয়া কত কোটি টাকা ধ্বংস হইল, কে বলিবে?

জাপানের ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। তবে যুদ্ধক্ষেত্র জাপানের সন্নিহিত বলিয়া যুদ্ধোপকরণ ও সেনাদিগের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি বহনে রুষিয়া অপেক্ষা জাপানের অল্প ব্যয় হইয়াছে। জাপান ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, রুষপক্ষের অস্ত্র শস্ত্র, খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্য কতক পরিমাণে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রুষিয়া সমরব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য ফ্রান্সদেশে ৬০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই ৬০ কোটিতে কিছুই হইবে না। রুষিয়াকে শীঘ্রই পুনরায় ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বাহির হইতে ঋণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রুষিয়া আবার কিছুদিন যুদ্ধ চালাইতে পারিবে বটে; কিন্তু নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্বচ্ছলতা বিধান করিতে না পারিলে, পররাষ্ট্র হইতে

ঋণগ্রহণ পূর্ব্বক কতদিন যুদ্ধ চালাইবে? রুষিয়ার প্রজাসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমজীবী ও দরিদ্র; তদুপরি করভারে পীড়িত। আমরা ভারতবর্ষীয় কৃষকগণের অবস্থা অতিশয় হীন বলিয়া মনে করি। কিন্তু রুষকৃষকগণের অবস্থা আরও মন্দ।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রুষিয়ার মোট আয় ২৭০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও ব্যয় তিনশত কোটি টাকা হইয়াছে। এই বহুল ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য প্রজার উপর নূতন কর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, কিন্তু তদানীন্তন রাজস্ব-সচিব এম, ডি, ওয়াইট বলেন যে,—"প্রজার উপর আর করসংস্থাপন করা অসম্ভব। রুষ-প্রজারা আর করভার বহন করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য আয়-বৃদ্ধির চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্যয়-সঙ্কোচ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।" ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রজাসাধারণের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার আর বৃদ্ধি হইতে পারে না। অন্য উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি অথবা ব্যয়-সঙ্কোচ না করিলে আর উপায় নাই।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের শেষে রুষিয়ার জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১২ হাজার পঞ্চাশ কোটি টাকা ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আরও ৬০ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রুষিয়ার ঋণ এই বিরাট-মূর্ত্তি ধারণ করিলেও রুষিয়া "দেউলিয়া" রাজ্য নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে রুষ-গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৫ টাকা সুদের চারিশত কুড়ি কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সাড়ে তিন টাকা সুদে ঐ টাকা ঋণ লইয়াছেন। ঐ ঋণের মধ্যে রুষ-গবর্ণমেণ্ট রেলবিস্তারে তিন শত পঁচাত্তর কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সকল রেলপথ হইতে যথেষ্ট লাভ হয় মা।

গবর্ণমেণ্ট লাভের আশাতেও ঐ সকল রেল-বিস্তারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রধানতঃ সামরিক ব্যাপারের সৌকর্য্যার্থেই ঐ সকল রেলপথের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত রেলপথসমূহে নয় কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যত্নে এখনও ওডেনবার্গ টানথণ্ড এবং জলোগজ-ডিসেলেস্ক নামক দুইটী রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুইটী রেলপথ সম্পূর্ণ করিতে দশ কোটি টাকার উপর ব্যয় হইবে বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ অনুমান করেন।

এখন রুষিয়ার রাজকোষে কত স্বর্ণমুদ্রা বর্ত্তমান আছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে রুষিয়ার রাজস্বসচিব বলেন যে, অন্যূন একশত পঞ্চাশ কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা থাকিবার সম্ভাবনা।

রুষিয়ার রাজস্ব-বৃদ্ধির প্রধান উপায় আকরিক কার্য্য। রুষিয়াতে নানাবিধ তৈল ও ধাতুর আকর আছে, কিন্তু ঐ সকল আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসায় দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিবার কোন সুব্যবস্থা নাই। ফ্রান্স, ইংলণ্ড অথবা জর্ম্মাণীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিলে ঐ সকল আকর হইতে যে আয় হইতে পারিত, রুষের তত্ত্বাবধানে তাহার অর্দ্ধেক আয় হয় কিনা, সন্দেহ।

রুষিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রুষিয়ার কৃষকগণ অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন। পূর্ব্বে রুষিয়ার ভোরনেজ প্রদেশ শস্যসমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু অধুনা ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে ঐ প্রদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায় অশ্ব, গো বা মহিষ প্রভৃতি পশু; কিন্তু রুষিয়ার ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে প্রতি চারি ঘর কৃষকের মধ্যে একটি করিয়া পশু আছে কিনা সন্দেহ। কোন কোন স্থলে প্রতি আটঘর কৃষকের

মধ্যে গড়ে একটি পশু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই পাঠকগণ রুষ-কৃষকের অবস্থা অনুমান করিতে পারিবেন।

রুষের সেনাবল। রুষের সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধোপকরণ অসামান্য। রুষের শান্তিকালে আটলক্ষ ষাট হাজার সেনা যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রুষ অনায়াসে সর্ব্বশুদ্ধ চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য সমরক্ষেত্রে সমবেত করিতে পারেন। রুষের কামানের সংখ্যা তিন হাজার পাঁচশত। এতদ্ভিন্ন রিজার্ভ সৈন্য ও কামান অনেক আছে। রুষের ছাব্বিশটা বড় বড় জাহাজ, চৌদ্দটা উপকূল-রক্ষক পোত, চব্বিশখানা প্রথমশ্রেণীর ক্রুজার ও একশত একষট্টিখানা গন্‌বোট বা কামানবাহী তরণী ও টরপেডো আছে।

কিন্তু এই প্রভূত সেনাবল সম্পূর্ণভাবে জাপানের দমনের জন্য প্রেরণ করা রুষের পক্ষে অসম্ভব। রুষকে স্বদেশ রক্ষার জন্য অধিকাংশ রণপোত ও সৈন্য ইউরোপে রাখিতেই হইবে। কারণ, রাজ্যবিস্তারের সহিত রুষের শত্রুবৃদ্ধিও যথেষ্ট হইয়াছে। বিষেশতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য স্বত্ব উপলক্ষে ইউরোপে এই সমরের সুযোগে, মহাপ্রলয়ের সূচনা হওয়াও বিচিত্র নহে। কাজেই রুষ, জাপানের দমনের জন্য অধিক সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। এতদ্ভিন্ন রুষিয়া হইতে প্রাচ্য-ভূখণ্ডে পর্য্যাপ্ত সৈন্য প্রেরণও রুষের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ছয় হাজার মাইল দীর্ঘপথ অতিক্রম করা কি কথার কথা? এখান হইতে দিল্লী প্রায় একহাজার মাইল দূর। ডাকগাড়ী প্রায় ২৮ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে বোম্বাই পৌঁছে। আমাদের এখানকার ডাকগাড়ী যেরূপ বেগে গমন

করে. সেইরূপ বেগে যদি সাইবিরীয় রেলপথে রুষের বাষ্পীয় শকট ধাবিত হইতে পারিত, তাহা হইলে এই ছয় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রায় সাতদিন লাগিত। কিন্তু সাইবিরিয়ার দুর্গম শৈল-কানন-পথে রেল ট্রেণের গতি এখানকার মত দ্রুত নহে। তাহার পর বিস্তীর্ণ বৈকাল হ্রদ রুষের কালস্বরূপ মধ্যপথে বিদ্যমান। এই হ্রদের দৈর্ঘ্য চারি হাজার মাইল। বিস্তার কুড়ি হইতে সত্তর মাইল। এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত এই হ্রদের অধিকাংশ বরফ কঠিন হইয়া থাকে। জার মহোদয় এই বৈকাল-হ্রদের প্রস্তরবৎ ঘনীভূত জলরাশির উপর রেললাইন নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধসম্ভার বহনের আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

এই রেলপথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, বৈকালহ্রদের পূর্ব্বাঞ্চলে নানাস্থানে সর্ব্বশুদ্ধ রুষের পদাতিকদলে সীমান্তরক্ষক সৈন্য ও রেলপথরক্ষক সশস্ত্র প্রহরী সহ একলক্ষ পাঁচ হাজার আটশত উনিশ জন লোক ছিল। তাহার উপর দুই হাজার আটশত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। অশ্ববাহী সর্ব্বশুদ্ধ একুশ হাজার নয়শত চৌদ্দ ও বিভিন্ন স্থানের তোপখানায় দুইশত ছিয়াত্তরখানি কামান ছিল। বৈকাল হ্রদের উপর রেলপথ নির্ম্মাণের পর, রুষপক্ষের সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য; কিন্তু রুষ এককালে একযোগে বিশাল বাহিনী সমরক্ষেত্রে আনিতে সমর্থ হন নাই। ভবিষ্যতে পারিবেন, এরূপ আশাও করা যায় না।

রুষের কশাক-সৈন্য। বিশাল কশাকবাহিনী রুষের সর্ব্বাপেক্ষা আশা ও ভরসাস্থল। এই সেনাদল রুষরাজ্যের ৬২ হাজার বর্গ মাইল বিস্তৃত স্থানে বাস করে। তুর্কী এবং

পোল্যাণ্ডের উত্তরাংশ এবং সাইবিরিয়ার দক্ষিণাংশ ইহাদের বাসস্থান। রুষের দশলক্ষেরও অধিক কশাকসেনা আছে। তন্মধ্যে চারিলক্ষ কশাক যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ। ডন-কশাক নামক রুষের যে একদল কশাকসেনা আছে, তাহারা ভীমকর্ম্মা বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। কশাক জাতির যুদ্ধই একমাত্র ব্যবসায়। পুরুষ-পুরুষাণুক্রমে ইহারা যোদ্ধা। শিশু-সন্তান চলিতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে ঘোড়ার উপর চড়ান হয়। সাধারণতঃ আট বৎসর বয়সে কশাক-বালক উত্তম অশ্বারোহী হয়। ঘোড়ার পিঠে জিন না দিয়াই, তাহারা তখন ঘোড়ার উপর চড়ে এবং নির্ভয়ে পার্ব্বত্য জঙ্গলে নদীগর্ভে ও উচু নীচু স্থানে ভীষণ বেগে ছুটিয়া বেড়ায়। ইহাই তাহাদের আমোদ। বুনো ঘোড়ায় চড়িতে ইহারা বড় ভালবাসে। যে ঘোড়া সহজে বশে আসে না,—আরোহীকে পৃষ্ঠে উঠিতে দেয় না, সেই সকল ঘোড়ার উপর চড়িতে ইহারা বড় ভালবাসে। আমাদের বালকেরা ভালরূপ লেখাপড়া শিখিলে যেরূপ সম্মানিত হয়, কশাক-দেশে যাহারা উত্তমরূপে ঘোড়া চালাইতে পারে, তাহারা সেইরূপ সম্মানিত হয়। কশাকের গান সমর-সঙ্গীত, কশাকের নাচ সমরনৃত্য, কশাকের খেলা যুদ্ধকালের অনুরূপ রণখেলা; কশাকের পুতুল—যুদ্ধকালে বিক্রম প্রকাশকারী মানুষ ও অশ্ব। বৃদ্ধ পিতামাতা, কশাক সন্তানের নিকট পূর্ব্বপুরুষের যুদ্ধগৌরব কাহিনী গল্প করিয়া থাকেন। অনেকের ধারণা,—কশাক জাতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, গোঁয়ার এবং লোভী; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দু-দশ জন কশাক দুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ কশাক-সেনা

আত্ম-সংযমী, আত্ম-নির্ভরকারী এবং ভালমানুষ। পরের দাস হইয়া গোলামী করিতে, তাহারা সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তাহারা আপন ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চায়। বুয়র-জাতির সহিত তাহাদের অনেকটা মিল আছে। ১৫ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধ করিতে বাধ্য। সর্ব্বদাই তাহারা যুদ্ধার্থ সাজিয়া বসিয়া থাকে। যুদ্ধের আদেশ পাইলেই অবিলম্বে তাহারা তরবারি, বর্শা এবং ক্যাড্রিগ বন্দুক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে। তাহারা নিষ্ঠুর, এ কলঙ্ক তাহাদের আছে বটে,—কিন্তু তাহারা নিষ্ঠুরের প্রতি নিষ্ঠুর—দুষ্টের প্রতি নিষ্ঠুর, পূর্ব্ব এসিয়ার দস্যুজাতির প্রতি নিষ্ঠুর। এ দিকে আবার তাহারা সেনাপতির আজ্ঞাকারী। রক্ষাকার্য্যে ইহারা বড় নিপুণ। কশাক-প্রহরী পাহারা দিলে, কেহ সহজে রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। যুদ্ধকালে সেনানিবাসে কশাক-প্রহরী থাকিলে, সহস্র সহস্র রুষসেনা স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে। শত্রু, কশাকের নিকট যাইতে সহসা সমর্থ হয় না। জাপানের সহিত যুদ্ধের জন্য এই ভুবন-বিখ্যাত প্রচণ্ড কশাক-সেনা সজ্জিত হইয়াছিল।

রুষের রেড্ক্রশ। রেড্ক্রশের-সৃষ্টি অল্পদিন হইয়াছে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রুষের ক্রিমিয়াক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধই রেড্ক্রশ ও রেড্ক্রশ-হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাপক্ষে প্রধান হেতু। ক্রিমিয়া-যুদ্ধে শিকষ্টপোলাদি ক্ষেত্রে, ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত এবং রুগ্ন সৈনিকসেনানীদিগকে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ দিতে হইয়াছিল। সেনাসহচর চিকিৎসক বা শিবির-সংসৃষ্ট হাসপাতালের অভাব ছিল না, কিন্তু রুগ্নসেবার ঘোর ব্যতিক্রম

ঘটাতেই মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া বিলাতের লোককে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রস্থ ইংরাজ সেনাপতিদিগকে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টে পর্য্যন্ত ঘোরতর নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। এই শোচনীয় ব্যাপারে করুণ-হৃদয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে একান্ত কাতর হইতে হইয়াছিল। শেষে যখন বিলাতের দয়াময়ী মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন,—বিলাতের শত শত দয়াবতী যখন তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া আশ্বস্তা হইয়াছিলেন। মিস্ নাইটেঙ্গেলের অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্নে যখন আরোগ্যশালার সুব্যবস্থায় রুগ্নসেবার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তখনই অচিকিৎসা ও অসেবায় মৃত্যু প্রশমিত হইয়াছিল।

এই আরোগ্যশালার পরিচালনভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, এই সদনুষ্ঠানের জন্য যাঁহারা আকাতরে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হস্তে—"রেড্ ক্রেশ" বা লোহিতবর্ণ ক্রশ পরিয়াছিলেন। এই "রেড্ ক্রেশ" ভূষণই পরে দলের চিহ্নরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখন সকল সভ্যদেশেই "রেড্ ক্রেশ" দল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল "রেড্ ক্রস্" দলেরই "রেড্ ক্রেশ হাঁস পাতাল" বা সামরিক আরোগ্য-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রচলিতও হইতেছে।

জাপ-রেড্ ক্রেশ ও তৎসংসৃষ্ট সামরিক হাসপাতালের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রুষহাসপাতালে তাদৃশ তারতম্য নাই। রুষরাজ্যের আভ্যন্তরীণ অন্য অবস্থা যেরূপ হউক—রেড্ ক্রেশদলের অবস্থা খুব উন্নত বলিয়া বিবেচিত হয়। ধন-

বল, জনবল দুই বলেই রুষরেড্ক্রশ বলীয়ান। যুদ্ধের পূর্ব্বে রুষরেড্ক্রশের ভাণ্ডারে এককোটি টাকা ছিল। সম্প্রতি চাঁদায় আরও পনর লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। রুষরাজ্যের রমণীরাও রুগ্ন ভগ্ন সৈনিকদিগের জন্য নানাবিধ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছেন। রাজ্যের প্রিন্সেস্ কাউণ্টেস্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্তা ধনাঢ্যা রুষললনারাও স্বহস্তে সকল কাজ করিতেছেন। চারিদিকে সেবক-সেবিকার দল বসিয়াছে। কাউণ্টেস্ সর্লফের ন্যায় রমণীরা দলের কর্ত্রী হইয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রুষবীরগণ।

রুষসম্রাট্—দ্বিতীয় নিকলাস্। ইনিই বিশাল রুষ-সাম্রাজ্যের স্বেচ্ছাচারী জার। পূর্ব্বে ইনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। সমরের কথা উত্থাপিত হইলেই ইনি তখন গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবীতে মানবজাতি যে পরস্পর কাটাকাটি করে, ইহা অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য। পরমেশ্বর ইহাতে বড়ই নারাজ। অতি অল্পদিনের জন্য তাহারা জীব-জগতে আসিয়াছে। কালপূর্ণ হইলেই আবার ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নিকট পাপ-পুণ্যের জবাবদিহি করিতে হইবে। অতএব এই পাপ যুদ্ধবিগ্রহটা পৃথিবী হইতে যে প্রকারে হউক, উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। রুষসম্রাট্ এই মর্ম্মে পৃথিবীর সুসভ্য

রাজগণকে পত্র লেখেন। ইহাতে দেশ বিদেশে রুষরাজের মহা সুখ্যাতি হয়। কিন্তু এক্ষণে এই মহাপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি রাজ্যবিস্তারে নিপতিত হওয়াতেই, প্রাচ্য এসিয়ায় ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হয়।

সেনাপতি কুরোপাটকিন। ইনিই রুষসাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ও যুদ্ধমন্ত্রী। কুরোপাটকিন খর্ব্বকায় ব্যক্তি, কিন্তু দেহ নিরেট, নিটোল,—যেন লৌহনির্ম্মিত। কথা খুব কম বলেন। মুখ দেখিলে মনে হয় সর্ব্বদাই গভীরভাবে নিমগ্ন। ইহাঁর বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত, নয়নদ্বয় তীব্রোজ্জ্বল। নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমভাবে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ভোগ করিয়া, ইহাঁর বদনমণ্ডল ঈষৎ লালের আভাযুক্ত কেমন তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কুরোপাটকিন কেবল যোদ্ধা নহেন, অত্যন্ত বিদ্বান্। ইহাঁর পুস্তকাগারে অসংখ্য পুস্তক। চারিদিকে পুস্তকের আলমারি, মধ্যস্থলে ইনি একা বসিয়া থাকেন। বসিয়া বসিয়া কখন পড়েন, কখন লেখেন এবং কখন বা ভাবেন। কৈশোর কাল হইতেই কুরোপাটকিন যোদ্ধা,—কৈশোর কাল হইতেই ইহাঁর বীরত্বের ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় পৃথিবীবাসী পাইয়াছে। কৈশোর কাল হইতেই ঘোর বিপদকালেও লোকে ইহাঁর প্রফুল্ল চিত্ত সন্দর্শন করিয়াছে। সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও ইহাঁর কখন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না;—ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ। শত্রুর গোলাগুলি ইহাঁর অঙ্গস্পর্শ করিতে সতত কুণ্ঠিত। মহাবীর বলিয়া ইনি সমগ্র ইউরোপে পূজিত। বর্ত্তমান জাপানসমরে ইনি এক্ষণে রুষসম্রাট্ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি-পদে বরিত হন।

সেনাপতি এলেক্‌জীফ। ইনি রুষের অন্যতম প্রধান সেনাপতি। ইনি বড়ই তেজস্বী, কার্য্যদক্ষ এবং ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার বয়স এক্ষণে ৬১ বৎসর। কিন্তু ইনি একা চারিজন যুবাপুরুষের ন্যায় এখনও কাজ করিতে সমর্থ। এলেক্‌জীফ্ এখনও বিবাহ করেন নাই। কারণ, ইনি বলেন, ইঁহার সময় অতি অল্প,—অথবা কিছুই নাই। এলেকজীফ্ কেবল সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি নহেন, ইনি মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের বড়লাট। অতি ক্ষুদ্রতম হইতে ইনি এই প্রধানতম পদে উন্নীত। ইনি দুরদর্শিতা এবং বহুদর্শিতাগুণে বিভূষিত। অনেকে বলেন,—রুষ-সম্রাটের এ যুদ্ধে তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সুদুরদর্শী যুদ্ধকামী এলেক্‌জীফের কথা তিনি অমান্য করিতে পারেন নাই, কাজেই রুষসম্রাট্ যুদ্ধে মত দিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রুষ ও জাপান।

রুষ ও জাপানের নৌবল। রুষ-জাপানের যুদ্ধ বর্ণনাকালে আমাদিগকে পদে পদে টরপেডো বোট, ক্রুজার প্রভৃতি শব্দের পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিতে হইবে। ঐ সকল শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ পাঠকদিগের জানা থাকিলে, যুদ্ধের বর্ণনা বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে। এই কারণে এস্থলে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত সমরপোত সমূহের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

জলযুদ্ধের উপকরণ সমূহের মধ্যে টরপিডো বোটই সর্ব্ব-

প্রধান; অন্ততঃ জাপান এই টরপিডোর সাহায্যেই রুষের রণতরী সমূহের অশেষ দুর্গতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রণপোতসমূহের বিনাশই টরপিডোর প্রধান কার্য্য। ধ্বংসই যখন যুদ্ধের মূলমন্ত্র, তখন যে টরপিডোর দ্বারা বড় বড় জাহাজ অচিরে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়, তাহাকেই জলযুদ্ধের প্রধান উপকরণ বলা যাইতে পারে। টরপিডো বোট সাধারণ নৌকার মত জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় এবং আবশ্যক হইলে জলজন্তুর ন্যায় দীর্ঘকাল গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিচরণ করিতে পারে। বৃহৎ রণতরীসমূহের তলদেশ, এই সকল টরপিডো বোটের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। শ্রেণীবদ্ধ রণপোত নিচয়ও টরপিডো বোটের সাহায্যে ভগ্ন করা যায়। এই পোতনাশিনী তরণীর শক্তি কিরূপ অসীম, এবারকার রুষ-জাপানের যুদ্ধে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া, ইউরোপের সমরনৈতিক পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়াছেন।

জাপানের এইরূপ ৮৫ খানি টরপিডো বোট আছে। প্রাচ্যভূখণ্ডে রুষের ১৪ খানির অধিক এরূপ পোতনাশক তরী নাই। তাই জাপানের সহিত সংঘর্ষে রুষের পক্ষে ভীষণ ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছে। টরপিডো বিনাশের জন্যও এক প্রকার নৌকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাকে টরপিডো ডেষ্ট্রয়ার বা টরপিডো নাশক পোত বলে। এই পোতের সংখ্যা জাপানের ১৯, রুষের ৩২। তথাপি রুষ, জাপানী টরপিডোর হস্ত হইতে আপনার জাহাজগুলি রক্ষা করিতে পারিতেছে না। জাপানীদিগের অদ্ভুত সমরকৌশলই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়।

বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজকে "লাইনার" বলে। এই রণপোতগুলি

ইস্পাতে নির্ম্মিত। তাহার উপর আবার যে সকল স্থানে শত্রুপক্ষের গোলা আসিয়া পড়িলে জাহাজের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা, সেই সকল স্থান একহস্ত পরিমিত স্থূল ইস্পাতের পাত দিয়া আচ্ছাদিত করা হয়। এই দুর্ভেদ্য কবচ ভেদ করিবার জন্য শত্রুপক্ষ হইতে যে সমস্ত গোলা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাদের ওজন প্রায়ই একমণ হইতে দেড়মণ। এই সকল গোলার বেগও সামান্য নহে। পঞ্চক্রোশ দূরবর্ত্তী রণতরীর সুদৃঢ় কবচও এই সকল ভীষণ অগ্নিগোলকের সাহায্যে নির্ভিন্ন হইয়া থাকে। জাপানের এইরূপ বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ৬ খানি ও রুষের ৯ খানি আছে। এক একখানি রণপোতের মূল্য ২০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ মুদ্রা।

জাপানের ত্বরিতগমনশীল সামরিক নৌকা বা ক্রুজারের সংখ্যা ২৪, রুষের ১৪। এই সকল ক্রুজার ঘণ্টায় দশ ক্রোশ সমুদ্রপথ অতিক্রম করিতে পারে। ক্রুজারের উপর দীর্ঘ কামানশ্রেণী সজ্জিত থাকে। দূরস্থিত শত্রুর রণপোত সমূহের সংবাদ সংগ্রহ, বিপক্ষের পণ্যবাহী পোত আক্রমণ ও স্বপক্ষীয় বন্দরাদির রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে ক্রুজার বিশেষ উপযোগী রুষের অপেক্ষা জাপানের ক্রুজার নৌকার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ অধিক। গন্‌বোট বা আগ্নেয়াস্ত্রবাহক তরী ও কোষ্ট ডিফোস্‌সিপ্ বা উপকূলরক্ষক পোতের সংখ্যায় জাপান রুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জাপানের ঐরূপ তরণী ও পোতের সংখ্যা ২৩, রুষের ১২।

রুষ ও জাপানী-সৈন্য। একজন রুষ-সৈনিকের সহিত একজন জাপানী সৈনিকের তুলনা করিলে, রুষ সৈনিকের

উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। রুষ-সৈনিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন, দীর্ঘ ও পুষ্টদেহ, লোমশ-বক্ষ এবং দীর্ঘচরণ। চরণের দীর্ঘতা ও দৃঢ়তা বশতঃ উহারা বহুদূর পর্য্যটন করিয়াও শ্রান্ত হয় না। দীর্ঘকাল নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিলেও, উহাদের মুখ হইতে যন্ত্রণা-সূচক একটী কথাও নির্গত হয় না। দুই দিবস অনশনে অতীত হইলেও, উহাদের উৎসাহের হ্রাস হয় না; সামান্য খাদ্য পাইলেই তাহারা আনন্দসহকারে তাহা ভোজন পূর্ব্বক তৃপ্তিলাভ করে। তীব্রবীর্য্য মদ্যের প্রতি রুষসৈনিকের অত্যন্ত আশক্তি পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহারা সাধারণতঃ বহুপরিমাণে সংযত এবং পানার্থ সুরা প্রাপ্ত না হইলে, চা পান করিয়াই তৃপ্ত হয়। সরলতা ও আনন্দপ্রিয়তা রুষ সৈনিকের স্বভাবসিদ্ধ প্রধান গুণ। কিছুতেই উহারা সহজে বিরক্ত হয় না।

লক্ষ্যভেদে রুষ-সৈনিকের নৈপুণ্য নাই বলিলেই হয়। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অতি হীন। রুষ-সৈনিকেরা যুদ্ধের সময় ক্ষেত্র ও অবস্থার বিচার করিয়া, আপনাদিগের বুদ্ধি অনুসারে রণচাতুর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে অধুনাতন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধে ঐরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সৈনিকের পক্ষে অপরিহার্য্য এবং সর্ব্বপ্রধান গুণ।

সমগ্রভাবে ধরিলে, জাপানী-পদাতিক-সৈন্য সর্ব্বাংশে ভারতীয় গুরখা-সৈন্যের অনুরূপ। গুরখা-সৈন্যের ন্যায় উহারা তেজস্বী, সাহস-সম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী এবং স্বভাবতঃ সমরোৎসাহী। ঐ সকল কারণে জাপানী পদাতি-কর্ম্মচারীরা ভারতীয় পদাতি কর্ম্মচারীর সমকক্ষ; বরং জাপানী-পদাতি-কর্ম্মচারীরা ভারতীয় পদাতি কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত। রুষ ও জাপানী

সামরিক কর্ম্মচারীদিগের তুলনায় সমালোচনা করিলে, জাপানী কর্ম্মচারীদিগেরই সামরিক উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

রুষীয় কর্ম্মচারীরা আত্মসুখপরায়ণ এবং অলস। তাহারা অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত এবং ব্যায়ামচর্চ্চা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। রুষের বিপুল বাহিনী পরিচালনের জন্য আবশ্যক বহুসংখ্যক কর্ম্মচারীর অভাব রুষীয় সমরবিভাগের একটী প্রধান কলঙ্ক। উভয় পক্ষের উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিবৃন্দ রণশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন এবং সৈন্যপরিচালনায় সুদক্ষ। তবে জাপানীরা যেরূপ ধীরতা ও তৎপরতাসহকারে সামরিক কার্য্য পরিচালন করে এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করে, রুষসেনানীদিগকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না।

জাপান ও রুষিয়া। অধুনা জলে ও স্থলে রুষিয়াকে পরাজিত করিয়া যে জাপানীরা রুষিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। শান্তির সময়েও জাপান বহুবিষয়ে, রুষিয়া অপেক্ষা উন্নতির পথে অধিক অগ্রসর। জাপানে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪৩ লক্ষ ২ হাজার জন ছাত্র। অর্থাৎ গড়ে প্রতি হাজারে ৯১ জন বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু রুষিয়ায় ১৩ কোটি লোকের মধ্যে ৪২ লক্ষ জন, অর্থাৎ প্রতি হাজারে ৩২ জন মাত্র ছাত্র। জাপানে ৪৮৫২ ডাকঘর আছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৯,৭০০ লোকের জন্য একটী ডাকঘর। রুষিয়ায় ডাকঘরের সংখ্যা ৬০২৯ অথবা প্রতি ২১,৫০০ অধিবাসীর জন্য একটী করিয়া ডাকঘর। জাপানে তিনহাজার মাইল রেলপথ ও পনের শত মাইল টেলিগ্রাফ আছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের সমস্ত কয়লার খনি

হইতে প্রত্যহ গড়ে ৯,০০০ মণ কয়লা উৎপন্ন হইতেছে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি, কোন দেশ এত অল্পদিনে এত অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের কারণ।

ইংরাজের যেরূপ সমুদ্রের উপর অধিকার, আর এই অধিকার-প্রভাবে যেরূপ জগদ্ব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য, বহুদিন হইতে রুষেরও সাধ যে,—আমারও সেইরূপ হয়। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর অধিকার বিস্তার করিতে রুষের সুবিধা হয় নাই। রুষের উত্তরে উত্তর মহাসাগর; কিন্তু এ মহাসাগরের জল শীতে জমিয়া সর্ব্বদাই বরফ হইয়া থাকে। উত্তরদিক দিয়া রুষের বাহির হইবার পথ নাই। উত্তর পশ্চিমে বল্‌টিক নামক উপসাগর আছে; অর্থাৎ ইহার তিনদিকে স্থল, একদিকে কেবল একটী মোহানা আছে; সেইটী দিয়া ইহা হইতে বাহির হইতে পারা যায়। সে মোহানা অন্য রাজ্যের ভিতর অবস্থিত। এদিক দিয়াও রুষের বাহির হইবার পথ নাই। দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও পারস্য উপসাগর। কৃষ্ণসাগর হইতেও সামান্য একটু মোহানা দিয়া বাহির হইতে হয়। সে মোহানাটিও তুরস্কের অধীন। সুতরাং সে মোহানা দিয়াও

বাহির হইবার পথ নাই। পারস্য রাজ্যের ভিতর দিয়া আসিয়া পারস্য উপসাগর-কূলে ইংরেজ, রুষকে কোনরূপ বন্দর স্থাপন করিতে দিবেন না। ইংরেজ, রুষকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পারস্যোপসাগর-কূলে যদি তুমি কোনরূপ বন্দর স্থাপন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার সহিত আমরা যুদ্ধ করিব; সুতরাং এদিক দিয়াও রুষের বাহির হইবার উপায় নাই।

বাকি রহিল সাইবিরিয়ার পূর্ব্বে প্রশান্তমহাসাগর। রুষ ভাবিলেন যে, তবে এইদিক দিয়া আমি বাহির হইব। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে বন্দরাদি স্থাপন করিয়া, শত শত রণতরী এই স্থানে রাখিব, সেই রণতরীর বলে এ অঞ্চলের সমুদ্রের উপর আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিব এবং সমুদ্রপথে দেশবিশেষের সহিত বাণিজ্য করিয়া আমিও ইংরেজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইব। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে ভ্যালাডিভষ্টক নামক একটি নগর আছে। রুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া, পশ্চিমে আপনার রাজধানী হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্যালাডিভষ্টক নগর পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রকাণ্ড রেলপথ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা দীর্ঘে প্রায় সাত হাজার মাইল হইবে। অতি দুর্গম পথ দিয়া এই রেলপথ আনিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে অনেক জনশূন্য মরুভূমি, অনেক নিবিড় বন, অনেক উচ্চ পর্ব্বত, অনেক তুষারাবৃত প্রান্তর, হ্রদ, নদী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া এই রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। ইহার জন্য রুষ কোটি কোটি টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে ভ্যালাডিভষ্টক নগর, বন্দরের নিমিত্ত ভালরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহার

সম্মুখস্থ সমুদ্রের জল জমিয়া যায়। তখন এ স্থান হইতে জাহাজ আর যাতায়াত করিতে পারে না। সেজন্য রুষ ভাবিলেন যে, আরও দক্ষিণে ভালরূপ একটি বন্দর লাভ করিতে না পারিলে, আর উপায় নাই। কিন্তু ইহার দক্ষিণে কোরিয়া ও চীনের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ। রুষ ভাবিলেন যে, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া কোনরূপে আমাকে গ্রাস করিতে হইবে।

রুষের এইরূপ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, জাপানের ভয় হইল। জাপান ভাবিলেন যে, রুষ যদি কোরিয়া অধিকার করিয়া বসেন, তাহা হইলে আমি ত গিয়াছি। মাঝে কেবল একটু সমুদ্রের খাড়ি। বুকের মাঝখানে রুষের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত জাতি যদি আসিয়া বসে, তাহা হইলে অল্পদিন পরে আমারও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। সেজন্য আগে হইতে কোরিয়ার উপর আমি আমার আধিপত্য স্থাপন করি। কোরিয়া কিন্তু চীনের অধীন ছিল। সেজন্য চীনের সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। চীন পরাস্ত হইল, কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য সেইদিন হইতে লোপ পাইল। কিন্তু জাপান, কোরিয়া অধিকার করিতে সাহস করিলেন না। কারণ কোরিয়া অধিকার সম্বন্ধে রুষ ও ফরাসি তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, সুতরাং কোরিয়াকে কেবল স্বাধীন করিয়া জাপানকে ক্ষান্ত হইতে হইল। রুষের পরামর্শে কোরিয়ার রাজা 'সম্রাট্' উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, কোরিয়া স্বাধীন সাম্রাজ্য, চীন বা জাপানের অধীন নহে। রুষ ভাবিলেন যে, কোরিয়াকে স্বাধীন করিয়া সম্রাটের দ্বারা আমি আমার কার্য্য উদ্ধার করিব, অর্থাৎ সম্রাটের সম্মতিক্রমে কোরিয়ার কিয়দংশ

অধিকার করিয়া লইব; তখন আর কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

আরও নিম্নে, কোরিয়ার পশ্চিমে, পোর্ট আর্থার নামক বন্দর। জাপান ভাবিলেন যে, এই বন্দর যদি রুষের হস্তগত হয়, তাহা হইলেও আমার বিপদ ঘটিবে। সেই জন্য চীনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, জাপান এই পোর্ট আর্থার বন্দর ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। চীন এই বন্দর জাপানকে দিতে সম্মত হইল। কিন্তু রুষ চক্ষু লাল করিয়া জাপানকে বলিলেন,—"তুমি এ বন্দর লইতে পারিবে না।" জর্ম্মাণি ও ফরাসী রুষের পৃষ্টপোষক হইলেন। তিন প্রবল পরাক্রান্ত জাতি একদিকে; বেচারা জাপানী একেলা আর কি করিতে পারে? কাজেই জাপানীকে পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া দিতে হইল। তখন অম্লানবদনে রুষ সেই বন্দরটী নিজে দখল করিয়া লইলেন।

এতদিন পরে রুষের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ভ্যালাডিভষ্টকের দক্ষিণে—যে স্থানে শীতকালে সমুদ্রের জল জমিয়া জাহাজের গতিবিধি বন্ধ হয় না, এমন কোন স্থানে রুষের একটী বন্দরের প্রয়োজন ছিল। রুষ এখন সেইরূপ বন্দর লাভ করিলেন। এতদিন স্থলের ভিতর রুষ অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এখন মহাসাগরে বাহির হইবার পথ উন্মুক্ত হইল। সাইবেরিয়া রেল হইতে দক্ষিণমুখ হইয়া, পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত রুষ এক শাখারেল নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। দক্ষিণে পোর্ট আর্থার বন্দর, উত্তরে সাইবেরিয়া, ইহার মধ্যে যে দেশ, তাহাকে মাঞ্চুরিয়া বলে। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ চীনের অধিকারভুক্ত।

সুতরাং শাখা-রেলটীর প্রায় সমুদয় অংশ চীন-সাম্রাজ্যের ভিতর নির্ম্মিত হইল।

রুষ ভাবিলেন, এতো ভাল কথা নহে। মনের মত বন্দর পাইলাম সত্য, আমাদের রাজ্য সাইবিরিয়া হইতে আর্থার বন্দর পর্য্যন্ত রেলও করিলাম সত্য, কিন্তু এই রেলটী যে পরের রাজ্যের ভিতর দিয়া আনিতে হইল। এতো সুবিধার কথা নহে। চীনের এই মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটী আমাকে অধিকার করিতে হইবে; তবেই বন্দরটী এবং বন্দরে আসিবার রেলপথটী আমাদের নিজের রাজ্যের ভিতর হইবে। দৈবের ঘটনায় এই সময় চীনের মল্লগণ ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেক পাদরিকে তাহারা হত্যা করিল ও পিকিননগরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণকে তাহারা আক্রমণ করিল। জর্ম্মণির দূতকে তাহারা মারিয়াও ফেলিল। মল্লগণ বলিল যে,—"আমরা ভাল ভাল মন্ত্র শিখিয়াছি। মন্ত্রবলে আমরা গোলাগুলি খাইয়া ফেলিতে পারি—বেমালুম হজম করিতেও পারি। গোলাগুলি আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয় না। তরবারির চোপ আমাদের গায়ে বসে না।" সেই সব কথা শুনিয়া, চীনের বুড়ো রাণীর মন প্রফুল্ল হইল। প্রকাশ্যে না হউক, গোপনভাবে তিনি মল্লগণের সহায়তা করিতে লাগিলেন। জাপানের ও ইউরোপীয় নানাজাতির সৈন্য গিয়া চীনে উপস্থিত হইল। ভারত হইতেও ইংরাজ আপনার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মল্লগণ পরাজিত হইল। অবশেষে ইউরোপীয় জাতিগণ মিলিত হইয়া চীনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন; সুতরাং বিভিন্ন দেশের সেনাগণ সাম্রাজ্যের যে যে অংশ

অধিকার করিয়াছিল, তাহা চীনকে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন।

ইংরাজ, জর্ম্মণি, ফরাসী, মার্কিন ও জাপানী সৈন্য চীনের যে যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে তাহা ছাড়িয়া দিল। রুষের সেনা মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। সকলের অঙ্গীকার অনুসারে রুষেরও মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রদেশটী রুষের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার ভিতর দিয়া পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত শাখা-রেল হইয়াছে। সেজন্য রুষ, মাঞ্চুরিয়া ছাড়িতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এ মাসে নয়, ও মাসে মাঞ্চুরিয়া ছাড়িয়া দিব,—এইরূপ বলিয়া রুষ সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং এই অবসরে রুষ, মাঞ্চুরিয়ার নানা স্থানে সেনাবারিক নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, স্থলপথে ও জলপথে সহস্র সহস্র সৈন্য আনিয়া ফেলিতে লাগিলেন, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, আর্থারবন্দরের চারিদিকে অভেদ্য অজেয় দুর্গসকল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ও চারিদিক হইতে রণতরী আনিয়া প্রশান্ত মহাসাগর ছাইয়া ফেলিলেন। যখন আয়োজন সব ঠিক হইল, তখন রুষ সকলকে বলিলেন,—"মাঞ্চুরিয়া আমি ছাড়িতে পারি না। মাঞ্চুরিয়া চীনের রাজ্য। যাহার রাজ্য, তাহার সহিত আমার বোঝাপড়া। তোমরা কে হে বাপু, যে, এ বিষয়ে আপত্তি কর?" রুষ ও জাপানের মনোমালিন্যের এই প্রথম কারণ।

যাহা হউক, কেবল মাঞ্চুরিয়া লইয়া যদি রুষ ক্ষান্ত থাকিতেন ও তাহার পরিবর্ত্তে জাপানকে যদি কোরিয়া ছাড়িয়া দিতেন,

তাহা হইলেও জাপান সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেন। কিন্তু রুষ, জাপানকে তাহাও দিবেন না। উত্তরে ভ্যালাডিভষ্টক, দক্ষিণে পোর্ট আর্থার,—ইহার মাঝখানে কোরিয়া রাজ্য। কোরিয়াটী লইতে না পারিলে, রুষসাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না,—মাঝে একটু খোঁচ পড়িয়া যায়; অথচ মাঝে এই খোঁচটি থাকিলে, উত্তরমেরু হইতে পোর্ট আর্থার বন্দর পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদয় উপকূলটী রুষের হয় না। দেখিতে শুনিতে তাহা কি ভাল হয়? তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্যটিও হয় না, বাণিজ্যবিস্তারের পক্ষেও কিছু কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে। সেজন্য রুষ ভাবিলেন যে,—"এই কোরিয়াটিও ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিতে হইবে।"

রুষের ইচ্ছা যে, কোরিয়া আত্মসাৎ করেন, কিন্তু কোরিয়া স্বাধীন-রাজ্য, প্রকাশ্যভাবে বলপূর্ব্বক অধিকার করা কিছু কষ্টসাধ্য; বিশেষতঃ তাহাতে জাপানের সহিত বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ, কোরিয়া, রুষের হস্তগত হইলে জাপানের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

রুষের বর্ত্তমান অধিপতি শান্তিপ্রিয় সম্রাট। অন্ততঃ তাঁহারই উদ্যোগে মধ্যস্থসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ না হইয়া, আপোষে যাহাতে বিবাদভঞ্জন হয়, এ সভার তাহাই উদ্দেশ্য। এরূপ সম্রাট বিনাদোষে বলপূর্ব্বক আর এক জনের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারেন না। আর তাহা লইয়া জাপানের সহিত যদি যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোরিয়া প্রদেশটী না লইলেও চলে না; সুতরাং প্রকাশ্যভাবে বলপূর্ব্বক কোরিয়া

অধিকার না করিয়া, রুষ অন্তরূপে অধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন। কোরিয়ার প্রতি রুষের দৃষ্টি আজ নূতন নহে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রুষের কয়েকখানি জাহাজ সাংহাই বন্দরে আসিয়াছিল। ইংরাজের রণতরীও তখন সেস্থানে ছিল। রুষীয় জাহাজ কিজন্য এখানে আসিয়াছে, ইংরাজ-পোতাধ্যক্ষগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। একদিন প্রাতঃকালে যখন কুজ্ঝটিকায় পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন রুষের জাহাজ গোপনভাবে কোথায় চলিয়া গেল। ইংরাজ-রণতরী-সমূহও তাহাদের অন্বেষণে বাহির হইল। কয়েকদিন অনেক খুঁজিয়া সকলে দেখিল যে, কোরিয়া ও জাপানের মাঝখানে সমুদ্রের খারীর ভিতর সুষুমা নামক একটি দ্বীপে রুষের পতাকা উড়িতেছে। রুষের পোতাধ্যক্ষগণ বলিলেন যে. আমাদের নাবিকগণ পীড়িত হইয়াছে, সেজন্য এখানে দিনকয়েকের নিমিত্ত হাসপাতাল স্থাপিত করিয়াছি। যাহা হউক, ইংরেজ, রুষকে এ দ্বীপ অধিকার করিতে দিলেন না।

কোরিয়া অধিকার করিবার নিমিত্ত এবার রুষ আর একটী ফিকির করিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভলাডিভষ্টক নগর হইতে একজন রুষ-বণিক কোরিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইয়ালু নদীর উভয় তীরে অনেক বন আছে। এই বনে কাট কাটিবার নিমিত্ত কোরিয়ার রাজার নিকট হইতে সে ব্যক্তি অনুমতি পাইল। কোরিয়ার পক্ষে ইহাই আবার কালস্বরূপ হইল। কোরিয়ায় সেই ব্যক্তি ক্রমেই আপনার অধিকার বিস্তৃত করিতে লাগিল। তাহা ব্যতীত জনকয়েক চীনবাসীকে সম্মুখে রাখিয়া, বেনামী করিয়া রুষ এই স্থানে অনেক ভূমি ক্রয়

করিলেন। প্রথম কাষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত ঘর-দ্বার নির্ম্মিত হইল। তাহার পর সেই কাষ্ঠ রক্ষার নিমিত্ত কেল্লা নির্ম্মিত হইল। নিকটে পলঙ্গমন নামক পর্ব্বতের উপর দেবমন্দির আছে। মন্দিরের চারিদিকে অনেকগুলি প্রাচীন বৃক্ষ আছে। দেশে এক পুরাতন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেদিন সমুদায় বৃক্ষ কর্ত্তিত হইবে, সেইদিন কোরিয়া পরহস্তগত হইবে। রুষ কোরিয়াতে ক্রমাগত ছদ্মবেশধারী সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কাঠুরিয়াবেশধারী সৈন্যগণ দুড়দাড় করিয়া মন্দিরের গাছগুলি কাটিতে লাগিল। রুষের এই কাণ্ড দেখিয়া কোরিয়ার রাজা অবাক্, জাপান অবাক্, পৃথিবীর লোক অবাক্!

কোরিয়াতে রুষ এইরূপে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জাপান দেখিলেন যে, আমার আর ভদ্রস্থ নাই। জাপানের একজন বহুদর্শী রাজমন্ত্রী বলিলেন,—"রুষ যদি কোরিয়া লইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে। কোরিয়া ঠিক একটী তীরের ন্যায়। ইহার ফলা আমাদের বক্ষঃস্থলের নিকট। এই তীর যে লইবে, সেই আমাদের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারিবে। রুষ যাহাতে কোরিয়া আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই জন্য প্রত্যেক জাপানী-সেনা প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। সেনাগণ মরিয়া গেলে কৃষিজীবী এবং শিল্পিগণও প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তাহারা মরিয়া গেলে জাপানের বৃদ্ধগণ,—রমণীগণ, পরিশেষে শিশুগণও রণাঙ্গণে স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে।"

রুষ ক্রমাগত এই অঞ্চলে সৈন্য, রণতরী ও যুদ্ধের সামগ্রী পাঠাইতে লাগিলেন। জাপান প্রতিবাদ করিলে, রুষ তীব্রস্বরে

বলিলেন,—"কোরিয়ার উত্তরভাগে তুমি কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কোরিয়ার দক্ষিণভাগে ব্যবসা বাণিজ্য ও রেলপথ করিতে পার, কিন্তু এ অঞ্চলে তুমি দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না; তোমার ঘরের নিকট যে সমুদ্রের খাড়ী আছে, তাহাতে তুমি কোনরূপ রণসজ্জা করিতে পারিবে না।"

কোরিয়া যেন রুষের অধীন, রুষ এখন এইরূপে কথা বলিতে লাগিলেন। জাপান, কোরিয়ার নিকট বিজু নামক সামান্য একটী বন্দর চাহিলেন। কোরিয়ার রাজা বলিলেন যে,—"এ বন্দরে তোমাকে আমি ব্যবসা করিতে দিতে পারি না, কারণ, রুষ আমাকে বারণ করিতেছেন।"

এত অপমান সহ্য করা জাপানের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। জাপান, রুষের দর্প চূর্ণ করিতে, কোরিয়ারাজকে কিছু শিক্ষা দিতে ও স্বীয় বাহুবল দেখাইতে একান্ত অধীর হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারীতে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ বাধিল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এসিয়ার প্রাচ্য-ভূখণ্ডে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার প্রভুত্ব লইয়া রুষ-জাপানে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিল। অনন্ত আকাশে এই কালানলের কাল-ধূম উত্থিত হইল,—সে

ধূমে জল, স্থল, আকাশ, পাতাল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। পাখী শাখীপরি বসিয়া রুষ-জাপান-যুদ্ধ-গীত গাহিতে লাগিল। পুত্রবতী জননী রোরুদ্যমানা সন্তানকে রুষ-জাপান-যুদ্ধ-গাথা শুনাইয়া, নিদ্রাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পাইল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মুখে রুষ-জাপানযুদ্ধকথা শ্রুত হইতে লাগিল, জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র রুষজাপান-যুদ্ধকথা আন্দোলিত হইতে লাগিল;—প্রতিবেশী গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিল—"যুদ্ধ বাধিল!—আগুন জ্বলিয়া

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী এই ভীষণ নরমেধ-যজ্ঞানল সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এতদিন উভয়পক্ষই মৌখিক ভাবে শান্তির প্রয়াস দেখাইতেছিলেন ও কার্য্যতঃ ভীষণ সমরের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। রুষের সমরায়োজনেই বিশেষ বিলম্ব ঘটিতেছিল বলিয়া, জার মহোদয় শান্তির সঙ্গীত গাহিতেছিলেন; কিন্তু জাপান তাঁহাদিগের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া রুষকে ছলনায় অবসর দান করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

১লা ফেব্রুয়ারী জাপানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তীব্রভাবে বলেন যে, তাঁহারা মাঞ্চুরিয়ার অবশিষ্ট অংশে চীনের প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। রুষ সে প্রভুত্ব স্বীকার না করিলে তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে রুষের মৌখিক কথায়ও তাঁহারা আর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। রুষকে মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে স্পষ্ট লেখাপড়া করিয়া, চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য বরং অন্যান্য বিষয়ে জাপান নিজের

পূর্ব্বদাবিসমূহের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় রুষকে কিছুতেই চীনের আধিপত্য বিলোপ করিতে দিবেন না। ইহাই জাপানের “ধনুক-ভাঙ্গা” পণ।

২রা ফেব্রুয়ারী সেণ্টপিটার্সবর্গে এ বিষয়ে যে সংবাদ প্রচার হইল, তাহাতে রুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না। রুষ, ভলাডিভষ্টক বন্দরের দিকে ৫০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কেবল ইহাই নহে, প্রাচ্য-ভূখণ্ডে যেখানে যত রিজার্ভ রুষসৈন্য ছিল, সকলেরই প্রতি শীঘ্র সমরযাত্রা করিবার আদেশ ঐ দিবস প্রচারিত হইল। অন্যদিকে কিন্তু সংবাদ আসিল যে, জাপানের সকল দাবির সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না বলিয়াই, রুষ উত্তরদানে বিলম্ব করিতেছেন।

রুষের এইরূপ বিলম্বে জাপানবাসিগণ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত জাপান-রাজ প্রধান মন্ত্রীকে একদিন রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মার্কুইস ইটো, রাজ্যের প্রধান রাজনীতিকদিগকে লইয়া, সেই রাত্রিকালেই গুপ্তমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। জাপানের সামরিক ও নৌ-সেনাবিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই মন্ত্রণাসভায় যোগদান করিলেন। প্রায় সাত ঘণ্টাকাল তর্কবিতর্কের পর সভা ভঙ্গ হইল।

৩রা ফেব্রুয়ারী জাপানে প্রচার হইল যে, জার মহোদয় নৌ-সেনাপতি এলেকজিফের প্রতি যুদ্ধঘোষণায় অধিকার দান করিয়াছেন। এখন সম্রাটের আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই এই সেনানী আবশ্যক বুঝিলে, জাপানের সহিত সমরঘোষণা

করিতে পারিবেন। এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রুষের দুইখানি সমরপোত ও তিনখানি পোত-বিনাশক তরী সুয়েজ-খাল পরিত্যাগপূর্ব্বক কোরিয়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী আবার জাপানে রাজনীতিকদিগের মন্ত্রণা-সভা হইল। স্বয়ং জাপান-সম্রাট্ এই সভায় উপস্থিত হইলেন। জাপানের ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে এই সভায় শেষ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল। ঐ দিন জাপানগবর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইলেন যে, রুষরণ-তরীসমূহ আর্থার বন্দর পরিত্যাগ করিয়া, বাহির সমুদ্রে নঙ্গর করিতেছে।

৫ই তারিখে রুষ, জাপানকে নৌ-সেনাপতি এলেকজিফের নিকট দেয় উত্তর প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি মহাশয় যদি সে উত্তর মনোনীত করেন, তাহা হইলে উহা জাপানে প্রেরিত হইবে,—এরূপ রাষ্ট্র হইল।

উত্তর প্রেরিত হইয়াছে,—এই সংবাদ প্রচারিত হইতে না হইতেই, চারিদিকে পত্রের মর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা ও অনুমান আরম্ভ হইল যে, রুষ জাপানের দাবী স্বীকার করেন নাই, নিতান্ত পক্ষে মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে রুষ স্বীয় নীতির পরিবর্ত্তনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তবে অন্য কতিপয় বিষয়ে জাপানকে কিছু সুবিধা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী রুষগবর্ণমেণ্ট স্পষ্টভাবে জাপানকে জানাইলেন যে, তাঁহারা জাপানের দাবি সম্বন্ধে যতটা সুবিবেচনা করা সম্ভব, তাহার ত্রুটী করেন নাই। জাপানের যদি প্রকৃত শান্তির প্রয়াশ থাকে, তবে তাঁহাকে রুষের সর্ত্তেই রাজী হওয়া উচিত।

৭ই ফেব্রুয়ারী জাপান রুষিয়াকে জানাইলেন যে, আর দ্বৈধীভাবের অনুকরণ যুক্তিসঙ্গত নহে। রুষ-গবর্ণমেণ্টও স্বীয় সমস্ত কর্ম্মচারীকে জ্ঞাপন করিলেন যে, জাপান রুষের সহিত পত্রবিনিময় রহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইবার উভয় সম্রাটের মধ্যে কথাবার্ত্তা ও পত্র লেখালিখি বন্ধ হইল। রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে জাপানদূত কোংণোয় চলিয়া আসিলেন। রুষ-দূত ব্যারণ রোজেন জাপানের প্রধান নগর টোকিও হইতে রুষিয়ায় আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। যুদ্ধ,—যুদ্ধ,—যুদ্ধ,—চারিদিকে এইরূপ ধ্বনি পড়িয়া গেল। অতি তীব্রভাবে তখন রুষ-গবর্ণমেণ্ট জাপানকে তারযোগে বলিলেন,—"দেখ, আমাদের শেষ প্রস্তাবে কোনরূপ উত্তর না দিয়াই আমাদের সংস্রব পরিত্যাগ করিলে;—একেবারে কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিলে;—গুরুতর দায়িত্ব তুমি আপনার স্কন্ধে লইলে। ভবিষ্যৎ ফলের জন্য তুমি দায়ী রহিলে।" অতঃপর রুষ ঘোষণা করিয়া দিলেন, জাপানের দোষেই শান্তিভঙ্গ হইল। জার মহোদয়ের মতে জাপান এরূপ অধীরতা প্রকাশ না করিলে, শান্তি রক্ষা হইতে পারিত। কুটিল রুষ যে স্বয়ং অন্যায় কার্য্য করিয়া পরিশেষে নিরীহ জাপানের সম্বন্ধে দোষার্পণপূর্ব্বক সাধু সাজিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

জাপানদূত রুষরাজধানী পরিত্যাগ করিবার প্রারম্ভে জার-মহোদয়কে জানাইয়াছিলেন যে, রুষিয়া আজ কাল করিয়া উত্তর দিতে বাইশ দিন বিলম্ব করিয়াছেন, অথচ সেই অবসরে স্বীয় সমরায়োজন করিতেও বিরত নহেন। এই কারণে জাপান আর তাঁহাদের উত্তরের অপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

এদিকে রুষ ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধের প্রারম্ভেই জাপানকে উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু জাপান-সচিবেরা আপত্তি করিয়া বলেন যে, তাঁহারা কোনও উত্তর প্রাপ্ত হন নাই, এবং এই উত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায়, আর তাঁহারা অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার রুষিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক।

আজ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি সোমবার। আকাশ অতি নির্ম্মল, মেঘের চিহ্নমাত্র নাই; ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্র-কিরীটিনী রজনীর নীরব গাম্ভীর্য্য বিশ্ব-জগতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই গভীর নিশীথে এসিয়ার প্রাচ্য-ভূখণ্ডে রুষাধিকৃত আর্থার বন্দরের চতুর্দ্দিক নীরব—নিস্তব্ধ! প্রহরিগণ নিঃশব্দে সশস্ত্রে অবস্থিত; অদূরে স্বচ্ছ সলিলোপরি তিনখানি পোতধ্বংসী তরী নিঃশব্দে বন্দরস্থ রণপোতশ্রেণীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। অন্যান্য ধ্বংসী তরীগুলি তীরবর্ত্তী পোতাশ্রয়ে বিরাজিত। তত্রত্য আলোকগৃহে নিষ্কম্পভাবে একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত। সমরোপকরণে পরিপূর্ণ সত্ত্বেও বন্দরটীতে শান্তির পূর্ণধারা প্রবাহিত। চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীতে পীতসমুদ্রের অনন্ত জলরাশি যেন,

শান্তির পূর্ণ স্রোতে উচ্ছ্বসিত হইয়া দুর্গের চরণদ্বয় বিধৌত করিতে সমুদ্যত। দুর্গোপরি স্থাপিত কামানগুলিও বন্দরাভ্যন্তরস্থিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী বিমল সলিলোপরি প্রতিবিম্বিত হইয়া, অতি মধুর দৃশ্যের অবতারণায় নিযুক্ত। বোধ হইতেছে যেন, প্রাচ্য-খণ্ডের সেই শান্তিময় দৃশ্যের শেষ মুহূর্ত্ত অবলোকন করিবার নিমিত্ত নিশানাথ সুনীল অম্বরে তারকামালা সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল নেত্র ধারণ করিয়া, জগতের নেত্র সেই ভূখণ্ডে নিপাতিত করিবার প্রয়াসে উদ্যত।

যে প্রদেশ এক্ষণে শান্তির নিকেতন, বিলাসের রণস্থল, বাণিজ্যের সারস্থল,—হায়, কে জানিত যে, সেই রমণীয় প্রদেশই ক্ষণপরে বীভৎস শ্মশানের আকার ধারণ করিবে! কে জানিত, এমন শান্তিময় ভূখণ্ডে ক্ষণপরে ভীষণ কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইবে।

সেই গভীর নিশীথে যখন সমস্ত আর্থারবন্দর নিস্তব্ধ, যখন তারকামালা আর্থার বন্দরের শান্তিময় দৃশ্য সুদূর অম্বর হইতে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে ব্যস্ত, যখন কতিপয় প্রহরী ব্যতীত আর্থার বন্দরের জনসাধারণ নিদ্রিত,—সেই সময়ে প্রধান রুষ-সেনানায়ক ষ্টার্কের আবাসে তাঁহার কন্যার জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দের পূর্ণ স্রোত প্রবহমান!- প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ, কর্ম্মচারিগণ, নাবিকগণ সকলেই সেই সময় সেই প্রমোদস্রোতে যোগদান করিতে সমাগত! রুষীয় বিলাসিনীগণের কোকিলকণ্ঠ-প্রসূত সুমধুর সঙ্গীতে, অপূর্ব্ব হাবভাবে, মনোহর নৃত্যে সভাস্থ সকলেই মোহিত! অবিশ্রাম নৃত্যগীত চলিতেছে, মুহুর্মুহু সুরাদেবীর অর্চ্চনা হইতেছে;—উত্তরোত্তর সভ্যগণ আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল, তত্রাচ নৃত্যগীত নিবৃত্ত হইল না;—মহোল্লাসে, মহোৎসাহে, মহানন্দে রঙ্গভঙ্গ চলিতে লাগিল। এ দিকে জাপানের কয়েকখানি টর্পিডো বোট রুষীয় ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত হইয়া, ধীরে ধীরে বন্দরের ভিতর প্রবেশ করিল। বন্দরের প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তোমরা?" জাপানী টর্পিডোবোটস্থ অধ্যক্ষ,—রুষের সঙ্কেত এবং রুষের ভাবে উত্তর দিলেন,—"আমরা রুষেরই লোক,—ডালনা হইতে আসিতেছি।" প্রহরীরা মনে করিল, আমাদেরই টর্পিডো বোট ডালনী হইতে আসিতেছে। তাহাদের মনে কোন সন্দেহই রহিল না।

জাপানের টর্পিডো বোটগুলি ক্রমশঃ আরও ভিতর-বন্দরে রুষ-রণতরীসমূহের নিকটে আসিয়া পড়িল। অমনি দেখিতে দেখিতে,—চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, জাপানের ক্ষিপ্রহস্ত নাবিকগণ, সেই ভীষণ যমদণ্ড-স্বরূপ টর্পিডোগুলি জলে ডুবাইল। পরক্ষণে শত বজ্রপাতের ন্যায় একটী ভীষণ শব্দে বন্দরটী কাঁপিয়া উঠিল। বন্দরস্থ নগর কাঁপিল, দুর্গ কাঁপিল, সেনাপতি মহাশয়ের প্রমোদ-ভবন কাঁপিল, বন্দরতলের অতল জল কাঁপিয়া উঠিল,—মহাসমুদ্রে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে রুষের বড় বড় মানোয়ারী জাহাজগুলি ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। লোমহর্ষণ ভীষণ রবে রুষীয় নাবিকগণের কাল-নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তাহারা দেখিল, প্রমাদ উপস্থিত!—রক্ষার বুঝি আর উপায় নাই। সকলে স্তম্ভিত হইল,—থতমত খাইল,—কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল—হৃদয়ভেদী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল।

এই দুর্ঘটনার বিষয় প্রমোদভবনে সেনাপতি ষ্টার্ক মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল না। সহকারী সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া তিনি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে, নৃত্য-দর্শনে, তীব্র সুরাপানে তাঁহারা সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পূর্ণমাত্রায় নাচ-গান-পান চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই সভাস্থল কম্পিত করিয়া, গীতধ্বনি উপেক্ষা করিয়া, বাদ্যের নিক্কণ ব্যঙ্গ করিয়া, ভীষণ শব্দে জাপানের কামান গর্জ্জন করিল,—"গুড়ুম্-গুম্।" ক্ষণেকের তরে সঙ্গীতোন্মত্তা রমণী-গণের সঙ্গীত-লহরী নিবৃত্ত হইল, মধুর বাদ্যধ্বনি নিবৃত্ত হইল, সভ্যগণ উৎকর্ণ হইয়া নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিল,—বিশাল প্রমোদালয় স্তম্ভিত হইল।

"ও কিছু নহে।" পরক্ষণে সেনাপতি ষ্টার্ক অবজ্ঞাস্বরে বলিলেন,—"ও কিছু নহে, আমাদেরই সেনাগণের তোপধ্বনি,—শত্রুর নহে; ভয় নাই। চলুক নাচ—চলুক গান—চলুক পান—ঢাল মদ!"

আবার রমণীগণ সুতানে ললিত-লহরী তুলিয়া সভার নীরবতা ভঙ্গ করিল। বাদ্যকারগণ বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করিল, নাচ-গানের উজান বহিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সভ্যগণ প্রমোদ-স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন। আবার বাধা পড়িল;—আবার দুর্গশিখর কম্পিত করিয়া, সন্নিহিত শৈলমালায় প্রতি-ধ্বনিত হইয়া, প্রমোদালয় স্তম্ভিত করিয়া, বীরগণকে শঙ্কিত করিয়া, বিলাসিনীগণের বিলাস-স্রোতে বাধা দিয়া, জাপানের কামান ডাকিয়া উঠিল—"গুড়ুম্-গুম্।"

আবার সভা কাঁপিয়া উঠিল। বাদ্যকারগণের বাদ্যযন্ত্র হস্তস্খলিত হইল, প্রেম-সঙ্গীত প্রশমিত হইল। রঙ্গিণীগণ সেনাপতির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এবারও প্রত্যাখ্যাত হইল,—সভ্যগণ এই শব্দায়মান গোলা, রুষসৈন্যের রণখেলা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। পুনরায় সঙ্গীত-স্রোত বহিতে লাগিল, বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল, প্রমোদোন্মত্ত সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে গাহিল—"হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে!" "হুর্‌রে" রবে বিরাট সভা প্রতিধ্বনিত হইল।

আবার—আবার "গুড়ুম্-গুড়ুম্—গুড়ুম্" শব্দ উত্থিত হইল। জাপানের কামানগুলি এবার মুহুর্মুহু ধূম উদ্গীরণ করিয়া ডাকিতে লাগিল—"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্।" পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, দূরস্থ তটিনীর তরঙ্গে তরঙ্গে সেই ধ্বনি প্রতিহত হইয়া ডাকিয়া উঠিল—"গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্!"

এবার রুষীয় বীরবর্গের বীরবপু বিকম্পিত হইল,—এবার সকলে বুঝিল,—এসব রমণীকণ্ঠ-প্রসূত প্রেম-সঙ্গীত নয়,—বাদ্য-যন্ত্রিকার মধুর নিক্কণ নয়,—রুষ-সৈন্যের রণখেলাও নয়,—দুরন্ত জাপানের দুর্দ্দমনীয় কামানের ভৈরব গোলা—জলন্ত আগ্নেয় গোলা!

তখনই সভা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রেম-সঙ্গীতের স্থলে সমর-সঙ্গীত শ্রুত হইল,—বাদ্যধ্বনির পরিবর্ত্তে অস্ত্রের নিক্কণে প্রমোদসভা পূর্ণ হইল। হুর্‌রে—হুর্‌রে রবে রুষসেনাপতিগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বন্দরে ছুটিলেন; গিয়া দেখিলেন—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অবিমৃষ্যকারিতায়, ঘোরতর অসাবধানতায় তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তখন তাঁহারা আপন আপন জাহাজে উপনীত

হইয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষেই ভীষণ সমর বাধিল। রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে গোলাবর্ষণ হইল। জাপান তাঁহার সংহারকার্য্য শেষ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

রাত্রি চারিটার পর আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নায় জগৎ প্লাবিত হইল। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, প্রাতঃকালে এরূপ হৃদয়বিদারক দৃশ্য নেত্রপথে পতিত হইবে।

প্রভাতে সূর্য্য রক্তরাগ-রঞ্জিত হইয়া গগন-পটে উদিত হইল। রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে শত্রুপক্ষের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে প্রাতঃসূর্য্যের উদয়ে রুষ-নাবিকেরা দেখিতে পাইল, দূরে—দিগ্বলয়রেখার সমীপে তিনখানি জাপানী ক্রুজার ভাসিতেছে। ক্রুজারগুলি সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া আসিয়া, রুষপক্ষের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রুষীয় নৌ-সৈনিকেরা আপনাদিগের রণপোতের অনপেক্ষিত বিনাশ দর্শনে এরূপ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা সম্মুখবর্ত্তী জাপানী ক্রুজারগুলিকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে পারিল না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা জাপানী ক্রুজারের প্রতি একটি গুলি চালাইতেও সাহসী হইল না।

৮টা ২০ মিনিটের সময় জাপানী ক্রুজার তিনখানি স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন রুষীয় রণতরীসমূহ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনে অগ্রসর হইল। তাহারা ডালনি পর্য্যন্ত গিয়া ৯টা ১৫ মিনিটের সময় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নোঙ্গর করিল। তাহার পর আবার চারিদিকে নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই দুর্ঘটনার পর রুষ, বন্দরের বহির্ভাগে ছয়খানি ক্রুজার, সতরখানি টর্পিডো ও একখানি ট্রেণিং জাহাজ সমবেত করিল।

বেলা ১১টার সময় ষোলখানি জাপানী রণতরী দূর চক্রবাল-সমীপে দেখা দিল। তাহারা উত্তমরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঠিক বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় জাপানী জাহাজ হইতে একটী ১২ ইঞ্চি বেধ-বিশিষ্ট গোলা একখানি রুষটর্পিডোর পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। তাহাতেই টর্পিডোখানি অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। অনন্তর জাপানী গোলন্দাজেরা রুষীয় রণপোত লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা আসিয়া, ঠিক রুষ-রণপোত সমূহের উপর পড়িতে লাগিল। সে সকল গোলা ফাটিয়া যাওয়ায়, চারিদিক অগ্নিময় হইয়া উঠিল। প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আর্থার বন্দরের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া, জাপানীরা গোলাবর্ষণ করিল। তাহাদের ভীষণ গোলাসমূহ দুর্গের শিখরে ও অন্যান্য স্থানে পতিত হইতেছিল। বহুদূর হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, গোলাগুলি স্পর্শমাত্র ফাটিয়া গিয়া চারিদিকে অগ্নিরাশি বিস্তার করিতে লাগিল। রুষের গোলার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তিনখানি বড় বড় রুষজাহাজ, জাপানী গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া গেল। নোভিক নামক একখানি রুষীয় ক্রুজার, বিশেষ সাহস সহকারে জাপানী রণতরী সমূহের নিকটবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। কিন্তু জাপানীরা তৎপ্রতি প্রচণ্ড অগ্নিবৃষ্টি করায়, ক্রুজার লইয়া রুষীয়েরা পলায়ন করিল। ১২টার সময় জাপানীরা অগ্নিবৃষ্টি শেষ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায়, সেদিনকার মত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল।

১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার তিনখানি রুষ-জাহাজ দুই সহস্র রুষসৈন্য সহ যাইতেছিল। জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ বিপুল বিক্রমে রুষজাহাজগুলিকে বন্দী করিল। তাদ্ভিন্ন জাপানীরা "কোটারিস" নামক একখানি রুষজাহাজ ধৃত এবং "মোঙ্গলিয়া" নামক রুষীয় মেল জাহাজ বিধ্বস্ত করিলেন।

১১ই বৃহস্পতিবার পোর্ট আর্থার বন্দরে আবার যুদ্ধ বাধিল। এবার রুষ অগ্রগামী। ধীরে ধীরে রুষের একদল জাহাজ, বন্দর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র অভিমুখে চলিল। নিকট সমুদ্রে জাপানের দুইখানি রণতরী ছিল। রুষের রণতরীদল, জাপানের জাহাজ দুইখানির উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। জাপানী জাহাজদ্বয় প্রথমতঃ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জাপানের একখানি জাহাজ ডুবিয়া গেল; অপরখানি পলাইল। এমন সময় জাপানের বহুসংখ্যক রণতরী আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিল; ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রুষ রণতরীদল পরাস্ত হইয়া, বন্দরাভিমুখে পলায়ন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চেমুলফোর যুদ্ধ।

পাঠক এইবারে কোরিয়ার চেমুলফো বন্দরে আসুন। রুষ পূর্ব্ব হইতেই দুইখানি রণতরী পাঠাইয়া এই বন্দর আগুলিয়া রাখিয়াছিল। কারণ এই বন্দর হইতে কোরিয়ার রাজধানী সিউল্বেল নগর চব্বিশ মাইল দূরবর্ত্তী। রুষ এবং জাপান,—

উভয়েই সর্ব্বপ্রথমে কোরিয়ার রাজধানী দখল করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কারণ এই রাজধানী হস্তগত হইলে কোরিয়ার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভাবি যুদ্ধ জয়ের ভরসা থাকিবে।

৯ই ফেব্রুয়ারি জাপানী এড্‌মিরাল উরিউ, ছয়খানি রণপোত ও ছয়খানি টর্পিডো তরণী লইয়া, চেমুলফো বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তত্রস্থ রুষীয় রণতরীদ্বয়ের অধ্যক্ষকে দ্বাদশ ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধার্থ বন্দরের বহির্দ্দেশে আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। "ভারিয়াগ" ও "কোরিজ" নামক দুইখানি রুষীয় যুদ্ধজাহাজ মহোল্লাসে জাতীয় সঙ্গীত গান করিতে করিতে রণস্থলের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের যে সকল রণপোত সেই বন্দরে উপস্থিত ছিল, তাহার আরোহিগণ রুষীয় সমরপোতদ্বয়ের এই নির্ভীকতা দর্শনে আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনিতে "ভারিয়াগ" ও "কোরিজকে" উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

জাপানের যুদ্ধ-জাহাজের কামানগুলি প্রতি মিনিটে দশবার অগ্নিরাশি উদ্‌গীরণ করিয়া, শত্রুপোতে মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যুদ্ধ এমন ভীষণভাব ধারণ করিল যে, সে দৃশ্য সকলেরই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

জাপানী জাহাজ ষোল হাজার হাত দূর হইতে "ভারিয়াগ" জাহাজ লক্ষ্য করিয়া অগ্নি-বর্ষণ আরম্ভ করিল। "ভারিয়াগ" সেই কালানল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উপর্য্যুপরি পাঁচটী প্রকাণ্ড গোলা ভীষণবেগে

ভারিয়াগের ডেকের উপর পতিত হইয়া, একজন গোলন্দাজ ব্যতীত অপর সকলকে হতাহত করিল। আর একটি গোলা কামানের উপর পড়িয়া বজ্রনির্ঘোষে বিদীর্ণ হইল। তাহাতে জাহাজের উপর অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ অগ্নিপ্লাবনের সৃষ্টি করিল।

রুষীয় জাহাজ প্রথমে পাঁচ মিনিটকাল মাত্র গোলাবর্ষণ করিয়া, শেষে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। জাপানী জাহাজ হইতে একটা জলন্ত গোলা আসিয়া, ভারিয়াগের পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ফাটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই রুষ-সৈনিকদিগের মর্ম্মভেদী চীৎকার ও হাহাকারে, বারুদের ধূমে ও দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধে ভারিয়াগ রণপোত সাক্ষাৎ নরকের ন্যায় হইয়া উঠিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপ্রথায় যেমন প্রত্যহ অসংখ্য জীববিনাশক দুর্গধ্বংসকারী কামান বন্দুক আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই প্রকার ঐ সকল বজ্র-লাঞ্ছিত ভীষণ অস্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুর্ভেদ্য কবচও আবিষ্কৃত হইতেছে।

কিন্তু রুষিয়ার দুরদৃষ্টবশতঃ ভারিয়াগের দেহ কবচশূন্য ছিল। সেই জন্য জাপানের অগ্নিবর্ষণে তাহার এত অধিক লোকক্ষয় হইল। রুষরণপোত জাপানের ভীষণ অনল-বর্ষণ দেখিয়া, প্রথমে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া আবার গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল।

একজন রুষীয় সেনাপতি এই সময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জাপানের অগ্নি-বর্ষণের পর রুষপোতনিচয়ের সর্ব্বত্র কেবল নরশোণিত,—ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অস্থিখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই অবস্থায় ভারিয়াগের কাপ্তেন, নিজের জাহাজখানিকে

বন্দরের দিকে তীরলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তখন জাহাজখানির অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি ইচ্ছামত পোত পরিচালন করিতে পারিলেন না। ভারিয়াগ ধীরে ধীরে "কোরিজ" জাহাজের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। কোরিজ প্রথমে জাপানী নৌ-বাহিনীর অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিয়া, পরিশেষে এক পার্শ্বে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইল। এখানে ভারিয়াগ তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, উভয় পোত হইতেই আট ইঞ্চি বেধ-বিশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ গোলক ক্রমান্বয়ে বর্ষিত হইতে লাগিল। জাপানী পোতসমূহ, জাহাজ দুইখানির দুরবস্থাদর্শনে গোলাবর্ষণ বন্ধ করিল এবং ট্যালবট নামক জাহাজ হইতে আহত রুষীয়-সেনার চিকিৎসার্থ রুষীয় পোতে চিকিৎসক প্রেরিত হইল। এই সময় জাপান মনে করিলেই উল্লিখিত জাহাজ দুইখানি ধ্বংস করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া উদারতা প্রকাশ করিলেন। এই যুদ্ধে রুষপক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন সামরিক কর্ম্মচারী ও ৪৩৯ জন সৈনিক হতাহত হইল।

চেমুলফোযুদ্ধে জাপান জয়ী হইল। এইবার দলে দলে জাপানী-সেনা চেমুলফো বন্দরে উঠিতে লাগিল এবং পরিশেষে কোরিয়ার রাজধানী সিউরেল নগর অধিকার করিয়া লইল। জাপানের জয় হইল। জয়ধ্বনিতে কোরিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর্থার বন্দরে সেনাপতিদিগের কর্ণে জাপান-জয়ধ্বনি প্রবেশ করিল। সুদূর প্রাচ্যভূভাগ ভেদ করিয়া, শত শত তুঙ্গশৃঙ্গ গিরি-খরস্রোতা তটিনী লঙ্ঘন করিয়া, অসংখ্য অসংখ্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া, জাপানের জয়ধ্বনি সুদূর রুষ-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে প্রবেশ করিয়া, রুষ-অধিবাসিগণকে

কাঁপাইয়া, মন্ত্রি-সেনাপতিদিগকে স্তম্ভিত করিয়া, জার মহোদয়কে মর্ম্মাহত করিল। রুষ-কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল—এতক্ষণে সংজ্ঞা হইল। জাপানের বিক্রম দেখিয়া এসিয়া আনন্দে ভাসিল, ইয়োরোপ স্তম্ভিত হইল, জগৎ আশ্চর্য্য হইল,—শত্রু-মিত্র সকলে শিহরিয়া উঠিল।

রুষরাজধানীতে জাপানের বিজয়বার্ত্তা প্রকাশিত হইবামাত্র মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইবার উপক্রম হইল; অনেকে রুষ-গবর্ণমেণ্টের কাগজ বেচিয়া ফেলিতে লাগিল; টাকার বাজার একেবারে মাটি হইয়া গেল। রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা দেখা দিল, নানা স্থানে বিপ্লবকারীদিগের সভা-সমিতি বসিতে লাগিল—ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, বিশাল রুষ-সাম্রাজ্যের চারিদিকে অশান্তি-অনল জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল।

পাঠক জানেন, কোরিয়ার অদূরে—উত্তরাংশে ভলাডিভষ্টক নামক রুষের এক বন্দর আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র রুষের চারিখানি মানোয়ারী জাহাজ ঐ বন্দর হইতে বাহির হইল এবং জাপানের হাকোডেট নামক একটী বন্দর আক্রমণ করিল। অবিশ্রাম গোলাবর্ষণে রুষ সেই নগরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ ঘুরিতে ঘুরিতে রুষের সেই জাহাজচতুষ্টয় জাপানের দুইখানি সওদাগরী জাহাজের উপর আসিয়া পড়িল। জাপানের একখানি জাহাজ জলমগ্ন হইল, অপরখানি পলাইল। এইরূপে দিগ্বিজয়ী হইয়া, রুষের ঐ চারিখানি জাহাজ নিশ্চিন্তমনে, নির্ভয়ে জাপানের টগারু নামক প্রণালী পার হইতেছিল। কৌশলী জাপান এই স্থলে জলের ভিতর ভীষণ মাইনযন্ত্র

পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। রুষীয় জাহাজগুলি যেমন এইখানে উপস্থিত হইল, অমনি ভীষণ যন্ত্র ফাটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনখানি জাহাজ ডুবিয়া গেল; একখানি পলাইল।

এই কয়েক দিনের যুদ্ধেই রুষিয়ার সৌভাগ্যাকাশ অনেকটা মলিন হইল,—পূর্ণচন্দ্র অস্তমিত হইবার উপক্রম হইল। পদে পদে রুষীয় তরী বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। একদিন রাত্রিকালে তিনখানি রুষীয় জাহাজ আর্থার বন্দরাভিমুখে আসিতেছিল। উক্ত বন্দরের পার্ব্বতীয় দুর্গস্থিত রুষ-সেনাধ্যক্ষ মনে করিলেন, এই তিনখানি জাপানের জাহাজ, আর্থার বন্দর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। অমনি ভয়ঙ্কর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। অবিলম্বে তিনখানি রুষীয় জাহাজ রুষের গোলাতেই ধ্বংস হইল। আর একদিন ঐরূপ একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। শত্রুপক্ষের জাহাজ বিনষ্ট করিবার জন্য রুষ সমুদ্রগর্ভে যে যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার আকস্মিক স্পর্শে "এনিসিন" নামক পোতনাশক রুষতরী উড়িয়া গেল। "এনিসিন" উড়িয়া যাইবার পর সমুদ্রে বিষম তুফান উপস্থিত হইল এবং সমুদ্র-গর্ভস্থিত পোতনাশক যন্ত্রগুলি উপরে ভাসিয়া উঠিয়া ভীষণ বেগে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঐ যন্ত্রগুলিকে ধরিবার জন্য পরদিন "বায়ারিণ" নামক রণপোত প্রেরিত হইল। "বায়ারিণ" যন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিতে গিয়া নিজেই বিপন্ন হইল। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে "বায়ারিণ" আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া, নিকটবর্ত্তী একটা শৈলে ভীষণ বেগে আপতিত হইল। তাহাতেই পোতখানি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কোরিয়া অধিকার।

এদিকে কোরিয়াতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দলে দলে জাপানী সেনা কেরিয়ার নানা বন্দর দিয়া, সিউরেল রাজধানী অভিমুখে যাইয়া একত্রিত হইতে লাগিল। জাপানী তারহীন টেলিগ্রাফ চেমুলফো হইতে চিফু পর্য্যন্ত স্থাপিত হইল। রুষ-সৈন্য দুই একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, ক্রমশঃ হাটিয়া যাইতে লাগিল। কিঞ্চু-উপসাগর-কূলে রুষের কশাক সৈন্যের সহিত জাপানী পদাতি সেনার একটি খণ্ডযুদ্ধ হইল, তাহাতে জাপানী-সেনা জয়লাভ করিল। কশাক-সৈন্যের অধিকাংশ নিহত হইল, কতকগুলি পলাইল।

২৮ শে মার্চ্চ কোরিয়ার চংজু নগরে রুষ-জাপানে আর একটি যুদ্ধ হইল। প্রায় ছয়শত কশাক-সৈন্য সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া, একটী সুবিধাজনক পার্ব্বতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। জাপানী সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। কশাক-সেনাদল নির্ভয়ে গোলাগুলি বর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু জাপানসেনা পশ্চাৎপদ হইল না,—বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া, বীরমদে মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। রুষ-সেনাগণ জাপবাহিনীর বীর্য্য-বহ্নির প্রচণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, দলে দলে আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করিয়া, কোরিয়ার প্রান্তভাগে উইজু বন্দরে পলায়ন করিল। বিজয়ী জাপানসেনা মহোল্লাসে জাতীয় সঙ্গীত করিতে করিতে চংজু নগরে

প্রবেশ করিল। এই যুদ্ধে জাপানপক্ষে লেপ্টেন্যাণ্ট কেনো, আর চারিজন সৈন্য নিহত ও এগার জন সৈন্যসহ করকোরা আহত হইলেন। রুষপক্ষে এই যুদ্ধে তিনজন সেনাধ্যক্ষ গুরুতররূপে আহত ও অনেকগুলি কশাক-সৈন্য হতাহত হইল।

চংজুর যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, রুষসেনা ক্রমশঃ ইয়ালু নদীর অভিমুখে পলাইতে আরম্ভ করিল। কোথাও তাহারা সামান্য যুদ্ধ করিয়া, কোথাও বা যুদ্ধ না করিয়াই তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। কোরিয়ার প্রান্তসীমায় ইয়ালু নদীর তীরে কোরিয়ার দিকে উইজু নামক বন্দরে, কোরিয়ার যাবতীয় রুষবাহিনী সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের নেতৃত্বে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। জাপানসেনাও সেনাপতি কুরোকীর পরিচালনায় মহোল্লাসে রণমদে মত্ত হইয়া জাপান-সম্রাটের জয়ধ্বনি করিতে করিতে, উইজু বন্দরাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। রুষ-সেনাপতি জাপানী সেনার অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য অবলোকন করিয়া, আর সে ক্ষেত্রে বাহুবলের পরিচয় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি সসৈন্যে বন্দর ছাড়িয়া, ইয়ালু পার হইয়া পরপারস্থিত আনটু বন্দরে পলায়ন করিলেন।

রুষের উইজু ত্যাগের অল্পক্ষণ পরেই জাপানী সেনা উইজু বন্দরে পৌছিয়া নগরটিকে অধিকার করিয়া লইল। পলায়নকালে রুষসেনা ২৪টী কামান ফেলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সেগুলি জাপানের হস্তগত হইল।

কোরিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া জাপানীরা কোরিয়ারাজকে কতিপয় সন্ধিপত্রে আবদ্ধ করিলেন। এই সন্ধিপত্র

অনুসারে (১) কোরিয়া কোজেডো-দ্বীপ রুষকে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার অধিকারে বঞ্চিত হইলেন। (২) রোজি দ্বীপে রুষকে কয়লার খনির স্বত্ব এবং (৩) ইয়ালু-নদীর তীরবর্ত্তী উলেংহো ও টুমেনের অরণ্যে কাষ্ঠচ্ছেদনের অধিকার দান অবৈধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

কোরিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়া, জাপান-সেনাপতি স্বদলবলে ইয়ালু নদী উত্তীর্ণ হইয়া, পরপারে আনটুং বন্দরস্থ রুষ-সেনাগণকে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন।

সমগ্র জাপানী সেনা ইয়ালু নদীতে অবতরণ করিল। এদিকে পরপার হইতে রুষসেনা তাহাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে গোলা-বর্ষণ করিতে লাগিল। যাহাতে জাপানী সেনা আনটুং বন্দরে উপনীত হইতে না পারে, অধিকন্তু ইয়ালুগর্ভেই সমাধি লাভ করে, রুষসেনা সেই চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইল না। জাপানীদের অসীম সহিষ্ণুতার নিকট রুষের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল। বিজয়নাদে ইয়ালুতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া জাপানীরা আনটুং বন্দরে উপনীত হইল।

রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন তখন ইয়ালুতীরে আনটুং নগরে জাপানের সহিত বলপরীক্ষায় সমুদ্যত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকারফের নিয়োগ।

রুষ জাপান-যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক শেষ হইল। বিগত কয়েকদিনের জলযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করায়, জাপানীদিগের কোরিয়া প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে নগরটীও জাপানের অধিকারে আসিল। পাঠক জানেন, প্রধানতঃ কোরিয়ার অধিকার লইয়াই রুষের সহিত জাপানের যুদ্ধ। এতদিন জাপান বাহুবলে কোরিয়া অধিকারে যত্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। রুষ পোর্ট আর্থার, চেমুলফো, ভলাডিভষ্টক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতে রণপোত স্থাপন করিয়া, জাপানীদিগের কোরিয়া-পদার্পণে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু জলযুদ্ধে রুষের পরাভব ঘটায়, তাহারা আর জাপানীদিগকে কোরিয়া প্রবেশে বাধা দিতে পারিল না। জলযুদ্ধে বিজয়ী জাপান-সেনা, কোরিয়া-প্রবেশ করিয়া তত্রত্য রুষসেনাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করতঃ কোরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। অধুনা জলে-স্থলে উভয় যুদ্ধেই জাপানীরা সমভাবে যশোলাভ করিতে লাগিলেন। জলযুদ্ধে রুষের অনেকগুলি রণতরী নষ্ট হইল। রুষের অনেক স্থল ধ্বংস হইল, অনেক রমণীয় গৃহ ও অট্টালিকা বিচূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইল, অনেকগুলি পার্ব্বতীয় দুর্গ ভগ্ন হইল। এই পরাজয়ে রুষের সদাসমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল কলঙ্ক-কালিমায় পরিম্লান হইল, পূর্ণচন্দ্র দুর্ভেদ্য পর্জ্জন্যগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। জাপানের যশঃসঙ্গীতে—বীরত্ব-

গৌরবে—দিগন্তব্যাপী হুহুঙ্কারে—আসমুদ্রা বসুন্ধরা প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

এই যুদ্ধব্যাপারে আর্থারবন্দরের রুষ নৌসেনাপতি প্রথম হইতেই গুরুতর ভ্রমে পতিত হন। জাপানের রণপোত সমূহের গতিবিধির প্রতি ভালরূপে লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহাকে সহসা আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইতে হইত না। তাঁহারই মূর্খতা, অসাবধানতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য রুষ নৌ-বাহিনী পদে পদে বিপদগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত হইল। বর্ত্তমান জলযুদ্ধে একদিনের নিমিত্তও তিনি স্বীয় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এই সকল মূর্খতার জন্য রুষ-কর্ত্তৃপক্ষ, নৌ-সেনাপতি ষ্টার্কের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। এডমিরাল ষ্টার্কের পদে এডমিরাল ম্যাকারফ নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

ম্যাকারফ একজন রণদক্ষ সাহসী নৌ-সেনাপতি। ম্যাকারফের নিয়োগে রুষের সমরের গতি অনেকটা ফিরিল। পূর্ব্ব-সেনাপতি ষ্টার্ক, আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু এডমিরাল ম্যাকারফ শত্রুপোত আক্রমণ করিয়া, বিধ্বস্ত করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। তিনি প্রত্যহই বন্দর হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুপোতের অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে জাপানী রণপোত তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেই, তিনি বিপুল বিক্রমে তাহাদের উপর আপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জাপানী পোতগুলিকে তিনি এককালে ধৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌশলী জাপসেনাপতি টোগা, রুষসেনাপতিকে ভালরূপে চিনিলেন,—তাঁহার অভিসন্ধিও কতকটা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। ম্যাকা-

রুষের নিয়োগের পর হইতেই টোগা অত্যন্ত সাবধানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। দুই একটা যুদ্ধে ম্যাকারফ জয়লাভ করায়, তাঁহার প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ভগ্নোদ্যম রুষ-সেনাগণ ম্যাকারফের প্রভাব দর্শনে নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। সকলে ভাবিল, বুঝি জাপসেনাপতি টোগার গর্ব্ব এইবার চূর্ণ হইল—তাহার প্রতিপত্তি হ্রাস পাইল!

ম্যাকারফের আর্থার বন্দরে আগমনের পর যে কয়েকটা জলযুদ্ধ হয়, তন্মধ্যে ৯ই মার্চ্চের যুদ্ধটী উল্লেখযোগ্য। ৯ই মার্চ্চ রাত্রিশেষে রুষীয় টর্পিডো তরণীগুলি যখন শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণকল্পে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিল, সেই সময়ে সহসা আর্থার বন্দরের বহির্ভাগে জাপানী টর্পিডোতরণী এবং ক্রুজার পোতের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ মাত্র উভয় পক্ষের রণপোতদলে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রুষ-টর্পিডো-তরী ষ্টোরিগাচি এই সংঘর্ষে জলমগ্ন হইল। রুষীয় রণপোতের নাবিকগণের মধ্যে অনেকে জলমগ্ন ও কয়েকজন হত হইল। এডমিরাল ম্যাকারফ, ষ্টোরিগাচি পোতের দুর্দ্দশা দর্শনে সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতেছিলেন; কিন্তু পাঁচখানি জাপানী ক্রুজার উঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং আরও কতিপয় রণপোত আসিতেছে দেখিয়া, তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন। অবশেষে জাপানী রণপোত হইতে আর্থার বন্দরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। দূর-সমুদ্রস্থিত জাপানী ক্রুজারের সঙ্কেত অনুসারে জাপানীসমরপোত অন্তরীপের উপর দিয়া অদৃশ্যলক্ষ্যে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। আর একদল জাপানী সেনা টালিনওয়ান

উপসাগরস্থিত সামচাণ্টাও দ্বীপের রুষীয় সঙ্কেতস্থান ও "মাইন" যন্ত্রের গুদাম ধ্বংস করিয়া দিল।

এই যুদ্ধের পর এগারদিন কাল জাপান-সেনাপতি টোগো নীরব রহিলেন। ২১ শে মার্চ্চ বহুসংখ্যক টর্পিডোতরী লইয়া আবার তিনি আর্থারবন্দর আক্রমণ করিলেন। রুষ-নৌ-সেনাগণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া টোগা বাহিরসমুদ্রে চলিয়া গেলেন।

২২শে মার্চ্চ টোগা ছয়খানি বৃহৎ রণতরী, বারখানি ক্ষুদ্র রণতরী এবং আটখানি ক্ষুদ্র তরণী লইয়া, পুনর্ব্বার বন্দর আক্রমণ করিলেন। রুষসেনাপতি ম্যাকারফ পাঁচখানি বৃহৎ রণতরী, চারিখানি ক্ষুদ্র রণতরী এবং কতকগুলি ধ্বংসী তরীসহ বন্দর হইতে যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। রুষ-সেনাপতি ম্যাকারফের ইচ্ছা যে, জাপান-সেনাপতি রণতরীদল লইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। যদি টোগাকে ভুলাইয়া বন্দরের দিকে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে বন্দরস্থ দুর্গসমূহ হইতে গোলাবৃষ্টি করিয়া রুষ, জাপানী তরীগুলির ধ্বংস সাধন করিতে সমর্থ হন। চতুর জাপ-সেনাপতি, ম্যাকারফের কূট কৌশল বুঝিতে পারিয়া, বাহির হইতে কতকগুলি গোলাবর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২৬শে মার্চ্চ নিশাশেষে জাপানের চারিখানি রণপোত আর্থার বন্দরের দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে কতকগুলি টর্পিডো বোটও ছিল। রুষ প্রহরিগণ তখন অনুসন্ধান-আলোকদ্বারা চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, জাপানের জাহাজ বন্দরের দিকে আসিতেছে, তখন তাহাদের সঙ্কেতমত তীরস্থিত কামানসমূহ হইতে

এবং বন্দর রক্ষায় নিযুক্ত জাহাজসমূহ হইতে জাপানের ঐ পোতগুলিকে লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। রুষের গোলাবর্ষণে জাপানী পোতগুলি পশ্চাৎপদ হইল না,---সবেগে বন্দরের দিকে আসিতে লাগিল। রুষ-লেপ্টেনাণ্ট ক্রিনিজ্‌কি এই সময়ে বীরের ন্যায় সাহস দেখাইলেন। তিনি একখানি টর্পিডো বোট লইয়া জাপানের অগ্রগামী জাহাজখানির দিকে ধাবিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে জাপানের অগ্রগামী বড় জাহাজ খানির অগ্রভাগটা উড়াইয়া দিলেন। রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ ক্রিনিজ্‌কি যখন জাপানী জাহাজখানিকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার উপর জাপানী সেনা ভীষণরূপে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই আগ্নেয়াস্ত্র বর্ষণে দেখিতে দেখিতে পাঁচজন রুষ-সেনা হত এবং বারজন আহত হইল। রুষ-সেনাধ্যক্ষ ক্রিনিজ্‌কি নিজেও আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তত্রাচ তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না;—সতেজে জাপানী জাহাজের সম্মুখস্থ হইয়া, টর্পিডো দ্বারা পোতখানির সম্মুখ ভাগটা উড়াইয়া দিলেন। এই যুদ্ধে তিনি এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ না করিলে, জাপানী রণপোতগুলি বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিত; এবং বন্দরের মুখ বন্ধ করিয়াও দিত।

রুষ-লেপ্টেনাণ্ট ক্রিনিজ্‌কি যে টর্পিডোবোটের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাহার নাম "সিলনি"। জাপানের গোলার আঘাতে সিলনির এঞ্জিন ভাঙ্গিয়া গেল এবং সিলনি তটলগ্ন হইল। অতঃপর পোতখানিকে জলে ভাসাইয়া বন্দরে লইয়া যাওয়া হইল। জাপানের অগ্রগামী জাহাজখানির সম্মুখভাগ ভগ্ন হইলে, পোতগুলি ফিরিয়া গেল।

ফেয়ারওয়ে নামক স্থানের দক্ষিণ পার্শ্বে জাপানীদিগের তিনখানি জাহাজ তটলগ্ন হইল। চতুর্থখানি বন্দর-প্রবেশের প্রণালী-পথে মগ্ন হইয়া গেল। এই সংঘর্ষে রুষপক্ষে সাতজন হত, তেরজন আহত ও একজন সেনাধ্যক্ষ আহত হইল। এই যুদ্ধে জাপানেরও কতিপয় সৈন্য হতাহত এবং বিস্তর ক্ষতি হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ম্যাকারফের শোচনীয় মৃত্যু।

প্রথম হইতেই আর্থারবন্দরের জলযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলে, ইদানীং রুষ-নৌবাহিনী ও সেনাপতি ম্যাকারফের উৎসাহমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া রুষীয় জনসাধারণের হৃদয়দাহের নিবারণকল্পে বিশেষ যত্নপরায়ণ হন। গত দশদিন হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহারা বন্দরের বাহিরে আসিয়া জাপানীদিগের নিউচোয়াংগামী এবং রণসম্ভারবাহী পোত-নিচয়ের গতিরোধার্থে চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহাতে জাপানীরা বন্দরস্থ দুর্গে অগ্নিবর্ষণ করিতে না পারে, সে বিষয়েও তাঁহারা বিশেষ অবহিত হইয়াছিলেন। রণ-কুশল জাপানী নৌ-সেনাপতি টোগা, রুষ-পক্ষের গূঢ় অভিসন্ধি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই এক্ষণে তিনি ধীরতাসহকারে অবিলম্বে আপনার ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লইলেন।

সেনাপতি টোগা ১১ই এপ্রেল আর্থার বন্দর অষ্টমবার আক্রমণের সূচনা করিলেন। ঐ দিবস তিনি ৩০ খানি রণতরী

সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত হইলেন। ১১ই এপ্রেল গভীর নিশীথে জাপানের "কোরি-মারু" নামক জাহাজ প্রচ্ছন্নভাবে আর্থার বন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বন্দরস্থ রুষীয় প্রহরিগণ সেই সময় উজ্জ্বল অনুসন্ধান আলোকদ্বারা সমুদ্রের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু "কোরি-মারু" জাহাজের অধ্যক্ষ এরূপ ক্ষিপ্রহস্তে "মাইন" যন্ত্রগুলি পাতিয়া চলিয়া গেলেন যে, প্রহরিগণ আলোকসাহায্যে সে সব কার্য্য দেখিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। "কোরি-মারু" জাহাজের অধ্যক্ষ, টোগার মন্ত্রণানুসারে বন্দরের সম্মুখে, পার্শ্বে, নানাস্থানে সেই জাহাজধ্বংসী ভীষণ আগ্নেয় যন্ত্রসকল জলমধ্যে স্থাপন করিয়া আসিলেন। ১৩ই এপ্রেল প্রাতঃকালে রুষের একখানি সংহার-তরী বন্দরের বাহিরে দৃষ্ট হইল। সেই তরীখানি জাপানের কয়েকখানি জাহাজকে নিকটে দেখিয়া, বন্দরের ভিতর পলাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু জাপানী তরী-দলের অধ্যক্ষগণ তাহার উপর তৎক্ষণাৎ এরূপ ভীষণ বেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে যে, দশমিনিটের মধ্যে রুষীয় সংহারতরীখানি ডুবিয়া গেল। আর একখানি রুষের সংহার-তরী সেই সময় লেউটিসানের দিক হইতে আসিতেছিল। জাপানীরা তাহাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিল। কিন্তু সে জাহাজখানি দ্রুতবেগে পলাইয়া বন্দরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। বেলা ৮ টার সময় রুষের "বেয়ান" নামক জাহাজ বন্দর হইতে বাহির-সমুদ্রে আসিল। বন্দরের নিকট যে কয়েকখানি জাপানী পোত ছিল, সে একাই তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অবিলম্বে রুষের "নভিক," "এস্কল্ড." "ডায়েনা," "প্লেট্রো-প্যাভ-লোস্কী"

"পবিতা" এবং "পলটাভা" এই ছয়খানি জাহাজ রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং জাপানের কয়খানি জাহাজের উপর সকলেই একালে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। জাপানী জাহাজগুলি ধীরে ধীরে দুই চারিটী গোলা ছুড়িতে ছুঁড়িতে ক্রমশঃ পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। রুষ-নৌসেনাপতি ম্যাকারফ, টোগার কূট-কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, পূর্ব্ববৎ আনন্দ চিত্তে দলবল-সহ অগ্নিবর্ষণকারী জাপানী পোতের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। কিন্তু সমুদ্রমধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তিনি আপনাদিগের বিপদ বুঝিতে পারিলেন। ২০খানি জাপানী রণপোত তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া, সামরিক নেপথ্যের সহিত তাঁহাদিগের সংস্রব বিচ্ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রুষ-নৌ-বাহিনী জাপানীদিগের রণ-কৌশলে পরাজিত হইয়া, দুর্গতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। জাপানীরা আনন্দের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

রুষ-সেনাপতির পতাকাবাহী পোত "পেট্রো-প্যাভলোস্কি" বন্দরে প্রবেশ করিবার সময় জলতলস্থাপিত একটা জাপানী আগ্নেয় অস্ত্রে আহত হইল। পরক্ষণে একটী ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানি বিদীর্ণ হইয়া এরূপ প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত এবং বিধ্বস্ত হইয়া গেল যে, পাঁচজন কর্ম্মচারী এবং বত্রিশজন নাবিক ব্যতীত পোতের আর সকল লোকেই তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন ও নিহত হইল। এড্‌মিরাল ম্যাকারফ এই পোতে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—তিনি চল্লিশ জন সেনাধ্যক্ষ ও সাতশত পঞ্চাশ জন সৈন্যের সহিত প্রশান্তমহাসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হইলেন। যিনি প্রতিভাবলে বীর ও রণ-

কুশল বলিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি যে সহসা এরূপ শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। কিন্তু নিয়তির গতি বিচিত্র!

সমরের প্রারম্ভ হইতে রুষ প্রতিপদে জাপানীদিগের হস্তে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিলেন। রুষের ভুবন-বিদিত শৌর্য্যগৌরব প্রতিনিয়ত পরাজয়-কলঙ্কে পরিম্লান হইতেছিল। কিন্তু সসৈন্যে নৌ-সেনাপতি ম্যাকারফের জল-মজ্জনে যে শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইল, রুষের ভাগ্যে এরূপ অভাবনীয় ও নিদারুণ শোকাবহ ব্যাপার আর কখন ঘটে নাই। ম্যাকারফের মৃত্যু সংবাদে রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল,—সাধারণ প্রমোদাগার, নাট্য-নিকেতন, নৃত্যশালা, বিলাস-ভবন প্রভৃতির দ্বার অর্গলবদ্ধ হইল। যে সকল দোকানে বসিয়া নাগরিকগণ চা, কাফি, কোকো প্রভৃতি পান করিত—হাসিত, গাহিত, আনন্দ পাইত, সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা কহিত—দেখিতে দেখিতে সেই সকল দোকানের দ্বারও রুদ্ধ হইল। নিরানন্দে বিরাট রুষরাজধানী পূর্ণ হইল।

ম্যাকারফের মৃত্যুসংবাদ পাইবা মাত্র রুষ-সম্রাট মর্ম্মদুঃখ জানাইয়া ম্যাকারফ-পত্নীর নিকট পত্র লিখিলেন। পরদিন সম্রাট আপন সহধর্ম্মিনীসহ রাজধানীর এড্‌মিরালটি চর্চ্চে গমন করিলেন। ভজনালয়ে নৌ-সেনাপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি-উপলক্ষে পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় উপাসনা হইতে লাগিল। ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে, ম্লানমুখে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে সম্রাট

দাঁড়াইয়া রহিলেন। করুণাময়ী সম্রাট-মহিষীর নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। গির্জ্জাগৃহ, প্রাঙ্গণ, রাজপথ লোকপূর্ণ হইল। সকলেই কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইল। এই ঘোরদর্শন লোকারণ্য যেন গাঢ় অন্ধকারের এক মহাসমষ্টিরূপে অনুমিত হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইয়ালুর যুদ্ধ।

আসন্নঝটিকার পূর্ব্বক্ষণে জলদজাল-ভীষণ আকাশমণ্ডল যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে বিপুল বিদ্যুৎজিহ্বা উদ্গীরণ করিয়া, বিশ্ববাসীর হৃদয়ে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার করে, প্রাচ্যভূমির অবস্থাও এক্ষণে সেইরূপ হইল। ইয়ালু-তীরে কাল মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। যুযুৎসু শক্তিযুগল ইয়ালু নদীর তীরে স্ব স্ব সৈন্যসমাবেশ করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন পূর্ব্বক প্রাচীর, পরিখা ও আগ্নেয়াস্ত্র সন্নিবেশ দ্বারা উহার দৃঢ়তাসাধন করিতে লাগিল। যাহাতে মন্ত্রভেদ না ঘটে, তজ্জন্য অতি সন্তর্পণে, অতি প্রচ্ছন্নভাবে সামরিক আয়োজন চলিতে লাগিল।

জলযুদ্ধে জাপান বিজয়লাভ করিলে, সমগ্র জগৎ জাপানীদিগের যশঃসঙ্গীতে মুখরিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকেই রুষ-সৈন্যের চির প্রসিদ্ধ বাহুবল স্মরণ করিয়া, স্থলযুদ্ধে জাপানের

পরিণাম ভাবিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইয়ালুতীরের যুদ্ধে তাঁহাদের সে উদ্বেগ অপনীত হইল। জাপানীদিগের হস্তে রুষীয় শক্তির ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। ক্ষুদ্র নগণ্য জাপানের রুদ্রতেজে, দানব বিক্রমে রুষসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। পৃথিবীর শক্তিসমূহ জাপানীদিগের রণকৌশল, সাহস, সহিষ্ণুতা ও পরাক্রম দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল।

সেদিনকার অসভ্য জাপান যে, প্রতিপদে ইউরোপীয়দিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর সভ্যসমাজে পরিচিত হইল, তাহার এত প্রতাপ—এমন কীর্ত্তি; বিস্ময়ের কথা বটে। জলে স্থলে রুষ-ঋক্ষ যে, জাপানের হস্তে এরূপে লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইবে, এ কথা স্বপ্নে কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

জলযুদ্ধে পরাজিত রুষ মনে করিয়াছিলেন, স্থলযুদ্ধে তাঁহার প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু গৌরবের পুনরুদ্ধার করা দূরে থাক, স্থলযুদ্ধেও পরাজয়ের অপমানে তাঁহাকে নতমস্তক ও ম্রিয়মান হইতে হইল।

সেনাপতি কুরোপাটকিন ইয়ালুতীরে বাহুবলদৃপ্ত জাপানের গর্ব্ব এককালে চূর্ণ করিবার বাসনা করেন। তিনি আনটং নগর সুরক্ষিত করিয়া, পঁচিশ হাজার সৈন্যসহ জাপানী সেনার আক্রমণ প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫শে এপ্রেল জাপানী সেনাপতি কুরোকি, পঁয়তাল্লিশ হাজার জাপসৈন্য লইয়া তাঁহাকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিলেন।

প্রথমে সেনাপতি কুরোকি, কোরিয়া উপসাগরের উত্তরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে সসৈন্যে অবতীর্ণ হইয়া বিপক্ষবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরকোরি-

য়ায় সমবেত জাপানী সৈন্যদল সমর্থ ও স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া, তিনি শত্রুপক্ষের বামভাগ আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত ও ফলোপধায়ক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে তিনি ভীমবেগে রুষসৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। ইয়ালুতীরে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ইয়ালু নদীর শ্যামরম্য, শান্তিস্নিগ্ধ উপত্যকাভূমি, বীরগণের রণহুঙ্কারে নিনাদিত হইয়া উঠিল। প্রসন্নসলিলা ইয়ালুর স্বচ্ছ জলরাশি বীরহৃদয়-নিঃসৃত রুধিরধারায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যেখানে বিহঙ্গের সঙ্গীত গগন প্লাবিত করিত, সেখানে ভীমনাদী কামানের গম্ভীর গর্জ্জন দিঘ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিতে লাগিল। কুসুম-বিচিত্র কাননের স্থানে রুধিরচর্চ্চিত ছিন্ন কর-পদ-মুণ্ড, কবন্ধ-দেহ লোমহর্ষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করিল।

ভয়াবহ সমর চলিতে লাগিল। ছয়দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর, জাপান-সেনাপতি কুরোকির দূরদার্শতার ফল ফলিল। রুষ-সৈন্য পরাজিত হইয়া আনটং পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ফেঙ্গ-হোয়াঙ্গ-চাঙ্গ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যুদ্ধাবসানে ২৮টী রুষীয় কামান জাপানীদের হস্তগত হইল। সেনাপতি কুরোপাটকিন পরাজিত হইয়া, সদলবলে ফেঙ্গ হোয়াঙ্গ-চাঙ্গে পলায়ন করিলেন। রুষ-সেনাপতি এই স্থলে আর একবার জাপানীদিগের সহিত বলপ্রকাশে প্রয়াস পাইলেন। বিজয়ী জাপানী-সেনা পলায়মান রুষসেনাকে আক্রমণ করিল। বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু রুষেরদুরদৃষ্ট বশতঃ এই যুদ্ধেও তাহারা পরাজিত হইল। রুষ-সেনাপতি এবার পরাস্ত হইয়া, লায়োলাঙ্গ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধে

রুষপক্ষে প্রায় তিন সহস্র ও জাপানীদের আটশত সৈন্য হতাহত হইল। ইয়ালু যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী, জাপানের শিরে বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিলেন। মহোল্লাসে, মহোৎসাহে বিজয়-সঙ্গীতে ইয়ালুপ্রদেশ কাঁপাইয়া জাপানী সেনা পেংয়োয়াঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাসঘাতক জাপানী কর্ণেল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা যে রণ-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সমর-প্রণালী জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু জনৈক জাপানী কর্ণেলের ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় উক্ত সমর-প্রণালী রুষপক্ষ সম্যক্ অবগত হন। এই স্বদেশদ্রোহী কুটিল-মতি জাপানী এক্ষণে স্বদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক আমেরিকার মোক্সিকোতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে জাপান রণপদ্ধতির পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক চীনযুদ্ধে অবলম্বিত সমর প্রণালী অনুসরণে উদ্যত হইলেন।

মূল রণ-প্রণালী।—জাপানের যে নব-নির্দ্ধারিত রণ-প্রণালী, রুষ-পক্ষ জানিতে পারিয়াছেন, তাহা কি ?

জাপানীরা প্রথম প্রথম স্থির করেন, প্রথম জাপান-বাহিনী সহ জেনারেল কুরোকি, ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কোরিয়ার সমগ্র বাহিনীর অবতরণকার্য্য শেষ হইবে। অতঃপর উক্ত বাহিনী, কোরিয়ার অন্তর্গত আঞ্জুনগর এবং মাঞ্চুরিয়াস্থ আন্টুং

লায়োয়াঙ্গ. কিরিণ হইয়া, ২৯শে তারিখে হারবিন নগরে উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয় বাহিনী সহ জেনারেল ওকু, চেনসাং ও লাজারক বন্দর হইতে যাত্রা করিবেন। এই বাহিনীর ও গন্তব্যস্থান হারবিন নগর। প্রথম বাহিনী যে সময়ে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইবে, এই বাহিনীও ঠিক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইবে। কিরিন নগরে উভয় বাহিনীর সম্মিলন সঙ্ঘটিত হইবে। বরফ দ্বারা গতিরুদ্ধ না হইলে, তৃতীয় বাহিনী সহ জেনারেল ওসাকা পোমেনউলা অথবা পেসিয়েট উপসাগরের মোহানার স্থলে অবতীর্ণ হইবে। ভলাডিভষ্টকের পাহারায় একদল সেনাকে নিযুক্ত রাখিয়া, এই বাহিনী হারবিন নগরে গমন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত বাহনীদ্বয়ের ন্যায় পূর্ব্বনিরূপিত দিবসে তথায় উপস্থিত হইবে। চতুর্থ বাহিনী সহ জেনারেল নোতজু, ফুসান নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়া, কোরিয়ার দক্ষিণ ও মধ্যপ্রদেশ অধিকার করিবে। এই বাহিনীর তিনটি অংশের মধ্যে শেষ অংশ আর্থার বন্দর আক্রমণে নিযুক্ত হইবে। এইরূপে ১৫ই জুনের মধ্যে জাপানী সাধারণ সেনাদলভুক্ত ২,২৫,০০০ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার সৈন্য হারবিন নগরের সমতল ভূমিতে সমবেত হইবে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, জাপানীদিগের এই সমরপ্রণালী কার্য্যে পরিণত হইলে, ২৮শে এপ্রিল তারিখে জাপানীরা লায়োলাঙ্গ অধিকার করিতে পারিত। ঐ সময়ে কুরোপাটকিনের অধীনতায় ত্রিশ হাজারের অধিক সৈন্য ছিল না। সুতরাং জাপানীরা হারবিন নগর অধিকার করিয়া, অনায়াসে উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রুষপক্ষের সামরিক-নেপথ্যে বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিত।

মন্ত্রভেদ। যুদ্ধারম্ভের কিয়ৎকাল পরেই সমগ্র জাপানী বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবর্গ, রুষদিগের কার্য্যকলাপ ও নানারূপ লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদিগের রণমন্ত্রণা রুষপক্ষের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। রুষ-পোত "ভারিয়াগ" এবং "কোরিয়েজ" ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে চেমুলফোর জলপথে অবিরত বিচরণ করিতেছে দেখিয়া, জাপানীরা মন্ত্রভেদের কথা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। কারণ, ঐ সময়ে উক্ত পোতদ্বয়ের রুষ-নৌবাহিনীর সহিত আর্থারবন্দরে অবস্থিতি করিবার কথা ছিল। রুষপক্ষ অবশ্য উক্ত রণপোতদ্বয়ের চেমুলফোর জলপথে অবস্থিতির নানারূপ দুর্ব্বোধ কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীরা যে, প্রথমে চেমুলফো বন্দরে অবতীর্ণ হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা এখন সেন্টপিটার্সবার্গের কর্তৃপক্ষেরও অগোচর ছিল না। কোরিয়া রাজ্য নিরপেক্ষ এবং অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, জাপানীরা সেনাবাহী পোতের সংরক্ষণকল্পে রক্ষীপোত নিযুক্ত করে নাই। কারণ, তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, রুষ-নৌবাহিনী দুইটী সামরিক-নেপথ্যে সমবেত হইয়া জাপানীদিগের আক্রমণ প্রতিরোধে তৎপর হইবে। রুষপক্ষ কিন্তু জাপানীদিগের উদ্দেশ্য বিফল করিবার চেষ্টা করিলেন। রুষপক্ষের দুইখানি পোত চেমুলফো বন্দরে অবস্থিতি করিতেছিল। যদি জাপানীরা সেনাবাহী পোতের রক্ষার্থ নৌ-বাহিনী প্রেরণ করিত, তাহা হইলে রুষপক্ষ কোরিয়ার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া, প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইত। আর সেনাবাহী পোতসমূহের সহিত রণপোতসমূহ না আসিলে, রুষপক্ষ অনায়াসেই উহাদিগকে বিধ্বস্ত

করিয়া ফেলিত। রুষপক্ষ সতর্কভাবে এরূপ কার্য্যপ্রণালীর অবলম্বন করাতে, এড্মিরাল টোগো প্রধান নৌবাহিনী হইতে উরিউর অধীন রণপোতনিচয় বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলেন, এবং নিরপেক্ষ রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত চেমুলফোর পথে শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

রুষপক্ষ যে জাপানীদিগের মন্ত্রভেদে সমর্থ হইয়াছে, জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অন্য নানাবিধ ঘটনা ও রুষপক্ষের কার্য্যকলাপের দ্বারাও তাহা সম্পূর্ণ অবনত হইলেন। চেমুলফোতে অবতরণের পর জাপানীরা যে স্থানে শত্রুপক্ষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল, রুষপক্ষ যেখানে আগ্নেয় যন্ত্রসমূহ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং রেলপথের যে সকল স্থান জাপানীরা আক্রমণ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, ঐ সকল স্থান বিশেষভাবে রক্ষা করিবার জন্য রুষপক্ষ সেনাসমূহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত জাপানীরা স্বপক্ষীয় চর-মুখে অবগত হইয়াছিলেন।

রণপদ্ধতির পরিবর্ত্তন। জাপানীদিগের মন্ত্রণা শত্রুপক্ষ জানিতে পারায় তাঁহারা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। অলৌকিক সাহস প্রকাশ এবং অদ্ভুত কৌশলের অবলম্বন ভিন্ন যে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের আর উপায় নাই, জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু জাপানীরা কালোপযোগী সাহস ও পরাক্রম প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বহুসমর-কৌশল জাপানী-সেনাপতি-চিন্তাপ্রসূত পূর্ব্বসমরপদ্ধতি অবিলম্বে পরিত্যক্ত হইল, এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা চীনের সহিত যুদ্ধকালে যে রণ-পদ্ধতি অবলম্বন

করিয়াছিলেন ও বর্ত্তমান চীনের সহিত যুদ্ধকালে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাঁহারা তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রুষ-বাহিনী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অল্পকাল মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে, জাপানীরা তাঁহাদিগের রণ-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জাপানীদিগের আক্রমণ ও গতিরোধ করিবার যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তদনুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হারবিন নগর জাপানীদিগের উদ্দিষ্ট স্থান বলিয়া, তাহা রক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু রুষপক্ষের এইরূপ সঙ্কল্প ও কার্য্যপ্রণালীর ফল অতি অদ্ভুত হইল। সহসা সমর-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলে পাছে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এই ভয়ে রুষ-সেনাপতিরা পূর্ব্ব-আদেশের কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। কিন্তু এইরূপ কার্য্য-প্রণালীর ফলে জাপানীদিগের হস্তে জেনারেল কুরোপার্টকিনকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, এবং জাপানীদিগের গতিরোধেও তিনি তাদৃশ সমর্থ হন নাই। কাজেই তিনি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সদলবলে অপসৃত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

জাপানীদিগের ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের সমর-প্রণালী যে ঘটনাবশতঃ রুষপক্ষের গোচর হইয়াছিল, উহা তাঁহাদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আর্থার বন্দর অবরোধ।

ইয়ালু-তীরের যুদ্ধে জাপানীদিগের রুষ-বিজয়জনিত বিস্ময় লোকচিত্ত হইতে অপনীত হইতে না হইতে, নীতিনিপুণ অদ্ভুত কর্ম্মা টোগা, আর্থারবন্দর অবরোধ করিলেন। তাঁহার কৌশলে বন্দরের প্রবেশপথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ লইল।

এদিকে স্থলাভিযানের দ্বিতীয় অঙ্ক জগৎকে স্তম্ভিত করিল। যখন প্রথম সেনাসমষ্টি উত্তর কোরিয়ায় ইয়ালু অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে, তখন তাহার সহকারী দ্বিতীয় বিপুল বাহিনী যে, কোথায় ছিল, তাহা ৬ই মে পর্য্যন্ত কেহ জানিতে পারে নাই। ৭ই মের প্রাতঃকালে সেই দ্বিতীয় সৈন্যচমু সহস্র সহস্র চক্ষুষ্মান্ অনুসন্ধিৎসুর নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, আর্থার বন্দরের অনতিদূরে লিয়োটাঙ উপকূলে নিঃশব্দে ও নির্ব্বিঘ্নে অবতরণ করিল। এই সেনাদল স্থলপথে আর্থার বন্দর আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ইহারা পোর্ট আর্থারে রুষ সৈন্যের আগম-নিগম দুই পথ একেবারে রোধ করিল।

এড্‌মিরাল এলেকজিফ এই ঘটনার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভাগ্যক্রমে কার্য্যান্তরে যাওয়ায়, পোর্ট আর্থারে রুদ্ধ হইয়া থাকিবার অবমাননা হইতে রক্ষা পাইলেন। সুপ্রসিদ্ধ দুর্ভেদ্য দুর্গ পোর্ট আর্থার এতদিনে অবরুদ্ধ হইয়া, সম্পূর্ণরূপে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইল। এতদিনে উপস্থিত সংগ্রামে রুষের

সিংহদ্বারের সহিত একটি প্রধান শক্তি-স্তম্ভ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।

প্রথমে জাপানীদিগের চল্লিশখানি জাহাজ বিংশতি সহস্র সৈন্য-সহ আর্থার বন্দরের ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী রুষাধিকৃত পিটসিও নামক স্থানে উপস্থিত হইল। জাপানী সেনা বিনা রক্তপাতে উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া রুষের রেলপথ অধিকার করিল। আর্থারবন্দরের ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী কিনচান নামক স্থানও উহাদের হস্তগত হইল।

২রা মে এই সেনাদল বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিল। যখন তাহারা মধ্যপথে উপস্থিত হইল, তখন প্রবলবেগে ঝড় বহিতে লাগিল, রণপোতনিচয় পদে পদে অগ্রগমনে বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। সেনাপতি আদেশ করিলেন, এখন আর অগ্রসর হইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রবল বাত্যায় সেনাপতির আদেশ কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না। আটখানি ষ্টীমার দ্রুতবেগে আর্থার বন্দর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। তখন রুষপক্ষ অনুসন্ধান আলোকের সাহায্যে জাপানীদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; কিন্তু জাপানী পোতনিচয় উহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ক্রমাগত বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুষ-সৈন্য ষ্টীমারগুলিকে দেখিতে পাইয়া, দুর্গপ্রাকার হইতে ঘন ঘন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ষ্টীমারগুলি বাধাবিঘ্ন সকল অতিক্রম পূর্ব্বক বন্দরের প্রবেশপথে উপনীত হইল। ৩রা মে তারিখের যুদ্ধে আর্থারবন্দর অবরুদ্ধ হইল। ৪ঠা মে জাপানীরা আর্থার বন্দর আক্রমণ পূর্ব্বক আগম-নিগম পথ অবরোধ করিল। এই অবরোধকালে জাপানীরা অসম-সাহসের পরিচয় প্রদান করিল।

৫ই মে রাত্রি তিনটার পর একদল জাপানী সেনা লিয়োটাঙ্গে উপনীত হইয়া সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী শৈল-শৃঙ্গের উপর শত্রুপক্ষের যে প্রহরিগণ অবস্থান করিতেছিল, জাপানীরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। রুষ-সৈন্য জাপনীদিগের ভীষণ অগ্নিবর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে পলায়ন করিল। এই সময়ে কাপ্তেন লোমোটি, একদল নৌ-সেনা সমভিব্যাহারে তীরে অবতীর্ণ হইবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় জাপানের পোতনিচয় তীরে সংলগ্ন হইতে পারিল না। তখন নির্ভীক জাপানী-সেনা আবক্ষজলে নামিয়া, প্রায় এক সহস্র মিটার পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত স্রোতোবেগ সহ্য করিয়া ৭টা ২২ মিনিটের সময় তীরে উপনীভ হইল। মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম না করিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহে জাপানী-সেনাগণ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক তখনই জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিল। রুষ-সৈন্য লিয়োটাঙ্গ উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, হাইচাঙ্গ অভিমুখে পলায়ন করিল। এক্ষণে কর্ম্মতৎপর টোগা, লিয়োটাঙ্গ উপদ্বীপের পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে পিটনি ও কাউচো নামক স্থানদ্বয়ে যুগপৎ সেনাদল অবতারিত করিলেন। এই উভয় স্থানের মধ্যে উপদ্বীপের বিস্তৃতি অধিক নহে। উভয় স্থান হইতেই ডালনী ও আর্থার বন্দর পর্য্যন্ত সুগম পথ আছে। এই দুই স্থানে জাপানসৈন্য অবতীর্ণ হইয়া, রুষের রেলপথ অধিকার পূর্ব্বক দুর্গ আক্রমণ করিল। বহুসংখ্যক জাপানী-সেনা, স্থল ও জলপথে আর্থার বন্দর পরিবেষ্টন করিতে যাত্রা করিল। অবিলম্বে আর্থার দুর্গের সন্নিহিত শৈলশিখর-সমূহ হইতে জাপানের

কামান বজ্রনাদে অগ্নি উদ্গীরণ করিবার উপক্রম করিল ;—টোগার রণপোতশ্রেণী হইতে রক্তবর্ণ লৌহগোলক-বৃষ্টির সূত্রপাত হইল।

ধীর ও বীর জাপানীরা মুখে দম্ভ-প্রকাশ না করিয়া, অস্খলিত সঙ্কল্পে, অপূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে আপনাদিগের কর্ত্তব্য-পথে ক্ষিপ্রগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি মন্ত্রগোপনে, কি শৌর্য্য-প্রদর্শনে, কি বিচিত্র রণকৌশল-বিস্তারে, সকল বিষয়েই জাপানীদিগের অনিন্দনীয় বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। জলে, স্থলে, গিরিশিখরে, হিমাচ্ছন্ন তুষারক্ষেত্রে—জাপানীরা দেশের মঙ্গলার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন একাগ্রতায়—এরূপ প্রাণপণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হইবে কেন? বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারির নৈশ-যুদ্ধে জাপানী নৌ বাহিনীর প্রবল উদ্যম, রুষের আর্থার বন্দরস্থিত নৌ-বাহিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, যুদ্ধ-সূচনা করিয়াছিলেন। তিন মাস পরে ৮ই মে আর্থার বন্দরস্থিত দুর্গের রুষ-সৈন্য, জাপানীদের বিক্রমে ত্রস্ত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, সদলে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। সাধনার এতদপেক্ষা প্রত্যক্ষ সুফল আর কি হইতে পারে?

জেনারেল ষ্টশেল এক্ষণে আর্থার বন্দরের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। এক্ষেত্রে ষ্টশেল বুদ্ধিমান্, বীর এবং কূটতর্কশালী বলিয়া রুষ-সম্রাট কর্ত্তৃক বন্দরদুর্গরক্ষার্থ সেনাপতি-পদে বরিত ও নিয়োজিত। ইনিই এক্ষণে রুষের আর্থার-দুর্গরক্ষার একমাত্র ভরসা—ইহাঁরই উপর এক্ষণে পৃথিবীর নয়ন নিপতিত।

রুষের সৌভাগ্যক্রমে এ দুর্দ্দিনে পোর্ট আর্থারের রক্ষার

ভার বীরচূড়ামণি ষ্টশেলার হস্তে পতিত হইল। যদি ষ্টার্ক প্রভৃতির ন্যায় কোন অসাবধান রুষ-সেনানায়কের হস্তে এ ক্ষেত্রে আর্থার বন্দর রক্ষার ভার অর্পিত হইত, তাহা হইলে জাপানীদের হস্তে অবরুদ্ধ হইবামাত্র, আর্থার বন্দরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। কিন্তু বীরবর ষ্টশেল সে পাত্র নহেন—তিনি বীরবংশসম্ভূত প্রকৃত বীর। জলে, স্থলে আর্থারবন্দর অবরুদ্ধ,—এক দিকে রণদুর্ম্মদ কূটকৌশলী টোগো, রণপোতবলে বন্দরধ্বংসে ব্যাপৃত; অন্যদিকে মহাবীর বিচক্ষণ অকু, অসংখ্য জাপানীসেনা সমভিব্যাহারে আর্থার-দুর্গ বিধ্বস্ত করিতে—সসৈন্যে রুষ-সেনাপতিকে বন্দী করিতে সমুদ্যত। ইহার মধ্যস্থলে বীরবর ষ্টশেল, অগণিত জাপানীসেনার হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে, অধস্তন সেনাগণের রক্ষার্থে, বিশাল রুষসম্রাজ্যের সুনাম রক্ষা করিতে নিযুক্ত! আপন বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া,—বিংশতি সহস্র রুষসৈন্য লইয়া, আজ তিনি পোর্ট-আর্থার রক্ষার্থে উদ্যত!

কিঞ্চাউ ও ন্যানসানের যুদ্ধ।—পোর্ট আর্থার শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে, সেনাপতি ষ্টশেল তাহার চরিদ্দিকে ১৫ ফিট গভীর খাত প্রস্তুত করিলেন। যাহাতে জাপানী সেনা হঠাৎ বন্দরমধ্যে ঝাঁপাইয়া আসিতে না পারে, তিনি তাহার উপায় করিলেন। বন্দরের চারিদিকে পাঁচ ছয় ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে ভীষণ আগ্নেয় যন্ত্রসকল প্রোথিত করিলেন। ইহার পর সুদৃঢ় তারের বেড়া দ্বারা বন্দরের বহুদূর পর্য্যন্ত বেষ্টন করিলেন। এতদ্ব্যতীত পোর্ট আর্থারের নানাস্থানে নানারূপ গুপ্ত-যন্ত্রাদি পাতিয়া রাখিলেন। ষ্টশেল ভাবি-

লেন, এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, জাপানী-সেনা কোনক্রমে বন্দরদুর্গে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু জাপানীরাও সমধিক কৌশলী,—সমধিক বীর। জাপানীদিগকে বলবিক্রমে বা বুদ্ধিকৌশলে অতিক্রম করা রুষের পক্ষে অসম্ভব। বন্দর অবরুদ্ধ হইলেও স্থলের দিকে এখনও অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত ষ্টশেলের আয়ত্তাধীন রহিল। ঐ সকল পার্ব্বতীয় স্থানে, উপত্যকায়, অধিত্যকায়, শিখরে, গিরিশঙ্কটে ষ্টশেলের সহিত জাপান-সেনাপতি অকুর খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অকু প্রথমতঃ খণ্ডযুদ্ধ করিয়া, ষ্টশেলের সেনাবল ক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমধিক সংখ্যক রুষসেনা এইরূপে ক্ষয় হইলে, অকু তাঁহার যাবতীয় সেনা লইয়া, এককালে সিংহবিক্রমে আর্থার বন্দর আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। কয়েক দিবস ধরিয়া এইরূপে খণ্ডযুদ্ধ করিয়া, সেনাপতি অকু অনেকগুলি পার্ব্বত্যস্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে রুষাধিকৃত স্থানগুলি অধিকার করিতে করিতে জাপানী-বাহিনী কিঞ্চাউ নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইল।

কিঞ্চাউ নগর সাগরতীরে অবস্থিত;—পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। ইহার নিকট নানসান্ নামক দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ শোভিত। এই দুইটি স্থান আর্থার বন্দর হইতে অধিক দূরস্থ হইবে না। আর্থার বন্দরের উত্তরাংশে অবস্থিত এই দুইটী স্থান অধিকার করিতে পারিলে, জাপানের পক্ষে তেলেনওয়ান, আর্থার বন্দর প্রভৃতি স্থানগুলি অধিকার করিবার সুবিধা হইবে। ইহা ভাবিয়া জাপান, ঐ দুইটি পার্ব্বত্য স্থান বলপূর্ব্বক

গ্রহণ করিবার জন্য এতদিন উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল। রুষ সেনাপতিও ঐ দুইটী স্থানকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। এই দুইটী স্থানের দুর্গমালা দুর্জ্জেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের উপর বহু দুর্গ নির্ম্মিত। নানসান্ নগরের গিরিদুর্গসমূহ অধিকতর দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য। রুষ-সেনাপতি ষ্টশেল, নানসানের পার্ব্বতীয় দুর্গসমূহ নানারূপ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিলেন;—শতাধিক কামান দ্বারা এই পর্ব্বতটি শোভিত করিলেন। পর্ব্বতটি স্বভাবতঃ দুরারোহ। সমতল ভূমি হইতে যেন ঠিক সোজা হইয়াই দুই হাজার ফিট উচ্চে এই পর্ব্বত উঠিয়াছে। পর্ব্বতের সম্মুখভাগ দিয়া কোন মানবই এ পর্ব্বতে উঠিতে সহজে সক্ষম নহে। সেই পর্ব্বতের শিরোদেশে দশহাজার ভীমকায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রুষ-সেনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, জাপান-সেনার অপেক্ষা করিতেছিল।—

———"রক্ষঃ শত শত ;
যক্ষপতি-ত্রাসবলে ভীম অস্ত্রপাণি
রক্ষিছে নগরদ্বার ; শৃঙ্গধর সম
এ পুরঃ প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে।"

মেঘনাদবধ।

সেই পর্ব্বত হইতে এককালে যদি একশত তোপ দাগিতে থাকে, আর দশ হাজার পদাতি সৈন্য যদি অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতে থাকে,—তাহা হইলে কার সাধ্য সে উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিতে পারে? শুধু তাহাই নহে, পর্ব্বতের চারিদিক সুদৃঢ় লৌহতারের বেড়াদ্বারা বেষ্টিত। কোথাও লম্বা লম্বা—কোথাও

ছোট ছোট লোহার খুঁটি প্রোথিত। খুঁটিতে খুঁটিতে তার দিয়া জড়ানো। এরূপ তারে বাঁধা একসারি খুঁটি নহে,—সারি সারি থাক্ থাক্ এইরূপ তার জড়ান খুঁটি, পর্ব্বতের সম্মুখভাগে সুন্দর বিস্তৃত। হঠাৎ যে জাপান-সেনা দৌড়িয়া গিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিবার চেষ্টা করিবে, তাহার উপায় রুষ-সেনাপতি কিছুমাত্র রাখেন নাই। দৌড়িয়া আসিলেই জাপান সেনা প্রথমতঃ তারের বেড়ায় আটক পড়িবে। তরবারির দ্বারা তার না কাটিলে, বেড়া ভেদ করিয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তার কাটিবার সময় কৈ? জাপান-সেনা তার কাটিতে যেমন আরম্ভ করিবে, রুষ অমনি পর্ব্বত হইতে গোলা ছুড়িয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে থাকিবে। শুধু একবার তার কাটিলেই পথ পরিষ্কার হইবে না। তার কাটিয়া খানিক দৌড়িয়া গেলেই আবার সেইরূপ তারের বেড়া, তারপর আবার তারের বেড়া। এইরূপ বার বার তারের বেড়া কাটিয়া, পর্ব্বতের উপর উঠা অসম্ভব নহে কি? পাঠকের মনে থাকে যেন, ওদিকে দশ হাজার রুষসেনা এবং শতাধিক কামান,—পর্ব্বতের উপর প্রস্তুত। তারের বেড়া না থাকিলেও, কেবল মাত্র দৌড়িয়া আসিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিবার চেষ্টা করাও এক্ষেত্রে বিড়ম্বনামাত্র। আবার এদিকে পর্ব্বতটীও দুরারোহ। সুতরাং এত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বতের উপর উঠিয়া রুষকে বিতাড়িত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব! কিন্তু জাপান এক্ষণে অসম্ভব সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত।

কেবল ইহাই নহে, আরও অনেক বাধা বিঘ্ন ছিল। যদিই

কোন গতিকে তারের বেড়া কাটিয়া,—রুষের গোলাগুলি উপেক্ষা করিয়া, জাপান-সেনা পর্ব্বতের পাদমূলে আসিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও জাপানের নিস্তার নাই। পর্ব্বতের ঠিক নিম্নদেশে গর্ত্ত খুঁড়িয়া, দাহমান ভীষণ আগ্নেয় যন্ত্রসমূহ প্রোথিত হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক তারের দ্বারা সেই যন্ত্র সকল সংলগ্ন ছিল। সেইখানে জাপান-সেনা যেমন পঁহুছিবে, অমনি বৈদ্যুতিক তার নাড়িয়া দেওয়া হইবে। আর যাবতীয় জাপান-সেনা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, খণ্ড খণ্ড হইয়া, দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া, উড়িয়া, প্রমথিত হইয়া—এককালে সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

পাছে দূর হইতে জাপানের গোলা আসিয়া পর্ব্বতের উপরস্থিত রুষ-সেনার উপর পতিত হয়, সেই জন্য রুষ-সেনাপতি পর্ব্বতের উপর সারি সারি থাক্ থাক্ গর্ত্ত খনন করিয়াছিলেন। সেই গর্ত্তের ভিতর রুষ-সেনাদল লুক্কায়িত হইয়া, যাহাতে স্বচ্ছন্দে গোলাগুলি চালাইতে সক্ষম হইতে পারে, সেইরূপ বহুসংখ্যক ফোকর রাখা হইয়াছিল। এই ফাঁক দিয়া রুষসেনা গোলাগুলি চালাইতে পারিবে, কিন্তু জাপানের গোলাগুলির একটীও আসিয়া রুষসেনার গায়ে লাগিবে না। সেনাপতি ষ্টশেল এ স্থানটি এরূপ কৌশলে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু জাপানকে কিঞ্চাউ এবং নানসান্ এই দুইটি স্থান অধিকার করিতেই হইবে। অন্যথায় আর্থার বন্দর অধিকার করা সহজ হইবে না। প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জাপান একবার কিঞ্চাউ নগর সামান্যভাবে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে এক শত চল্লিশ জন রুষসেনা এবং একশত ষাট জন জাপানসেনা

হত হয়। জাপান বিতাড়িত হয়। কিন্তু এ যুদ্ধ জাপানের প্রকৃত যুদ্ধ নহে; বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিবার জন্য,—এই স্থানে রুষের বলবুদ্ধি বুঝিবার জন্য,—জাপান তখন আসিয়াছিলেন।

এবার জাপান প্রকৃত সমরায়োজন করিলেন। তিনদল জাপান-সেনা সমবেত হইল। জাপানের এক এক দলে দশ হাজার বার হাজার করিয়া সেনা থাকে। প্রায় চল্লিশ হাজার জাপান-সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। জাপান-সেনাপতি অকু এই সেনাদলের অধিনায়ক হইলেন।

২৬শে মে বৃহস্পতিবার, গভীর নিশীথকাল, শুক্লপক্ষ। ত্রয়োদশীর রাত্রি, একটা বাজিল। মাঞ্চুরিয়ার কিঞ্চাউ প্রদেশ এ সময় ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী হইলেও ভারতবর্ষ হইতে সাত হাজার মাইল দূরবর্ত্তী এসিয়ার প্রাচ্য-ভূমি এখন নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পৃথিবী নীরব, সেনাদলের শব্দমাত্র নাই,—অস্ত্রসমূহের ঝন্‌ঝনা-ধ্বনি নাই। এই গভীর নিশীথে জাপান-সেনাপতি অকু বীরবিক্রমে কিঞ্চাউ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি ষ্টশেলও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমে ঘোর অন্ধকারে কামানে কামানে যুদ্ধ চলিল। জাপানী গোলন্দাজগণ এই যুদ্ধে তাহাদের নব আবিষ্কৃত ভীষণ সীমোজ গোলা ছুড়িতে লাগিল। জাপানী-গোলায় কিঞ্চাউ পর্ব্বতস্থ রুষ-সেনাপতি বিব্রত হইলেন। তত্রাচ তিনি তিন চারি ঘণ্টা প্রবলবেগে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু প্রত্যূষে পাঁচটা ত্রিশ মিনিটের সময়, কিঞ্চাউ পর্ব্বত জাপানের হস্তে তুলিয়া দিয়া নান্‌সানে আসিলেন।

কিঞ্চাউ অধিকারের পর, জপানী-সেনা নান্‌সান্‌ পর্ব্বত আক্রমণ করিলেন। এ পর্ব্বতটি কিরূপভাবে রক্ষিত, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া হঠাৎ রুষের কামান নিরস্ত হইল। নান্‌সান্‌ আক্রমণকালে সেনাপতি অকু, আপন সেনাদলকে তিনদলে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দলে প্রায় দশ হাজার করিয়া সেনা ছিল। একদল সেনা নান্‌সান্‌ পর্ব্বতের ডাহিনে, একদল মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিল। রুষের গোলা নিরস্ত হইবামাত্র জাপান-সেনাপতি অকু, মধ্যস্থলস্থিত সেই দশ হাজার সেনাকে ঐ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া রুষ-সেনাদলকে আক্রমণার্থ আদেশ দিলেন। প্রাণের মায়া না করিয়া সেই দশ হাজার সেনা দৌড়িল ;—তারের বেড়া কাটিয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। এমন সময় পুনরায় পর্ব্বত হইতে রুষের গোলা আসিয়া জাপান-সেনার উপর পড়িতে লাগিল। সমগ্র রুষসেনা এই সময় বন্দুকদ্বারা অব্যর্থলক্ষ্যে জাপান সেনার উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। জাপান-সেনা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইল, বহু সেনা ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃতদেহের উপর মৃতদেহ পতিত হইতে লাগিল। তথাচ জাপান-সেনা রণে পরাঙ্মুখ হইল না। তারের বেড়া কাটিয়া, অবশিষ্ট সেনাগণ ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। পর্ব্বতের উপর পৌঁছিতে জাপান-সেনার আর আট শত হাত মাত্র বাকি রহিল। সেই সময় শ্রাবণের বারিধারার মত রুষপক্ষ হইতে এত অধিক গোলাগুলি বর্ষণ হইতে লাগিল যে, সম্মুখভাগস্থ একটী জাপান-সেনাও জীবিত থাকিতে পারিল না। পর্ব্বতগাত্রে মৃতদেহের স্তূপ হইতে লাগিল। বেলা

১২টা পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিল। এদিকে ডাহিনদিকে যে জাপান-সেনাদল ছিল, তাহার অধিকাংশকে পরিবেষ্টন করিয়া রুষ-সেনাদল সংহার করিতে উদ্যত হইল। অবিরাম যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আর জাপানের সেনাদল ক্রমশঃই ক্ষয় পাইতে লাগিল। অকু তখন প্রমাদ গণিলেন। কামান সমূহ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, এ কি কথা? জাপান-সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইবে? জাপানের এত গৌরব, এত যশঃ এককালে বিলুপ্ত হইবে? না না, তাহা কখনই হইবে না। তৎক্ষণাৎ তিনি সেনাগণকে আবার নবীন উৎসাহ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ভগ্নোদ্যম জাপান-সেনা আবার সাহসে বুক বাঁধিল,—আবার তাহারা বীরদম্ভে শত্রুর দিকে ছুটিল,—আবার জাপানের কামান চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া লৌহগোলক উদ্গীরণ করিতে লাগিল।

সেই তিনদল সেনা তখন একত্রিত হইয়া মার্ মার্ রবে প্রচণ্ডবেগে নান্সান্ পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইল। যে গোলাসমূহ অবশিষ্ট ছিল, পুনরায় তাহা কামানের মুখে দিয়া জাপান-সেনাপতি অতীব ভীষণ ভাবে পর্ব্বতের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় জাপান-নৌ-সেনাপতি টোগা, কিঞ্চাউ উপসাগরের রণতরী-দলসহ উপনীত হইলেন। তিনি রণপোতশ্রেণী হইতে নান্সান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে রুষের বহু সৈন্য একত্র হইয়া জাপানের উপর গুলিবর্ষণ করিতেছিল। টোগার গোলাবর্ষণে সেই রুষ-

সেনাদল বায়ু-বিতাড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় পর্ব্বতের উপর পড়িতে লাগিল। রুষ-সেনাপতি ষ্টশেল, এই আকস্মিক বিপদে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এদিকে জাপানের সিমোজ গোলার প্রভাবে তারের বেড়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইল। নব-নির্ম্মিত প্রাচীর বিধ্বস্ত হইল, জাপান-সেনার অগ্রগমনের নিমিত্ত পর্ব্বতোপরি একটী সুপ্রশস্ত পথও প্রস্তুত হইল। পর্ব্বতের উপর পূর্ব্ব অংশে—যেখানে এড্‌মিরাল টোগার গোলাবর্ষণে রুষসেনাদল ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইতেছিল, প্রায় দশ হাজার জাপান-সেনা সেই পূর্ব্বদিক আক্রমণ করিল।

রুষসেনা জাপানের সে প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে পারিল না। দলে দলে রুষ-সেনা ভূপতিত হইতে লাগিল। নান্‌সান্ পর্ব্বতে শোণিতের স্রোত বহিতে লাগিল। রুষ-সেনাপতি ষ্টশেল উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি তখন শেষের সেই ভীষণ উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেন। পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে দাহ্যমান আগ্নেয় যন্ত্র প্রোথিত ছিল; বৈদ্যুতিক তার দ্বারা সে যন্ত্র সংযুক্ত ছিল। ষ্টশেল সেই বৈদ্যুতিক কলে, সে যন্ত্রের তার সংযোগ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু রুষের দুরদৃষ্ট বশতঃ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আবার জাপানের উপর নিপতিত হইল।

পর্ব্বতের উপর উঠিবার সময় জাপান-সেনাধ্যক্ষগণ জানিতে পারিলেন যে, মৃত্তিকানিম্নে আগ্নেয় যন্ত্রসমূহ তার দ্বারা সংলগ্ন হইয়া প্রোথিত আছে। অমনি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা তার কাটিয়া দিলেন। এদিকে রুষ-সেনাপতি সেই তার সংযোগ করিতে

গিয়া দেখিলেন, তার নাই—পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তখন রুষ-সেনামধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তাহাদের শেষ আশাটীও এককালে বিলুপ্ত হইল।

ইতিমধ্যে সমগ্র জাপান-সেনা পর্ব্বতোপরি উঠিয়া পড়িল। তত্রাচ রুষ-সেনাপতি রণে ভঙ্গ দিলেন না। রুষ-সেনাগণ পর্ব্বতস্থ বিবর হইতে সমানভাবে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এবার পরস্পর হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুসংখ্যক জাপানী সেনা সেই সুরক্ষিত বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রস্থ রুষ-সেনাগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। রুষসেনাদলও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু আর তাহারা সেক্ষেত্রে স্থির থাকিতে পারিল না। একদিকে দশ সহস্র ভয়ার্ত্ত রুষসেনা, অন্যদিকে বিংশতি সহস্র বিজয়ী জাপানী সেনা। রুষ-সেনাপতির ইঙ্গিতে, রুষসেনাদল এইবার পলাইল। জাপান, রুষের ৬৮টী কামান, দশটী ম্যাক্সিম্ কামান এবং কতকগুলি বন্দুক—যুদ্ধজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

সেই ২৭শে মে তারিখের রাত্রে বিজয়ী জাপান-সেনাগণ সহস্র সহস্র মৃতদেহ-পরিবেষ্টিত হইয়া, পর্ব্বতের উপর শয়ন করিল এবং জয়সঙ্গীত করিতে করিতে সুখনিদ্রায় অভিভূত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

টেলস্থ, টাসিচিয়াও, টেমুচঙ্গ, জস্থুলিন্জু, ইয়ান্জুলিং ও হাইচাঙ্গের যুদ্ধ।

কিঞ্চাউ নগর জাপানের হস্তগত হইলে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সকলে ভাবিতে লাগিল, এইবার পোর্ট আর্থারের পতন হইবে—সঙ্গে সঙ্গে বুঝি রুষিয়ার গৌরব-ভাস্কর অস্তমিত হইবে।

জেনারেল কুরোপাটকিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কোথায় তিনি পোর্ট আর্থার মুক্ত করিবেন, নববলে বন্দরদুর্গ আরও সুদৃঢ় করিবেন, না, আজ তাঁহাকে জাপানী-সেনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, পশ্চাৎপদ হইতে হইতেছে;—আর্থার বন্দরের উদ্ধারাশায় জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মরক্ষায় সমধিক যত্ন প্রকাশ করিতে হইতেছে।

কিঞ্চাউ ও নান্সান্ দুর্গ জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিনের উদ্বেগ ও আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইল। আর্থার বন্দরের পরিণাম ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন। যাহাতে জাপান-সেনা বন্দরদুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি ষ্টকেলবার্গ নামক জনৈক সেনানীর নেতৃত্বে পঞ্চাশৎ সহস্র সেনা বন্দর উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি অকু, এই সংবাদ অবগত হইয়া আর্থার বন্দরে নবাগত জাপানী-সেনাপতি নগীর হস্তে দুর্গ-আক্রমণের ভার দিয়া, ষ্টকেলবার্গের বিরুদ্ধে লক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন্।

ওয়াফাঙ্গকাউ নামক স্থানে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রুষসেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

ষ্টকেলবার্গ, ওয়াফাঙ্গকাউয়ের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি নিরাপদ হইতে পারিলেন না। সুদক্ষ জাপান-সেনাপতি অকু, অবিলম্বে তাঁহার পলায়ন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। টেলুস্যু নামক স্থানে অনতিদূরে শৈলসঙ্কুল প্রদেশে উভয় দলের পুনর্ব্বার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল।

১৫ই জুন জাপানী সেনার দক্ষিণ ও মধ্যভাগ রজনীযোগে অগ্রসর হইয়া, ব্যূহরচনাপূর্ব্বক শত্রুসৈন্যদলকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল। ক্রমে যুদ্ধ ভীষণ হইয়া দাঁড়াইল। বজ্রনাদে কামানসমূহ মুহুর্মুহুঃ কালানল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর জাপান-বাহিনীর মধ্যভাগ শত্রুদলের সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বামপার্শ্বের পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যগণ এই সময়ে কুচু হইতে যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া প্রধান সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। তখন উভয় সেনাদল সম্মিলিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষবিক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে দুরারোহ পর্ব্বতমালা তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু জাপান-সেনা শত্রুপক্ষের ভীম অগ্নিবর্ষণ তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। পর্ব্বত জাপানী-সেনার অধিকৃত হইল।

কিন্তু তথাপি রুষ সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। বিপুল বিক্রমে তাহারা জাপানী সেনার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা

করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। বেলা ৫টার সময় রুষসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জাপানীরা পলায়নপর রুষ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল বন্ধুর পথে পদে পদে তাহারা বাধা পাইতে লাগিল। অবশেষে অনুসরণের আশা তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইল। এই যুদ্ধে রুষের দুই সহস্রেরও অধিক সৈন্য হতাহত হইল এবং কতকগুলি কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র জাপান-সেনাপতি প্রাপ্ত হইলেন।

কিঞ্চাউ, নান্‌সান্‌ এবং ওয়াফাঙ্গকাউয়ের যুদ্ধে জাপানীরা যে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, টেল্‌সুর যুদ্ধে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইল।

জেনারেল অকু যেরূপ বিচক্ষণ ও সমরদক্ষ, সৈনিকদিগের চরিত্র-পরিজ্ঞানেও সেইরূপ সুনিপুণ। তাঁহার সেনা-পরিচালন-কৌশলে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর সৈনিকেরাও সমরক্ষেত্রে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। তিনি এক্ষণে ওয়াফাঙ্গকাউ হইতে কুচাউ পর্য্যন্ত সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন। অন্যদিকে জেনারেল কুরোকি এবং জেনারেল নোউজু হাইচাঙ্গে সেনা সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

এবার রুষ-জেনারেল কুরোপাটকিন চিরদিনের মত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এইস্থানে জাপানসেনার সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, জুলাই মাসে জাপানীদিগের সহিত বল-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন। এখন তাঁহার নিরূপিত যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু সূচনাতেই ষ্টকেলবার্গের অধীন সেনাদল,

জাপানীদিগের হস্তে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে, কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার বলহানি ঘটিল।

জলযুদ্ধের ন্যায় স্থলযুদ্ধেও জাপানীরা উপর্য্যুপরি জয়লাভ করিতে লাগিল। দুর্গের পর দুর্গ তাহাদের হস্তগত হইতে লাগিল। সংগ্রামের স্রোত প্রত্যহ যেরূপ বেগ সঞ্চয় করিয়া প্রবহমান হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে লক্ষ সৈন্যের অধিপতি জেনারেল কুরোপাটকিনকে পর্য্যন্ত শঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

একদল জাপানীসেনা কাইপিং অধিকার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, আর এক বিপুল বাহিনী—মটায়েনগিং গিরি-সঙ্কট হইতে লায়োয়াঙ্গ অভিমুখে দ্রুতবেগে অভিযান আরম্ভ করিল। তৃতীয় জাপানী-সেনাদল, রুষীয় রণরঙ্গভূমির নেপথ্য-দেশ হাইচঙ্গ আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। বিজয়োল্লাসে প্রফুল্ল জাপানী সেনা, জেনারেল কুরোপাটকিনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে করিতে এইরূপে ধাবিত হইল। কুরো-পাটকিনের অবস্থা বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। জাপান-সেনার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া, তিনি একলক্ষ সৈন্য-সহ হাইচঙ্গে প্রধান শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার নিজের অবস্থাই বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। বিপুল জাপানী বাহিনী হাইচঙ্গ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তিনদিক দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগের সিংহনাদ শ্রবণে রুষসৈন্য মহা ভীত হইয়া পড়িল। কুরোপাটকিন মনে করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং জাপানী-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে জাপানী-সৈন্য তাঁহাকেই আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল।

নানৃসান্-যুদ্ধে জাপানীরা যেরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও বিস্ময়কর রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষরূপ সুরক্ষিত দুর্গ ও অসীম শক্তিশালী সেনাবলের সাহায্য ব্যতীত তাহাদের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিল। সুতরাং পলায়ন ব্যতীত আত্ম-রক্ষার তাঁহার আর উপায় রহিল না। তাই তিনি পূর্ব্বাহ্নেই পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

জাপানীদিগের সেনা-পরিচালন-কার্য্যে দূরদর্শিতা, স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু রুষসৈন্যের বর্ত্তমান অবস্থা প্রকৃত সমর-নীতির পরিচায়ক নহে। অল্প-পরিসর স্থানমধ্যে প্রভূত সেনা-সন্নিবেশ রুষদিগের একটি মজ্জাগত দোষ। এক্ষেত্রেও সে দোষ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই পরিশ্রান্ত সৈন্যদল লইয়া, কুরোপাটকিন বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন। প্লেভ্‌নার যুদ্ধে মধ্য এসিয়ার সমরক্ষেত্রে যিনি শত্রু-সেনাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিয়া স্বদেশে অশেষ প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, আজ খর্ব্বাকৃতি জাপানীদিগের রণ-চাতুর্য্যে তিনি ব্যাকুল ও বিচলিতচিত্ত হইলেন। তিনি এক্ষণে পলায়ন করিবেন, কি যুদ্ধ করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু চিন্তারই বা অবসর কোথায়? পর্ব্বতশিখরচ্যুত জল-প্রপাতের ন্যায় ভীমবেগে বলদৃপ্ত জাপানী-সেনা তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে;—তাঁহার এক্ষণে ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত।

কিন্তু সমরে জয়লাভের আশা অতি অল্প। এদিকে পরিশ্রান্ত ভয়ার্ত্ত রুষ-সেনা অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত; অন্যদিকে অগণিত জাপান-বাহিনী আপনাদিগের বীরনাম

গৌরব রক্ষা করিবার জন্য হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু রণচণ্ডিকার চরণতলে উৎসর্গ করিতে সমুদ্যত। কুরোপাটকিন এই উন্মত্ত বাহিনীর গতিরোধ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিলেন; সুতরাং তিনি অগত্যা পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না।

২৪শে জুলাই জাপানীরা টা সচিয়াও নামক স্থানে কুরোপাটকিনকে আক্রমণ করিল। রুষসৈন্য পরিখা ও প্রাকার দ্বারা টাসিচিয়াও অতীব সুদৃঢ় করিয়াছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া তাহারা অবস্থান করিতেছিল। রুষপক্ষে ন্যূনকল্পে এক শত কামান ছিল। সন্ধ্যাকালে রুষসৈন্য যেস্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহা জাপানীদিগের অগ্নিবর্ষণের পক্ষে অনুকূল না হওয়ায়, জাপানী গোলন্দাজসৈন্য রুষপক্ষের আশানুরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। রাত্রি দশটার সময় জাপানীরা ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া, রুষসেনার আশ্রয়স্থান অধিকার করিল। তত্রাচ রুষসেনা রণে ভঙ্গ দিল না। তাহারা অসীম বীরত্বের সহিত শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাত্রিকালে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষের শত শত সেনা রণস্থলে পতিত হইতে লাগিল। জাপানীরা উপর্য্যুপরি রুষ-সেনাদলকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সমস্ত রজনী রুষসেনা জাপানীদের আক্রমণ সহ্য করিল;—কিন্তু প্রভাতে আর তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না—জাপানী সেনার ভীমবিক্রমে প্রভাতে তাহারা পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের তিন সহস্র লোক হতাহত হইল।

টাসি‘চিয়াওর যুদ্ধে কুরোপাটকিন বহুকষ্টে জাপানীদিগের হস্তে ধরা পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য সম্মুখসমরে নিহত হওয়ায়, তিনি প্রাণ লইয়া টাসিচিয়াও, ইস্কৌ, নিউচোয়াঙ্গ, হাইচঙ্গ প্রভৃতি স্থান পরিত্যাগ করিয়া মাঞ্চুরিয়ার উত্তর কোণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে জাপানীরাও নিরস্ত রহিল না। রুষ-পরিত্যক্ত প্রদেশসমূহ অধিকার করিতে করিতে লায়োয়াঙ্গ অভিমুখে ধাবিত হইল। এই সময় টাসিচিয়াও এবং লায়োয়াঙ্গের মধ্যবর্ত্তী হাইচঙ্গ প্রদেশে রুষ-জাপানে অনেকগুলি যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

৩০শে জুলাই জাপানীরা রুষসৈন্যের অধিকৃত সুদৃঢ় আশ্রয়-স্থান টেমুচঙ্গ আক্রমণ করিল। টেমুচঙ্গ, হাইচঙ্গের পনর মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। জেনারেল এলেক্‌জিফের অধীনতায় দুইদল পদাতিক ও সাতদল গোলন্দাজ সৈন্য ভীষণবেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। প্রায় সার্দ্ধেক সহস্র সৈন্যসহ রণচণ্ডীর পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করিয়া এলেক্‌জিফ্ হায়াবন অভিমুখে পলায়ন করিলেন। জাপানীরা রুষের ছয়টী কামান অধিকার ও অনেকগুলি সেনাকে বন্দী করিল।

৩১শে জুলাই প্রাতঃকালে জুসুলিনজু ও ইয়ানজুলিং প্রদেশে রুষ-জাপানে আর একটী যুদ্ধ হইল। সূর্য্যাস্তের মধ্যেই জাপানীরা রুষসৈন্যের উভয় পার্শ্বস্থিত-সেনাদলকে যুদ্ধে পরাজিত করিল। কিন্তু জাপানী-সেনাদলের অল্পতা নিবন্ধন তাহারা রুষ-সেনাদলকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। উষাগমে জাপানীরা পুনরায় রুষ-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। রুষেরা সাধ্যমত যুদ্ধ

করিয়াও, আশ্রয়স্থান রক্ষা করিতে না পারিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় জুস্যুলিনজু পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ইয়ানজুলিং নামক স্থানেও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জাপানীরা রুষাধিকৃত অধিকাংশ আশ্রয়স্থান অধিকার করিল; কিন্তু রুষ-সেনার একাংশ ভীম-বিক্রমে তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল। জাপানীরা রণসজ্জায় সমস্ত রজনী রণক্ষেত্রে অতিবাহিত করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বেলা ৮টার সময় সমুদায় আশ্রয়স্থানগুলি জাপানী সেনার অধিকৃত হইল। রুষসৈন্য টাংহোয়েন অভিমুখে পলায়ন করিল।

এই যুদ্ধে জাপানের নয়শত সৈন্য ও চল্লিশজন সামরিক কর্ম্মচারী হতাহত হইল। রুষপক্ষে প্রায় দুইসহস্র সেনা হতাহত এবং আটজন সামরিক কর্ম্মচারী ও একশত চল্লিশজন সৈনিক জাপানীদিগের হস্তে বন্দী হইল। এতদ্ব্যতীত দুইটি ফিল্ড্ কামান, বহুসংখ্যক রাইফেল বন্দুক, তাম্বু ও গোলাগুলি জাপানীদিগের হস্তে পতিত হইল।

৩১শে জুলাই জুস্যুলিন্জু যুদ্ধের পর যুদ্ধস্থলের পাঁচ মাইল দক্ষিণে পয়েনলিং নামক স্থানে জাপানী সেনা পলায়নপর তিনদল রুষসৈন্যকে আক্রমণ করিল। তাহাদিগের নিকট ৪টী কামান ছিল। জাপানীরা দূর হইতে তাহাদিগের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এ যুদ্ধেও জাপানীরা জয়ী হইল। রুষ সেবকসম্প্রদায় সেবাসমিতির চিহ্নিত পতাকা উড়াইয়া আহত সৈন্যদিগকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৩১শে জুলাই রুষ-জাপানে হাইচঙ্গ প্রদেশে আর একটি

ভীষণ সংঘর্ষ হইল। জাপান সেনাপতি ঘোরতর যুদ্ধের পর রুষসেনাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার সহযোগী বীরবর কুরোকি প্রচণ্ডবেগে রুষবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। রুষ-সেনা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না; পলায়ন করিল। এই ভীষণ যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে, জেনারেল কুরোকি, রুষ-সেনাপতি সাকারফের সেনাদলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রুষ-সেনা, কুরোকি পরিচালিত জাপানী-সেনার দ্বারা অনুসৃত হইয়া, ক্রমাগত পলায়ন করিতে লাগিল। রুষপক্ষ, লায়োয়াঙ্গের দক্ষিণবর্ত্তী চৌচান নামক দুর্গম স্থানে অবস্থিতি করিয়াও কুরোকির সেনাদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সাহসী হইল না। উহারা একেবারে জেনারেল কুরোপাটকিনের সেনাদলের সহিত মিলিত হইল।

এইরূপে আন্‌টং হইতে লায়োয়াঙ্গ পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেনাপতি কুরোপাটকিন এক্ষণে লায়োয়াঙ্গে সেনানিবেশ পূর্ব্বক জাপান-সেনার সহিত পুনর্ব্বার বলপরীক্ষায় সমুদ্যত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

লায়োয়াঙ্গের যুদ্ধ।

এতদিন রুষ-জাপানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কি স্থলে, কি জলে, কোথাও রুষের সম্যক্ বিজয়লাভ হইল না। দুই একটি খণ্ডযুদ্ধে রুষ জয়ী হইলেও জাপানের তাহাতে কোন

ক্ষতি হইল না, রুষেরও কোন লাভ হইল না। এই কয়েক মাস মধ্যে স্থলে পাঁচটি ভীষণ সমর বাধে।

প্রথম ভীষণ যুদ্ধ ইয়ালুনদীর তীরে। রুষ-সেনাপতি কুরোপাটাকিন, জাপানীদিগকে অপদার্থ জ্ঞান করিয়া, পঁচিশ হাজার সৈন্যসহ ৪৫ হাজার জাপানী-সেনার আক্রমণ প্রতিরোধার্থ সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার অবিবেচনার ফলে এই যুদ্ধে রুষ পরাজিত, বিতাড়িত এবং ছত্রভঙ্গ হয় ও জাপানের উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় ভীষণ যুদ্ধ—কিঞ্চাউ এবং নান্‌সান্ পর্ব্বতে। এই স্থান রুষের একটি বিষম ঘাটি। এই স্থানটি দুই ক্রোশ বিস্তৃত—দুই ধারেই সমুদ্র। এই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া রেলপথ আর্থারবন্দরে গিয়াছে। এই স্থানটি রক্ষা কুরোপাটকিনের কর্ত্তব্য ছিল। কিঞ্চাউ-যোজক হাতে থাকলে আর্থার বন্দরে সাহায্য পাঠান সহজ হইত। জাপান-সেনাপতি অকু, প্রায় ৩৫ হাজার সেনা লইয়া এই গিরিদুর্গ আক্রমণ করেন। রুষ-সেনাপতি ষ্টশেল দশ হাজার সেনা লইয়া ইহা রক্ষা করেন। দশ হাজার রুষ-সেনার পরিবর্ত্তে অন্তত ২৫ হাজার রুষসেনার দ্বারা এই স্থান যদি সুরক্ষিত হইত, তাহা হইলেও রুষের জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গর্ব্বিত রুষ-সেনাপতি দশ হাজার সেনাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পাঠক! দেখুন, এস্থলেও রুষের অবিবেচনার ফল ফলিল। ভীষণ সমরে ষ্টশেল, কিঞ্চাউ হইতে বিতাড়িত হইলেন,—সঙ্গে সঙ্গে ডালনী বন্দরের পতন ঘটিল এবং আর্থার বন্দর সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইল।

তৃতীয় ভীষণ যুদ্ধ—ওয়াফাংকৌ নগরে। সেনাপতি

কুরোপাটকিনের আদেশে জেনারেল ষ্টকেলবার্গের নেতৃত্বে ৫০ হাজার রুষ-সৈন্য আর্থার বন্দর উদ্ধারার্থ যাইতেছিল। মধ্য-পথে জাপানসেনা ইহাদিগকে আটক করিল। রুষসেনা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, পরাজিত এবং লণ্ডভণ্ড হইল। এমন কি, সমগ্র রুষ-সেনার এই স্থানে সমূলে নির্ম্মূল অথবা এককালে বন্দী হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। অকু, একলক্ষ সেনা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে ৫০ হাজার সেনা পাঠান কুরোপাটকিনের যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এখানেও সেই গর্ব্ব, রুষের পরাজয় ঘটাইল।

চতুর্থ ভীষণ যুদ্ধ—কাইপিং নগরে। এই যুদ্ধে রুষ-পক্ষে বাইশ হাজার ও জাপানপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সেনা ছিল। কাইপিং রুষের একটি উৎকৃষ্ট ঘাটি। এই নগরের মধ্য দিয়া রেল-পথ গিয়াছে। এখানে একটি রেলষ্টেশন আছে। এই স্থান দিয়া নিউচোয়াং বন্দরে যাইবার রাস্তা। স্বয়ং কুরোপাটকিন এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। চারিদিনকাল অবিরত যুদ্ধ এবং রণ-কৌশল দেখাইয়া জাপান সেনাপতি অকু, ৯ই জুলাই সন্ধ্যাকালে সম্পূর্ণরূপে কাইপিং অধিকার করেন। কাইপিং-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রুষ-সেনা হাইচঙ্গ প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পঞ্চম ভীষণ যুদ্ধ—হাইচঙ্গ প্রদেশে। এই প্রদেশে রুষের তিন চারিটি ভীষণ যুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধে রুষ সেনা পরাস্ত হয়। পরিশেষে ৩১শে জুলাইয়ের যুদ্ধে সেনাপতি ম্যাকারফ হাই-চঙ্গের "সাড়ল্-হিল" নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, সদলে লায়োয়াঙ্গে কুরোপাটকিনের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হন।

এক্ষণে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন, সসৈন্যে লায়োয়াঙ্গে সুদৃঢ় ছাউনি করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে সহযোগী সেনাপতিগণ সসৈন্যে লায়োয়াঙ্গের প্রধান সেনানিবেশে আসিতে লাগিলেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র নূতন সৈন্য কুরোপাটকিনের সেনাদলের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। কুরোপাটকিন এক্ষণে নববলে বলীয়ান্—সতেজে দণ্ডায়মান। জাপানের হস্তে পরাজয়ে তাঁহার যে গৌরবান্বিত মস্তক পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমায় চিত্রিত হইয়াছিল, আজ তিনি সমগ্র জাপান-সেনার শোণিতে সে কালিমা বিধৌত করিতে সমুৎসুক!

এদিকে জাপান সেনাপতিগণ আপন লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, আপন মনে আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। জাপানের তিনজন সেনাপতি তিনদল সেনাভার লইয়া, তিনদিক দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথম সেনাদলের অধ্যক্ষ,—কুরোকি,– দ্বিতীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ অকু, তৃতীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ নউজু। এই তিনজনই অদ্ভুতকর্ম্মা সেনাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই তিনজন সেনাপতিকে পরিচালন করিবার নিমিত্ত জাপানের সর্ব্বপ্রধান সেনাতি মার্শাল ওয়ামা এক্ষণে স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ইনি এক্ষণে জাপানগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক জাপানের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি এবং মাঞ্চুরিয়ায় প্রতিনিধি নিযুক্ত। ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর হইলেও ইনি যুবকের ন্যায় উদ্যমশীল। ইহাঁরই মন্ত্রণায় এবং দক্ষতায় জাপান, বিগত চীনের সহিত যুদ্ধে এত সহজে বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেবার ইনিই ২৪ ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া আর্থার বন্দর চীনের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এবার ভূয়োদর্শনে, প্রবীণতার গুণে,

ইনি আরও পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছেন। মার্শাল ওয়ামার কাহিনী পাঠ করিলে মনে হয়, যেন শক্তির সারভাগ সজীব হইয়া সমরাঙ্গণে বীরবেশে দণ্ডায়মান! অথবা যেন কালান্তক যম ভীষণ দণ্ড হস্তে লইয়া, উগ্রমূর্ত্তিতে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিনের প্রতি ধাবমান!

মন্ত্রণাকালে ইনি অবিচলিত;—যেন শান্তির আধার। যুদ্ধকালে ইঁহার হুহুঙ্কার-রব বজ্রনিনাদ অপেক্ষাও কঠোর। মন্ত্রণাকালে ইনি কুসুমের ন্যায় কোমল। রণাঙ্গণে ইনি জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রাজ্বল! শান্তির সহিত শক্তি একত্র মিশিয়াছে। চন্দ্রের সহিত সূর্য্যের সম্মিলন হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত উন্মত্ততার একতা হইয়াছে। ঘটনা অপূর্ব্ব; মিলন অপূর্ব্ব;—কর্ম্মও অপূর্ব্বতাময়!

লায়োয়াঙ্গ নগর সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত। উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা এই নগর বেষ্টিত। প্রাচীরটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার উপর দিয়া শিক্ষিত অশ্বারোহিগণ অনায়াসে দৌড়িয়া যাইতে পারে। প্রাচীরের পরিধি প্রায় তের মাইল। প্রাচীরের মাথার উপর চারিদিকে বড় বড় কামান সজ্জিত। প্রাচীরের বহির্দ্দিকটা ইষ্টক ও ভিতর দিক প্রস্তর দ্বা নির্ম্মিত। মধ্যস্থল বালি, মাটি এবং পাথর-কুঁচি দিয়া পূর্ণ করা। শত্রুর গোলা লাগিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিলে, বালিতে ও মাটিতে সে গোলা বসিয়া গর্ত্ত হইয়া যাইবে, এই জন্যই প্রাচীরের মধ্যস্থল বালি ও মাটি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল। তাহার পর প্রাচীরের বাহিরে খাল, তারের বেড়া এবং উচ্চ উচ্চ স্থানে কামান তোলা ছিল। লায়োয়াঙ্গের দুই ক্রোশ দূরে আর একটি এক হাজার ফিট্ উচ্চ ক্ষুদ্র পর্ব্বত

ছিল। এই পর্ব্বতের উপর কুরোপাটকিন বড় বড় কামান সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। লায়োয়াঙ্গের নিকট অগ্রসর হইলেই এই পর্ব্বত হইতে শত শত কামান এককালে দাগিয়া জাপান-সেনাকে তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহা ব্যতীত টেট্সী নদী এই নগরের একদিক রক্ষা করিতেছে। নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর, দুইশত বা আড়াই শত গজের অধিক এই নদী প্রশস্ত নহে।

কেবল যে, লায়োয়াঙ্গ নগর এবং তাহার দুই এক ক্রোশ পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী স্থান সকল রক্ষা করিয়াই কুরোপাটকিন নিশ্চিন্ত-ছিলেন, তাহা নহে। জাপানকে বাধা দিবার জন্য নগরের দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পৃথক্ স্থানে অবস্থিত দুইটি বড় বড় ঘাটি আগুলিয়া রখিয়াছিলেন। একটি ঘাটির নাম আন্সান্। নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে ২৩ মাইল দূরে এই পার্ব্বতীয় প্রদেশ বিরাজিত। আর একটি ঘাটির নাম আশপিং। নগরের পূর্ব্বদিকস্থ এই ঘাটী প্রায় ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী। কুরোপাটকিনের বাসনা ছিল, জাপান-সেনাকে এই দুইটি ঘাটী পার হইয়া, লায়োয়াঙ্গে প্রবেশ করিতে দিবেন না। এই দুইটি ঘাটী পার হইয়াও, রুষের আট দশ হাজার সেনা আরও তিন চারি ক্রোশ দূরে প্রহরী স্বরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিক পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছিল।

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে জাপানের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মার্শাল ওয়ামা, তাঁহার সমগ্র সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। তিন লক্ষ ষাট হাজার সেনা সাজাইয়া অগ্রগমন ও সুশৃঙ্খলার সহিত অনুধাবন—সহজ ব্যাপার নহে। অকু দক্ষিণ দিক হইতে,

নউজু দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে এবং কুরোকি পূর্ব্বদিক হইতে ধাবিত।

এই সেনাদল প্রায় দশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া আসিতে লাগিল। বৃহৎ কুরোপাটকিন-কাতলাকে ধরিবার নিমিত্ত,ওয়ামা যেন বেড়াজাল দ্বারা রুষের সেনা-সাগর-মাঝে টানা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই ঘাটিদ্বয়ের বহিঃস্থ রুষের সেই আট দশহাজার প্রহরি-সেনার সহিত জাপান-সেনার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। তাহারা খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে পলাইয়া আসিয়া কুরোপাটকিনকে শত্রুদলের আগমন সংবাদ দিল। কুরোপাটকিন আরো কতকগুলি সেনা পাঠাইয়া দিয়া, ঐ দিবস কেবল টুক্‌টাক্ খণ্ডযুদ্ধই করিতে লাগিলেন। এই খণ্ডযুদ্ধে উভয় দলেরই অনেক লোক হতাহত হইল। ক্রমশঃ খণ্ডযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, রুষ-সেনাদল হটিয়া হটিয়া, সেই ঘাটি দুইটির নিকটে আসিয়া পৌঁছিল।

২৪শে আগষ্ট বুধবার প্রাতঃকালে জাপান-সেনা সেই দ্বাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় ঘাটী দুইটি আক্রমণ করিল। আশপিং ঘাটীতেই ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। জাপান-সেনাপতি কুরোকি, প্রচণ্ড-বেগে এই ঘাটী আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিন যতবারই তিনি ঘাটি আক্রমণ করিলেন, ততবারই তিনি বিফলমনোরথ হইলেন। চারিবার জাপানের তোপশ্রেণী রুষের গোলার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইল। চারিবারই আবার নূতন নূতন তোপ আনিয়া কুরোকি আবার গোলা দাগিতে আরম্ভ করিলেন। জাপানপক্ষে এই দিন অনেক লোকক্ষয় হইল।

ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কাহারও দিবা-রাত্রি জ্ঞান

রহিল না। উন্মত্ত হইয়া উভয় পক্ষই পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে উভয় পক্ষের সেনাদল শেষে একত্র আসিয়া মিশিয়া গেল। তখন বন্দুক, ছোরা, তরবারি এবং বেয়নেট প্রভৃতি লইয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ হইল। শেষে রুষ-সেনাদলের দুই দিক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তত্রাচ আর একদল রুষসেনা যুদ্ধ করিতে থাকিল, কিছুতেই তাহারা আশপিং পর্ব্বত পরিত্যাগ করিল না, অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। জাপানসেনার ভৈরব-তেজ আরও বৃদ্ধি পাইল। সে তেজ রুষের পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল। ঐ যুদ্ধেই রুষ-সেনাপতি ষ্টকেলবার্গ এবং ডাউস্কি আহত হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং সর্ব্বসৈন্য এককালে যেন সংহার হইল বুঝিয়া, রুষ-সেনাপতিদ্বয় সেনাদল সমভিব্যাহারে আশপিং ছাড়িয়া, লায়োয়াঙ্গ অভিমুখে চলিয়া আসিলেন। জাপান-সেনাদলও ক্লান্ত হইয়াছিল। তাই তাহারা রুষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না। কেবল আটটি মাত্র কামান রুষের নিকট হইতে তাহারা কাড়িয়া লইল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের তিন সহস্রেরও অধিক সৈন্য হতাহত হইল।

আশপিংএর পতন-সংবাদ শুনিয়া কুরোপাটকিন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি তখন আনশানের পার্ব্বতীয় প্রদেশ রক্ষা করা আর সুযুক্তি বিবেচনা করিলেন না,—এক প্রকার বিনা যুদ্ধেই তিনি আনশান্ পরিত্যাগ করিলেন। এই স্থানে সামান্য মাত্র যুদ্ধ হইল। রুষের তিনশত সৈন্য এখানে হতাহত হইল। পলাইয়া আসিবার কালে রুষের নিকট হইতে এখানেও আটটী কামান জাপান কাড়িয়া লইল।

রুষের দুই দিকের দুইটী বড় বড় ঘাটী এইরূপে জাপানের হস্তগত হইল। ঘাটী দুইটী অধিকার করিয়া মহানন্দে জাপান-সেনাদল সিংহনাদ করিয়া উঠিল। আর তাহারা তিলমাত্র বিশ্রাম না করিয়াই সিংহনাদ করিতে করিতে লায়োয়াঙ্গ অভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন লায়োয়াঙ্গের বহির্ভাগে যে সকল স্থান সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের ঘাটিতে ঘাটিতে কামান এবং সেনাদল সজ্জিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে জাপানের সমগ্র বাহিনী কুরোপাটকিনের অদূরে আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে কুরোপাটকিন প্রায় আড়াই লক্ষ সেনা এবং পাঁচ শত কামান লইয়া দণ্ডায়মান,—অন্যদিকে ওয়ামা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সেনা এবং আট শত কামান লইয়া ধাবমান। ৩০শে আগষ্ট এই মহাযুদ্ধ বাধিল।

উভয় পক্ষের যুদ্ধ যে, ঠিক সারি বাঁধিয়া একই স্থানে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। বহুতর সেনাপতি, প্রত্যেকেই বহুদল সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় আট ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রত্যেক সেনাপতিই সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির আজ্ঞা লইয়া যে দিকে, যাহাকে, যেমন ভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে,—সেইরূপে, সেই ভাবেই তিনি কার্য্য করিতে লাগিলেন। তারহীন টেলিগ্রাফ দ্বারা অথবা ধ্বজ-পতাকা দ্বারা, অথবা দ্রুতগামী অশ্বারোহী দ্বারা প্রধান সেনাপতি তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণকে তাঁহার আদেশ জানাইতে লাগিলেন।

ক্রমেই যুদ্ধানল ভীষণ-দাপে প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। শত শত যোদ্ধা পলকে পলকে সে অনলে ভস্মীভূত হইতে

লাগিল। অস্ত্রের নিক্বণে, যোদ্ধার ভৈরব গর্জ্জনে, রণস্থল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। সাহসিক রুষসৈন্যেরা, জাপান-সৈন্যগণের অগ্রগতি প্রতিরোধার্থ বদ্ধপরিকর হইল; কিন্তু তাহারা প্রাণপণে অস্ত্র চালাইয়াও কিছুতেই জাপদিগের অগ্রগতি প্রতিরোধে সমর্থ হইল না। মিকাডোর সৈনিকগণ যেন কি এক মোহিনী মন্ত্রে পরিচালিত হইয়া, ধর্ম্মোন্মাদের মত ভীষণ রণতরঙ্গে ঝম্প দিল। রুষদিগের খাল, কাঁটা, বেড়া, প্রাচীর, বন্দুকের গুলি, কামানের গোলা, সঙ্গীনের ক্ষুরধার তীক্ষ্ণাগ্রভাগ—সকলই যেন তাহাদের সেই উন্মত্তগতির সম্মুখে তুচ্ছাদপি তুচ্ছবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সম্মুখে শত শত জাপ-বীর শত্রু-গোলাতে ছিন্ন-ভিন্নদেহ ও রুধিরাক্ত-কলেবরে ভূ-লুণ্ঠিত হইতেছে,—স্তূপাকারে স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের শবদেহ নিপতিত, আতুরের আর্ত্তনাদ, মৃতকল্পের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাধ্বনি, কামানের বজ্রনির্ঘোষ, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। অমিতবিক্রমে অযুত অযুত জাপ-বীর স্বদেশী ভ্রাতৃবৃন্দের সেই স্তূপীকৃত শবদেহ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধরিয়া, স্থিরলক্ষ্যে পলায়মান রুষ-সৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। তাহাদের চিত্তোন্মাদকারী "জেন্ জই—জেন্ জই" রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অগ্রবর্ত্তী দল ক্ষীণ হইবা মাত্র অমনি পশ্চাৎ হইতে আর এক-দল সৈন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, সেই ক্ষীণ ব্যূহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। এই ভাবে সারাদিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল;—ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, রুধিরাপ্লুতদেহ জাপানসৈনিকের অনাহার, অনিদ্রায় নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত সমান তেজে যুদ্ধ

চলিল। পরে উভয় পক্ষের সেনাপতির আদেশে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রহিল। যুদ্ধাবসানে জাপ-সৈনিকেরা সমর-সাজে ধরাপৃষ্ঠে আসীন হইয়া সমরক্লান্তি দূর করিতে লাগিল।

পরদিন প্রভাতে প্রাচ্যদেশে দিনমণির বিকাশ হইতে না হইতেই জাপ-সেনাদল সেই সমরসাজেই গাত্রোত্থান করিয়া,—"জেন্-জই—জেন্-জই" রবে রুষদলকে বজ্রচাপনে চাপিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের বহু সেনা ধরাশায়ী হইল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এইবার অকু, উন্মত্ততার সহিত রুষসেনার মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন। কুরোপাটকিন, অকুর অদম্য বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। মধ্যভাগ ভগ্ন হইয়া পড়িল। সেই ভগ্নভাগের রুষসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। জাপানের জয় হইল।

যুদ্ধাবসানে সেনাপতি কুরোকি, টেট্‌স নদী পার হইয়া, রুষের রেলপথ ধ্বংস করিয়া, সেনাপতি কুরোপাটকিনের পলায়নপথ রুদ্ধ করিতে সসৈন্যে সবেগে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি পরপারে যাইয়া দেখিলেন,—রুষ-সেনাপতি অরলফ, তাঁহার বহু পূর্ব্বে টেট্‌সনদী পার হইয়া,—সসৈন্যে রুষের রেলপথ রক্ষা করিতেছেন। কুরোকী নদী পার হইয়া রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিলে অরলফ্‌ তাঁহাকে বাধা দিলেন। এই সময় রেলপথের অদূরে শস্যক্ষেত্রে বড় বড় লম্বা লম্বা ভুট্টাগাছ জন্মিয়াছিল। সেই ভুট্টাগাছের অন্তরালে বহুসংখ্যক জাপ-সৈন্য লুকাইয়াছিল। কুরোকির সহিত অরলফের যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র মেঘের অন্তরালে লুকায়িত মেঘনাদের ন্যায়

জাপান-সেনা অলক্ষ্যে থাকিয়া গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। জাপান সেনার অব্যর্থ গোলাবর্ষণে অবুলফের বিপুল বাহিনী অস্থির হইয়া পড়িল; কিন্তু তত্রাচ বীরবর অবুলফ্ যুদ্ধে বিমুখ হইলেন না,— তিনি অতুল প্রতাপে অগ্রগামী জাপান-সেনার গতিরোধ করিতে লাগিলেন। পাছে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন সসৈন্যে আসিয়া জাপানের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া, টেট্‌স নদী পার হইয়া পলায়ন করেন, এই আশঙ্কায় কুরোকি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি এইবার দ্বিগুণ উৎসাহে সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। মহাক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেনাপতি কুরোকি, সবেগে অবুলফ্‌কে আক্রমণ করিলেন। অবুলফ্ তাঁহার সেই ভীমবিক্রম আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—তাঁহার সৈন্যগণ অধিকাংশই নিহত হইল, অবশিষ্টগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ অদূরে রুষের জয়ধ্বনি শ্রুত হইল। সেনাপতি অবুলফের নিরাশ-হৃদয়ে আবার যেন আশার বাতাস বহিতে লাগিল। উৎকর্ণ হইয়া তিনি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরমুহূর্ত্তে কি দেখিলেন? দেখিলেন—রুষের অন্যতম সেনাপতি ষ্টকেলবার্গ, পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মাভৈ মাভৈ রবে—প্রচণ্ড বিক্রমে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছেন। আবার অবুলফের বীরহৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আবার অন্তরে আশার বাতাস বহিল,—আবার পলায়মান রুষবাহিনী অবুলফের নেতৃত্বে একত্রিত হইল। দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, সেনাপতি ষ্টকেলবার্গ—সসৈন্যে অবুলফের সহিত মিলিত হইয়া বিপুল বিক্রমে কুরোকিকে আক্রমণ করিলেন।

কুরোকি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, অরলফের ভগ্নে দ্যম বাহিনী নূতন সাহায্যে পুষ্ট হইয়া, নবীন বলে বলীয়ান হইয়া আবার তাঁহার অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিবে। নববলদৃপ্ত রুষ-সেনার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কুরোকির পরিশ্রান্ত সৈন্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সময় ষ্টকেলবার্গের অধীনস্থ সৈন্যগণ ভীমবিক্রমে ভুট্টাবনমধ্যস্থ জাপসৈন্যের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দলে দলে জাপানসেনা পতিত হইতে লাগিল। রক্তের স্রোত বহিল। টেটস্ নদীর নির্ম্মল জল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল। সেনাপতি কুরোকি দারুণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কোথায় তিনি রুষের রেলপথ ধ্বংস করিয়া, রুষসেনার পথ রুদ্ধ করিবেন,—রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিনকে সসৈন্যে বন্দী করিবেন,—না, আজ তাঁহাকেই রুষের চাতুর্য্য-জালে আবদ্ধ হইয়া দারুণ বিপন্ন হইতে হইল। কুরোকির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। নউজু, অকু, ওয়ামা প্রভৃতি জাপান-সেনাপতিগণ সকলেই পরপারে লায়োয়াঙ্গ দুর্গাধিকারে ব্যস্ত। কুরোকির বিপদ-কাহিনী তাঁহাদিগের কাহারও কর্ণগোচর হইল না। আজ জাপ-সেনাপতি কুরোকির জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। জাপানের ভাগ্য-গগনের একটী উজ্জ্বল গ্রহ স্থানভ্রষ্ট হইবার উপক্রম হইল। মহানন্দে রুষসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কুরোকির অধীনস্থ স্বল্প বাহিনীর অধিকাংশই নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগণের সহিত তিনি মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত জাপানের চিত্তোন্মাদকারী "জেন্-জই—জেন্-জই" রবে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সে গর্জ্জনে টেট্‌স্ নদীর অতল সলিল কাঁপিয়া উঠিল, আনন্দোন্মত্ত রুষবীরগণের বদনে বিষাদের ছায়া পতিত হইল,—সঙ্গে সঙ্গে জাপান-বীরগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল—আনন্দের উজান বহিল; যেন তাহারা কি এক অপূর্ব্ব ধন ফিরিয়া পাইল। ক্রমশঃ সে ধ্বনি নিকটস্থ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, নিমেষমধ্যে অসংখ্য সৈন্যসহ জাপান-সেনাপতি অকু, ভীমবেগে আসিয়া কুরোকির হতাবশিষ্ট বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন,—রুদ্রতেজে শত্রু-সেনার উপর আপতিত হইলেন। রুষ-সেনাগণ প্রমাদ গণিল। কিন্তু সেনাপতি ষ্টকেলবার্গ ও অরলফের উৎসাহমন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া, তাহারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিল। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ লাগিল।

এ দিকে যে সময় সেনাপতি অকু, বিপন্ন কুরোকির সাহায্যার্থ স্বীয় বিপুল বাহিনীসহ মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, টেটস্ নদীর অপর পারে উপস্থিত হইলেন, সেই সময় কুরোপাটকিন সুবিধা পাইয়া, সদলে নির্ব্বিঘ্নে টেটস্ নদী পার হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। এ পারে কুরোকি নাই,—অকু নাই,—সুতরাং মার্শাল ওয়ামা এ সময় কুরোপাটকিনকে সসৈন্যে আটক করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, অকু ও কুরোকি রেলপথ ধ্বংস করিয়া, কুরোপাটকিনের পলায়নপথ রুদ্ধ করিবেন, এবং পশ্চাৎ হইতে তিনি রুষ-সেনাগণকে আক্রমণ করিবেন, সুতরাং মধ্যে পড়িয়া রুষ-সেনাপতি সদলে বন্দী অথবা নির্ম্মূল হইবে।

কিন্তু মার্শাল ওয়ামার এ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। যখন

রুষ-সেনাপতি সদলে টেটস্ নদী পার হইলেন, তাহার অব্যবহিত পরেই অকু ও কুরোকির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। তখন তাঁহারা কুরোপাটকিনের পলায়ন কৌশল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই সময় রুষসেনা বিপুলবিক্রমে জাপান-সেনার অগ্রগমনে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু জাপান-সেনাপতিদ্বয় সেই সময় এরূপ প্রতাপের সহিত রুষ-বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা জাপানসেনার সে প্রতাপ সহ করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। রুষের অধিকাংশ সৈন্য সেই ক্রোধোন্মত্ত জাপ-বীরগণের নিষ্কোসিত অসিমুখে নিপতিত হইয়া নির্ম্মূল হইল। অবশিষ্ট সৈন্যগুলি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

জাপানীগণ লায়োয়াঙ্গের লোমহর্ষণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু মার্শাল ওয়ামা যে মনস্থ করিয়া তাঁহার বিশাল বাহিনী পরিচালনা করিয়াছিলেন, এবং লায়োয়াঙ্গের যথাযথ অবস্থা অবগত হইয়া পৃথিবীর তাবৎ রণপণ্ডিতগণ এই যুদ্ধের পরিণাম যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন,—কুরোপাটকিনের রণকৌশলে কার্য্যতঃ জাপান-সেনাপতির সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইল না।

এই যুদ্ধে রুষের সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ও বিপুল সৈন্যক্ষয় হইলেও, জেনারেল কুরোপাটকিন, একদিকে পশ্চাতে বিপক্ষ-সৈন্য-সাগরের উত্তাল-তরঙ্গ ও অপর দিকে—সম্মুখে বন্যাপ্লাবিত তাইসী নদীর ভীষণ সলিলোচ্ছ্বাস অতিক্রম করিয়া, সদলে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন, ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। অবশ্য এ বিষয়ে দৈব অনেকটা তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিল। নতুবা জেনারেল

কুরোকি একদল জাপান সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পূর্ব্বেই নদী পার হইয়া, যদি জেন্তাই মাইন্‌সের নিকট রুষ-জেনারেল অরলফ-চালিত বাহিনী কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ না হইতেন অথবা তিনি যখন অরলফের সেনাদলকে প্রচণ্ডবিক্রমে নির্ম্মূলপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়েই যদি জেনারেল ষ্টকেল-বার্গ পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া অরলফের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে কুরোকি তত্রত্য রেলপথ কাটিয়া দিয়া, দুই লক্ষ রুষ-সৈন্যসহ পলায়মান কুরোপাটকিনের গতিপথ প্রতিরোধ করতঃ তাঁহাকে সদলে বন্দী করিতে পারিতেন। সুতরাং দৈববলেই কুরোপাটকিন এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। এবং পাশ্চাত্য সমরবিধানে পলায়নে যদি কোন মহৎ যশঃ নিহিত থাকে, রুষ-সেনাপতি তাহা হইলে আজ সেই অপূর্ব্ব যশোলাভেও সমর্থ হইলেন! আর কতকটা দৈব-প্রতিকূলতা বশতঃ বিজয়-লক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করাইয়াও কুরোকি প্রমুখ জাপ-সেনানীগণ সেই কৃচ্ছ্রলব্ধ বিজয়ের সম্যক্ ফলভোগে বঞ্চিত হইলেন।

ফলে, অরলফকে বাঁচাইতে গিয়া জেনারেল ষ্টকেলবার্গ মূলদল হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন; তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং দুই শত কামান জাপানীদিগের হস্তগত হইল। লায়োয়াঙ-যুদ্ধে পলায়নকুশল সেনাপতি কুরোপাটকিন, মুকডেন অভিমুখে পালাইতে লাগিলেন,— সমবেত জাপ-সৈনিকেরাও লায়োয়াঙ অধিকার করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উইটগার্টের মৃত্যু।

পাঠক! একবার মাঞ্চুরিয়ার সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, আর্থার বন্দরে চলুন। কিঞ্চাউ ও নান্‌সান্ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বিজয়ী জাপানসেনাগণ এখন কোন্ কোন্ প্রদেশ অধিকারে ব্যস্ত,—রুষ-সেনাপতি ষ্টশেলই বা কিরূপে এই উন্মত্ত জাপ-বাহিনীর হস্ত হইতে বন্দররক্ষায় ব্যাপৃত, একবার তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

কিঞ্চাউ ও নান্‌সান্ যুদ্ধের পর, জাপানের অন্যতম সেনাপতি নগীর নেতৃত্বে চতুর্থ সেনাদল আর্থার বন্দরে উপস্থিত হইল। এই সময় জেনারেল কুরোপাটকিন, সেনাপতি ষ্টকেলবার্গের নেতৃত্বে পঞ্চাশ সহস্র রুষ-সেনা আর্থার বন্দরস্থ অবরুদ্ধ সৈন্যগণের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। জাপান-সেনাপতি অকু এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া আর্থার বন্দরের অধিকারভার নবাগত সেনাপতি নগীর উপর অর্পণ করিয়া, সসৈন্যে ষ্টকেলবার্গের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন।

অকুর প্রস্থানের পর সেনাপতি নগী মহোৎসাহে স্থলপথে পোর্ট আর্থার পরিবেষ্টন করিলেন। এদিকে এডমিরাল টোগা বন্দরপথে সাবধানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ জলে ও স্থলে খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রুষ-নৌ-সেনাপতি উইটগার্ট ও জেনারেল ষ্টশেল, বিচক্ষণতার সহিত আর্থার বন্দর রক্ষা করিতে লাগিলেন। জুন মাসের শেষভাগে ভীষণ যুদ্ধের

পর জাপানীরা আর্থার বন্দরের দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তস্থিত রুষাধিকৃত "চিফ্-ওয়ান-সান্," "টিটুসান্" ও "সোকোসান্" নামক তিনটী দুর্গ অধিকার করিয়া হইল। এই দুর্গত্রয় আর্থারবন্দর দুর্গের অঙ্গস্বরূপ। যুদ্ধাবসানে অনেকগুলি মৃতদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রুষসৈন্য পশ্চিমাভিমুখে পলায়ন করিল। জাপানী-পক্ষের একশত সৈন্য হতাহত হইল। অন্যান্য রণসম্ভারাদি ব্যতীত জাপানীরা রুষপক্ষের কয়েকটী কামান হস্তগত করিল। এই দুর্গ কয়েকটী অধিকৃত হওয়াতে জাপানের অনেক সুবিধা হইল। এক্ষণে জাপানীরা মহোল্লাসে ও মহোৎসাহে দুর্গাভিমুখে ছুটিতে লাগিল। জুলাই মাসের মধ্যে সেনাপতি নগী, দুর্গ এরূপভাবে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, তাহার পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অর্থার বন্দরে খাদ্যের অভাব হইয়া উঠিল। সেনাধ্যক্ষগণ স্বয়ং সেনাগণকে আহার বণ্টন কয়িয়া দিতে লাগিলেন। দুর্গের মধ্যে হাহাকার উঠিতে লাগিল। কিন্তু বীরবর ষ্টশেলের বুদ্ধিপ্রভাবে তেমন কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল না।

আর্থার বন্দরে জলে স্থলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বন্দরের অধিকাংশ দুর্গই জাপানীদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। সানটানসাই দুর্গ অধিকারের পর জাপানীরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রুষের হস্ত হইতে আর্থার বন্দরের দ্বারস্বরূপ "উলফস্‌হিল্" নামক শৈল অধিকার করিল।

উলফস্ হিল্ আর্থার বন্দরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই শৈলটী অধিকার করাতে, জাপানীদের অনেক সুবিধা হইল। এই বন্দুর শৈলশিখরে কামাননিচয় সংস্থাপিত করাতে "টাইগার টেনেস্" স্থিত পাঁচটি দুর্গ, বন্দরের উত্তরবর্ত্তী বহু-

সংখ্যক দুর্গ, পোতাশ্রয়, বন্দরের প্রধান পথ, সেনাদলের বাস্থিক, বারুদ ও অস্ত্রশালা এবং বন্দরস্থিত পোতসমূহ উক্ত কামান নিচয়ের অগ্নিবর্ষণ সীমার মধ্যে পতিত হইল। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী যে দুর্গনিচয় প্রধানতঃ আর্থার-দুর্গের রক্ষাকবচস্বরূপ বিদ্যমান, তাহা হইতে উলফস্‌হিল্ শৈলে অগ্নিবর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দুর্গের স্থলভাগের দিকে যে বিভিন্ন দুর্গশ্রেণী বর্ত্তমান, সেগুলি উল্‌ফস্ শৈলের এত নিকটবর্ত্তী যে, তাহা হইতে উক্ত শৈলে অগ্নিবর্ষণ সম্ভবপর নহে। সুতরাং জাপানীরা উক্ত দুর্গশির হইতে আর্থার বন্দরের যে কোন অংশে ইচ্ছানুরূপ ভীমবেগে অগ্নিবর্ষণ করিবার সুবিধা লাভ করিল।

জাপানীরা এক্ষণে এই নববিজিত শৈলশিখর হইতে আর্থার-দুর্গের উপর ভীমবেগে অনলবৃষ্টি করিয়া রুষ-সেনাকে বিচলিত করিতে লাগিল। এদিকে জেনারেল ষ্টশেল, আর্থার বন্দরস্থিত রণতরীর বৃহৎ কামান সমূহের সাহায্যলাভেও বঞ্চিত হইলেন।

এড্‌মিরাল উইটগার্ট অনেক দিন হইতেই নৌ-বাহিনীসহ আর্থার বন্দর হইতে বাহির হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। বন্দর হইতে তাঁহার প্রথম নিষ্ক্রমণ চেষ্টাও এডমিরাল টোগার টর্পিডো তরণীনিচয়ের সতর্কতায় বিফল হইয়াছিল। এক্ষণে উল্‌ফস্‌হিল্ জাপানীদিগের হস্তগত হওয়ায় রুষ-নৌ-সেনানায়ক উইটগার্ট বুঝিলেন যে, নৌবাহিনী লইয়া আর্থার বন্দরে আর অধিক দিন অবস্থান করা নিরাপদ নহে। কাজেই তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—এস্থানে থাকিয়া শিয়াল কুকুরের ন্যায় মরা অপেক্ষা, বাহিরে গিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মরাই শ্রেয়ঃ। যদি কোনও গতিকে—জাপানী-নৌ-সেনানায়ক

টোগার চক্ষে ধূলি দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে রুষের এই বিশাল রণতরীগুলি রক্ষা করিতে সমর্থ হইব এবং ভলাডিভষ্টকস্থ রণতরীদলের সহিত মিলিত হইয়া, জাপানের নৌ বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া দিব। কিছুদিন পূর্ব্বে ভলাডিভষ্টকস্থ রুষ-নৌ-সেনাপতি ক্রাইডল্‌ফ রেলপথে এক সময়ে নিউচাঙ্গ বন্দরে আসিয়াছিলেন। তিনি পাররার ডাকে উইটগার্টের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন,—"আর্থার বন্দরে থাকা আর শ্রেয় নহে। আপনারা একটু সতর্কভাবে বাহির হইলেই অনায়াসে জাপান-নৌ-সেনাপতির চক্ষে ধূলি দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। কোনও চিন্তা নাই। ভলাডিভষ্টক-রণতরীদল নিকটেই থাকিবে। আপনারা তাহাদের সহিত মিলিত হইবেন।"

নানা দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং আর্থার বন্দরে আর অধিক দিন থাকা বিপজ্জনক মনে করিয়া, সেনাপতি উইটগার্ট বন্দর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, বন্দরের অদুরে জাপানী-বীর টোগা, আপন নৌ-বাহিনী লইয়া তাঁহার বাহির হইবার পথ আগুলিয়া আছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি উইটগার্ট অবসর খুঁজিতে লাগিলেন, টোগা কোনরূপে অন্যমনস্ক হইলে বা কার্য্যবশে একটু স্থানান্তরে যাইলেই তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন, স্থির করিলেন। সুবিধামত অবসরও মিলিল। জাপানী সেনাপতি টোগা যে সময় একটু অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিক সেই সময় অবসর বুঝিয়া, অবসরজ্ঞ উইটগার্ট, আর্থার বন্দর হইতে আপনার নৌ-বাহিনী লইয়া বাহির হইলেন।

১৪ই আগষ্ট বেলা দশটার সময় ছয়খানি রণতরী, চারিখানি ক্রুজার তরী এবং অর্দ্ধ বহর টর্পিডো তরণী আর্থার বন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিমমুখে ছুটিতে লাগিল। টোগা প্রথমে বন্দরস্থ রুষ-রণতরীদলের পলায়নবার্ত্তা জানিতে পারেন নাই। উহারা বন্দর হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাপানী-সেনাপতি টোগা, তাহাদের পলায়নবার্ত্তা জানিতে পারিলেন। অমনি "ধর্ ধর্" রব পড়িয়া গেল। তারহীন সংবাদবাহ-যন্ত্রে চারিদিকে খবর ছুটিল। জাপানী-সেনাপতি অবিলম্বে তাঁহার সমস্ত যুদ্ধজাহাজ লইয়া আর্থার বন্দর হইতে পঁচিশ মাইল দূরে "ষেন্তাও" নামক স্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পৌছিলে, তথায় রুষ-রণতরী-দলের সহিত জাপানী রণতরীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। বেলা একটা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। কামানের গভীর গর্জ্জনে সেই প্রসন্নসলিল বারিধি বক্ষ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যোদ্ধগণের হুহুঙ্কারে, মুমুর্ষুর আর্ত্তনাদে দশদিক ভরিয়া গেল। রুষীয় নৌ-সেনাপতি উইটগার্ট, 'জারিভিচ' নামক জাহাজে ছিলেন। "জারিভিচ" প্রাণপণে লড়িতেছিল। অকস্মাৎ জাপানী রণতরী হইতে নিক্ষিপ্ত একটী জলন্ত গোলা জারিভিচের উপর পতিত হইল। সেই গোলার আঘাতে বীরবর উইটগার্ট দেহত্যাগ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া, টোগা আপনার রণতরীগুলিকে দূরে রাখিয়া টর্পিডো তরী, কামানবাহী জাহাজ, টর্পিডোনাশী তরী প্রভৃতি লইয়া রুষ-পক্ষীয় নৌ-বাহিনীকে বারংবার আক্রমণ

করিতে লাগিলেন। এই নৈশ-আক্রমণেই রুষ-রণতরীদল অনেকটা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পাছে নৈশ-অন্ধকারে অঙ্গ আবরণ দিয়া রুষ-রণতরীদল পলায়ন করে, এই জন্য টোগা বন্দরমুখে প্রহরী তরী রাখিয়া দিলেন।

প্রভাত হইল। বন্দরস্থ জাপানী প্রহরি-তরী দেখিল,—রুষের রেটিস্‌ভান ও পোবিয়েদা নামক দুইখানি যুদ্ধজাহাজ আর্থার বন্দরের ভিতর প্রবেশ করিল। রুষের অন্যান্য রণতরী-গুলি বিধ্বস্ত হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। রেটিটেলনি নামক রুষের একখানি পোতধ্বংসী জাহাজ চিফু বন্দরে আশ্রয় লইল। জারিভিচ তাহার ভগ্ন দেহপিঞ্জর লইয়া চীনের "সিংতাউ" বন্দরে পৌঁছিল। নোভিক নামক রুষ-ক্রুজার, আর একখানি ধ্বংসতরীসহ ঐ বন্দরে আশ্রয় লইল। আস্কাণ্ড ভগ্নদেহ লইয়া সাংহাই বন্দরে উপনীত হইল। এই যুদ্ধে রেটিস্‌ভান্‌, পোবিয়েদা এবং জারিভিচ্‌ বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইল। পাল্লাদি নামক জাহাজখানি সাগরে ডুবিয়া গেল। আস্কাণ্ডের উপর প্রায় দুইশত গোলা পতিত হওয়ায়, উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল,—স্থানে স্থানে ছিদ্র হইল। উহার মাল্লা-সেনাদিগের মধ্যে পনর জন হত ও চল্লিশ জন আহত হইল। বুর্নি নামক রুষের একখানি ধ্বংসী জাহাজ চীনের সাণ্টাং উপকূলে গিয়া জখম অবস্থায় পতিত হইল। পাছে শত্রুহস্তে পতিত হয়, এই ভয়ে রুষ-মাল্লারা উহাকে ধ্বংস করিয়া পদব্রজে ইংরাজদিগের উই বন্দরে পলায়ন করিল। জাপানী মাল্লারা সিংতাউ বন্দরের নিকট আসিয়া, জারভিচের হতাবশিষ্ট মাল্লাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।

তাহাদের আহ্বানে জারিভিচ ভীত হইয়া বন্দরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

এই যুদ্ধে জাপান আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া, রুষপক্ষ হইতে আন্দোলন উঠিল। রেচিটেলনী নামক একখানি রুষীয় ধ্বংসী তরী যুদ্ধান্তে পলাইয়া চিফুবন্দরে আশ্রয় লয়। চিফু বন্দরের অধ্যক্ষেরা এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিল।

আন্তর্জ্জাতিক নিয়মানুসারে যদি যুধ্যমানপক্ষীয় কোন জাহাজ ভগ্নাবস্থায় কোন নিরপেক্ষ বন্দরে আশ্রয়ার্থ উপনীত হয়, তাহা হইলে উক্ত বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ হয় তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বন্দর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন, অথবা তাহার সাজসজ্জা, কামান, বন্দুক, পতাকাদি নামাইয়া লইয়া তাহাকে বন্দরে থাকিতে দিবেন। কিন্তু যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন তাঁহারা ঐ জাহাজকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না। ঐ আশ্রয়প্রার্থী ভগ্ন জাহাজ নিরপেক্ষ বন্দরে থাকিয়া সংস্কৃতও হইতে পারে। আশ্রিত জাহাজ হইতে কামানাদি যুদ্ধোপকরণ নামাইয়া লইলে, শত্রু আর ঐ জাহাজ ধরিতে পারিবেন না, ইহাই আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম।

নৈশযুদ্ধে রুষ-রণতরীদল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, জাপানীদিগের আশাসিও এবং কুসুমী নামক দুইখানি টর্পিডো তরণী, পলায়িত রুষ-তরীদলের সন্ধানার্থ অগ্রসর হইল। নৈশ-অন্ধকারে তাহারা দুর হইতে রুষপক্ষীয় জাহাজের ন্যায় একখানি জাহাজ দেখিতে পাইল। জাপানী-জাহাজের সাড়া পাইয়া, সেই জাহাজখানি ঘনান্ধকারে কোথায় লুকাইল, তখন তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। পরদিন তাহাকে চিফু বন্দরে

দেখা গেল। জাপানী তরীদ্বয় চীনের অধিকারস্থ জলধিজলের বহির্ভাগে থাকিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকিল। সমস্ত দিন রাত্রি জাপানী জাহাজাধ্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—রেচিটেলনী উক্ত বন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল না, অথবা তাহা হইতে কামানাদি নামাইয়া লওয়া হইল না। তখন জাপানী তরীর অধ্যক্ষ, রেচিটেলনীর অধ্যক্ষকে বলিলেন,—হয় আপনি এখনি বন্দর পরিত্যাগ করুন, না হয় আমাদের নিকট আত্মসমর্পণ করুন। রুষ-সেনাপতি এই উভয় প্রস্তাবের কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না। এই কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় রুষ-পোতাধ্যক্ষ আপনার লোকদিগকে রেচিটেলনীর কল-কব্জা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং জাপানী পোতাধ্যক্ষ তারাসিমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া জলধিগর্ভে ঝাপাইয়া পড়িলেন। অপর একজন রুষীয় মাল্লা, জাপানী দ্বিভাষীকে লইয়া সাগর-জলে লাফাইয়া পড়িল। রুষ-পক্ষীয় নাবিকগণ তখন,জাপানীদিগের উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল। রুষমাল্লারা রেচিটেলনীর বারুদঘরে আগুন ধরাইয়া দিল। পরক্ষণে ভীষণ শব্দে বারুদঘর বিদীর্ণ হইল। অনেকগুলি জাপানীসেনা সে অনলে পুড়িয়া জখম হইল। রুষ-মাল্লাগণের এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া জাপানী সেনারা উন্মত্ত লইয়া উঠিল। অবিলম্বে তাহারা রেচিটেলনীকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

এই জলযুদ্ধে রুষ-নৌ-বাহিনী অমিতবিক্রমে ও অসমসাহসে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জাহাজ এবং অস্ত্রশস্ত্রের নিকৃষ্টতা নিবন্ধন জাপানী-নৌবাহিনীকে অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট স্থানে যাইতে সক্ষম হইল না।

এই যুদ্ধে জাপানেরও অনেক ক্ষতি হইল। "মিকাশো" নামক জাপানের প্রধান রণতরীখানি কিয়ৎপরিমাণে আঘাত প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে আশ্চর্য্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করাতে টোগার পূর্ব্বগৌরব আরও বর্দ্ধিত হইল।

এদিকে ভলাডিভষ্টকস্থ রণতরীদল হইতে কয়েকখানি জাহাজ অতর্কিতভাবে কোরিয়া প্রণালীর দিকে আসিতেছিল। এই রণতরীদল একে একে এইবার চতুর্থবার বাহির হইল। আর তিনবার জাপান-সেনাপতি কামিমুরার চক্ষে ধূলি দিয়া—জাপানীদের অল্পবিস্তর ক্ষতি করিয়া, এই তরীশ্রেণী নিরাপদে ভলাডিভষ্টকে প্রবেশ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত কামিমুরা, জাপানের সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হন। এবার তিনি বিশেষ সতর্ক ছিলেন। বিশেষ, আর্থারবন্দরের রণতরীর সহিত মিলিত হইতে ঐ রণতরীদল দক্ষিণদিকে আসিবে, তাহা কামিমুরা উত্তমরূপে জানিতেন। ১৪ই আগষ্ট প্রাতে কামিমুরা দেখিলেন, ভলাডিভষ্টকস্থ রণতরীদলের তিনখানি রণতরী কোরিয়া-প্রণালীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি নিজ নৌ-বাহিনী লইয়া প্রচণ্ডবেগে, অমিততেজে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। পঞ্চাশ মিনিট কাল পরে দুই পক্ষের রণতরীতে বিষম যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পাঁচ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর সুশিমা দ্বীপের উত্তরে রুরিক্ নামক স্থানে রুষীয় ক্রুজারখানি জলধিজলে নিমজ্জিত হইল। রোশিয়া এবং গ্রোমাবাই নামক দুইখানি রুষীয় ক্রুজার জাহাজ গোলাজর্জ্জরিত দেহ লইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কামিমুরার তাদৃশ ক্ষতি হইল না। এই দুই যুদ্ধে প্রশান্তমহাসাগরে নৌবল আপাততঃ হীনবল হইয়া পড়িল।

গত জলযুদ্ধে যখন প্রশান্তমহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষ বিক্ষোভিত এবং চারিদিক আলোড়িত হইতেছিল,—আর্থার বন্দরের রুষ-নৌবাহিনী টোগার বিক্রমে বিচ্ছিন্ন ও বিজিত হইয়া শ্যেন-তাড়িত কপোতের ন্যায় পলায়ন করিতেছিল,—সেই সময় জাপানী সেনানায়ক নগী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যখন এডমিরাল উইটগার্ট বন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে জাপানীরা প্রবলবেগে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। পনর ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ভয়াবহ যুদ্ধের পর ৯ই আগষ্ট রাত্রিকালে টাকুসান ও শিয়াওতাসান শৈলদ্বয় অধিকার করে। এই ঘটনায় এডমিরাল উইটগার্টকে অবিলম্বে আর্থারবন্দর ত্যাগ করিতে হয়। কারণ জাপানীরা শৈলশিখরে তাহাদিগের বিরাট "সিজ-গান" সমূহ সন্নিবেশিত করিলে বন্দরস্থিত তোপনিচয়ের অধিকাংশই তোপসমূহের অগ্নিবর্ষণ-সীমার অন্তর্ভুক্ত হইত এবং উহাদিগের অগ্নিবৃষ্টি সহ্য করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইত না।

জেনারেল নগী যখন টাকুসান শৈল প্রভৃতি সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিবার জন্য মহোৎসাহে ও ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় এডমিরাল টোগাও তাঁহার সহিত সমরে যোগদান করিয়াছিলেন, সুতরাং রুষীয় এডমিরাল উইটগার্ট অতি কুক্ষণে বন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, বলিতে হইবে। কারণ, উইটগার্ট একদিকে যেমন শৈলশিখরে স্থাপিত কামানসমূহের অগ্নিবর্ষণ-সীমার বাহিরে আসিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সুসজ্জিত জাপানী নৌবাহিনীর সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার অবস্থা তখন বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ঘটনাক্ষেত্রে এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া এড্‌মিরাল উইটগার্টের বাহিনীর কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা পাঠকের অগোচর নহে।

১০ আগষ্ট রাত্রিকালে যখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, সেই সময় জেনারেল নগী আবার দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু দুর্গস্থিত রুষসৈন্য ভীমবিক্রমে তাঁহাদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। কাজেই জেনারেল নগীকে ব্যর্থমনোরথ ও পশ্চাৎপদ হইতে হয়। অতঃপর নগী, দুর্গের উপর অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করেন।

জেনারেল নগী এইরূপে কয়েকদিবস ক্রমাগত দুর্গোপরি অনলবৃষ্টি করাতে দুর্গস্থিত রুষ-সেনার অবস্থা অতীব ভয়াবহ হইয়া উঠিল। উইটগার্টের নৌবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে দুর্গরক্ষক রুষসৈন্যগণের উৎসাহ আরও কমিয়া আসিল। বিশেষতঃ যে সকল পোত পুনর্ব্বার আর্থার বন্দরে আশ্রয় লইল, তাহাদিগের নিদারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে দুর্গস্থিত সেনাদলের হৃদয়ে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

১৫ই আগষ্ট হইতে জাপানীরা আবার নবোৎসাহে দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে দুর্গের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সাহোপুর যুদ্ধ।

লায়োয়াঙ্গের যুদ্ধের পর জাপ-সেনাগণ অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেই কারণে যে সময় কুরোপাটকিন সসৈন্যে লায়োয়াঙ্গ ছাড়িয়া মুকদেনে পলায়ন করেন, সেই সময় জাপান-সেনাপতিগণ রুষসেনার অনুধাবন করিতে সমর্থ হন নাই। উভয় পক্ষীয় সেনা প্রায় এক পক্ষকাল বিশ্রাম করে; পরে জাপানসেনা আবার মুকদেন অভিমুখে ছুটিতে থাকে। ১০ই অক্টোবর, ২৫শে আশ্বিন শনিবার প্রতিপদের দিন সাহোনদীর তীরে উভয়দলস্থ সৈন্যগণের তুমুল সংঘর্ষ বাধে।

প্রায় তিন লক্ষ সেনা লইয়া জাপ সেনাপতিত্রয় মুর্কদেন আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রায় বিশক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া জাপানের এই বিশাল বাহিনী রুষ-সেনাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। যুদ্ধারম্ভকালে জাপানী-ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিলেন—গভীরবুদ্ধি, স্থিরচিত্ত, রণ-কুশল কুরোকী। যেন্তাই হইতে প্রায় সাড়ে বার ক্রোশ পূর্ব্বে, পেন্‌সিহ নামক স্থানে কুরোকির সেনা সমাবেশিত ছিল। অদম্যবিক্রম অকুর উপর জাপ সেনার বাম পার্শ্ব রক্ষার ভার পড়ে। ইনি হুননদীর পূর্ব্বতটে,—জেন্তাই হইতে প্রায় সাড়ে নয় ক্রোশ দূরে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কুরোকি এবং অকুর মধ্যভাগে, মুকদেন হইতে বহু ক্রোশ দক্ষিণে নউজু সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার সেনাদলের পূর্ব্বদিকের দল

কুরোকিকে এবং পশ্চিমদিকের দল অকুর সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল।

জাপানী সেনার ব্যূহ অনেকটা ধনুরাকৃতি। একখানি ধনুকের গুণ মুক্তদেনের দিক রক্ষা করিলে যেরূপ হয়, জাপসেনা ঠিক সেই ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। এই ধনুকের বাম-কোণে কুরোকি, দক্ষিণ কোণে অকু এবং মধ্যস্থলের যে স্থানটি বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া শর নিক্ষেপ করিতে হয়, সেই স্থানে নউজু সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন প্রথমে জাপসেনার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। তাঁহারই আদেশক্রমে দুর্দ্দান্ত রুষ-সেনাপতি মিশ্চেস্কো দুই সহস্র কশাক অশ্বারোহী লইয়া, তাইতসো নদী পার হইলেন এবং বুকোকির পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া জাপানীদিগের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু সেনার উত্তরস্থ রক্ষিদল ঘুরিয়া আসিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে কশাক অশ্বারোহীদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয় পক্ষীয় সেনাই প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, অসমসাহসে ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। শেষে কিন্তু রুষসৈনাকে হঠিতে হইল। জাপসেনার দক্ষিণ পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রুষসেনা যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল না।

এদিকে অকুর দক্ষিণদিকস্থ সেনাদল এবং নউজুর বামভাগস্থ সেনাদল একযোগে যুলিটাজু নামক স্থানে রুষ সেনাদলকে আক্রমণ করিল। এই যুলিটাজু জেন্তাইস্থিত কয়লার খনির দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে রুষ-জাপে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

কিন্তু জাপসেনা বারংবার আক্রমণ করিয়াও রুষসেনাদলকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না, রুষসেনা বাত্যাবিতাড়িত শৈল-শিখরের ন্যায় অচল অটলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইহার পরই বিশ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। অকুর সেনাদল টাটুংসাং নামক স্থান হইতে রুষসেনাদলকে বিতাড়িত করিল। অকুর বামভাগস্থ সেনাদল সিলিওসাটিন্ নামক স্থলে রুষ সেনাকে আক্রমণ করত হোকিয়াটাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল।

১১ই অক্টোবর তারিখে রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া জাপানীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুকদেনের নিকটস্থ রেলের রাস্তা হইতে যেন্তাই পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার দুইলক্ষ সৈন্য সমাবিষ্ট ছিল। রুষ-সৈন্য বরাবর শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ছিল না। স্থানে স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল। পাছে জাপানীদিগের ঘনসন্নিবিষ্ট সেনাদল রুষ-বাহিনীর উপর হঠাৎ আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায়ই কুরোপাটকিন ৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে জাপ-সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময়ে জাপানী-সেনাদল তাইৎসো নদীতটে পেনসিহু নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। এই পেনসিহু নামক স্থানেই রুষ-সেনাপতি মিশ্চেঙ্কো দুই সহস্র কশাকসৈন্য লইয়া জাপ-সেনাপতি কুরোকিকে আক্রমণ করেন।

এদিকে অকুর সহিত রুষসেনার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। অকু, রুষসেনার দক্ষিণ ব্যূহ বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। নউজুর একদল সৈন্য এই সময়ে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইল। জাপসেনা অসমসাহসে ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু রুষ-সেনার প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া, তাহাদিগকে বেষ্টন করিতে সমর্থ হইল না। এই স্থানে জাপানীরা রুষের নিকট হইতে ত্রিশটী কামান কাড়িয়া লইল। রুষ-সেনাপতি গতিক দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই স্থানে যদি রুষসেনা শত্রু কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। তাই তিনি পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান হইতে রুষসেনা সরাইয়া লইয়া এই স্থানে সমবেত করিতে লাগিলেন। বৈতারিক বার্ত্তাবহযোগে, পতাকা সঙ্কেতে, অশ্বারোহী প্রেরণে নিকটস্থিত সেনাদলকে এই স্থানে সমবেত হইবার জন্য রুষ-সেনাপতি আদেশ প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দলে দলে রুষসেনা আসিয়া অকুকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তবুও অকুর সেনাদল অটল, অচল; যেন বারিধি-বক্ষঃস্থ উন্নত শৈলশিখর অটলভাবে ঝটিকা-সন্তাড়িত তরঙ্গমালাকে প্রত্যাহত করিতেছে! ক্রমে দিনমানের অবসান হইল। নৈশ-তিমিরে ধরাতল আচ্ছন্ন হইল। জাপসেনা তথাপি রণে ভঙ্গ দিল না। নিশার আঁধারে অঙ্গ আবরিত করিয়া জাপসেনা আবার রুষসেনার উপর গিয়া পড়িল। রুষ-সেনা আর সে বিক্রম সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে শনৈঃশনৈঃ পশ্চাৎপদ হইয়া আপনাদের সেনাদলে আসিয়া মিশিল। এই সময়ে অকু, রুষ-সৈন্যের নিকট হইতে আরও দশটী কামান কাড়িয়া লইলেন।

কিন্তু অকুর উদ্দেশ্য সফল হইল না। কারণ তিনি রুষসেনাকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিলেন না। সে দিন যদি তিনি রুষসেনাদলকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিতেন, তাহা হইলে রুষসেনা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত। কুরোপাটকিনকে অচিরেই হেঁটমুণ্ডে পরাজয় স্বীকার করিতে হইত।

এইবার সাহোনদীর তটে রুষ-জাপে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। কামান ও বন্দুকের গভীর গর্জ্জনে, মুমূর্ষুর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সাহো-তটিনীর তীরবর্ত্তী কান্তার, প্রান্তর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। নিকটস্থ এবং দূরস্থ শৈলমালায় সেই সর্ব্বলোকসন্ত্রাসন-ধ্বনি মুখরিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বিষম বিভীষিকার সঞ্চার করিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, দুই দলের সেনা যেন সমরোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। আপন আপন জীবনকে তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া উভয় দলের সেনাই বিপক্ষ পর্য্যদস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইল। রুষসেনা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জাপ-সেনার অগ্রগতি রোধ করিতে পারিল না। জেনারেল কুরোপাটকিন এই ভীষণ যুদ্ধে শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া, হতাবশিষ্ট সৈন্য-সামন্ত ও রসদাদি লইয়া নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আর্থার বন্দরের পতন।

উইট্‌গার্টের মৃত্যুর পর আর্থার বন্দরের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব জাপানী সৈন্য ও

রণোপতনিচয় দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। স্থলপথে জাপানী যোদ্ধৃগণ ঘন ঘন কামানগর্জ্জনে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সমুদ্রপথে টোগার ভীমনাদী কামানসমূহ সেই গর্জ্জনে যোগদান করিল। শত্রু-পরিবেষ্টিত আর্থার বন্দর রক্ষা করা ক্রমশঃ ষ্টশেলের অসাধ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তাঁহার আদেশে দুর্গস্থিত রুষ-সৈন্য জাপানীদিগের উপর অবিশ্রান্তভাবে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

এক্ষণে জাপানীদিগের গোলার আঘাতে আর্থার বন্দরের প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাকার এবং নগরের প্রাচীরাদি বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

আর্থার-দুর্গ আক্রমণকালে জাপানী-পক্ষের বহু সৈন্য রুষের ভূপ্রথিত গুপ্ত আগ্নেয়যন্ত্রে ধ্বংস হইতে লাগিল। গভীর রজনীতে একদল জাপানীসৈন্য যখন দুর্গ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল, তখন একটিও রুষ-সৈন্য তথায় দৃষ্ট হইল না, অথবা কেহ একটি কামন বা বন্দুকের গুলিও শত্রুসৈন্যের উপর নিক্ষেপ করিল না। কিন্তু জাপানীরা দুর্গের সন্নিহিত হইবামাত্র একেবারে ভীম গর্জ্জন শ্রুত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ জাপানী সৈন্য আগ্নেয়যন্ত্রের আঘাতে উর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হইল। রণক্ষেত্র হইতে ধূম অপসারিত হইবার পর দেখা গেল, ছিন্ন-হস্ত, ছিন্ন-পদ সৈনিক এবং অসংখ্য মৃতদেহ রণক্ষেত্রের উপর স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। শত শত মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর সৈন্যের আর্ত্তনাদে গগনতল পরিপূর্ণ হইতেছে।

বহু সহস্র জাপ-সৈন্য, রুষের এইরূপ কূট-কৌশলে বিনাযুদ্ধে ধ্বংস হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি তাহারা সমরে বিমুখ হইল

না। প্রাণপণে আর্থারদুর্গ ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইল। জাপানীরা আর্থারবন্দর হইতে দেড় ক্রোশ দূরস্থ সুশিয়েন নামক সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিল। তাহার পর জাপানীরা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পাটিংচিঙের অদূরে একস্থানে আড্ডা লইল। তথা হইতে আর্থার বন্দরের নিজ সহর কেবল এক ক্রোশ মাত্র। সুতরাং ক্রমেই জাপানীর সুবিধা হইতে লাগিল,—ক্রমেই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমে জাপানীরা বহির্জ্জগতের সহিত আর্থার দুর্গস্থ রুষসৈন্যের সংস্রব একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। জেনারেল কুরোপাটকিনের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আর্থর-দুর্গের সহায়তার জন্য নূতন সেনাবল প্রেরিত হইল না। কুড়ি হাজার রুষ-সৈন্য এখন জালবদ্ধ মীনবৎ আর্থার-দুর্গে অবরুদ্ধ। তাহাদের মস্তকের উপর অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল।—আশে পাশে কামানের গোলা ছুটিতে লাগিল। এই কুড়ি হাজার মরণ-সঙ্কল্প রুষসৈন্য আজ প্রাণপণে দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত। তাহাদের পলায়নের আর উপায় নাই। মৃত্যুই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা দুর্গরক্ষায় তৎপর হইল।

রুষাধিকৃত প্রত্যেক দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে তিনটি করিয়া পরিখা ও প্রাকার নির্ম্মিত আছে। এই পরিখা-বেষ্টিত স্থানের প্রবেশ-পথে অস্ত্রধারী প্রহরিগণ সর্ব্বদা দণ্ডায়মান। সেনানায়কের আদেশ ব্যতীত একটি সৈনিকেরও স্থানত্যাগের উপায় নাই। যদি কোন সৈনিক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে যায়, তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র প্রহরীর উদ্যত অসি তাহার শিরশ্ছেদনের উদ্যম করে। এই জন্য শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া সৈন্যগণকে

পরিখা ও প্রাকার-বেষ্টিত স্থানের মধ্যে অবস্থিতি করিতে হইল।

জাপানী-পক্ষের অগ্নিবর্ষণের প্রত্যুত্তরে রুষপক্ষ বাধ্য হইয়া গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। যদি পশ্চাদ্ভাগে পলায়ন করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে রুষসৈন্য কখনই জাপানী-সেনার অনলবৃষ্টির সম্মুখে পতঙ্গবৎ আত্মসমর্পণ করিত না।

ক্রমেই আর্থার বন্দরের পতন অনিবার্য্য ও আসন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। জাপানীরা বহুকষ্টের পর আর্থার দুর্গের সন্নিহিত সানসুসান ও আরলুঙ্গসান দুর্গদ্বয় অধিকার করিয়া, এক্ষণে আর্থার দুর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইল। উত্তরমুখীন আরলুঙ্গসান নামক দুর্গে এখন জাপানীরা ৮০টি কামান স্থাপন করিল। এই কামান নিচয়ের মধ্যে দুইটি আবার অতি বৃহৎ। এই কামানসমূহ হইতে উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব দিকে অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। আর্থার বন্দরের সন্নিহিত কিওয়ান নামক শৈলমালাও জাপানীরা অধিকার করিল। ইহার উপরিভাগে পাঁচটি দুর্গ বর্ত্তমান। আরলুঙ্গসান হইতে আর্থারদুর্গ দুই সহস্র হস্তমাত্র দূরে অবস্থিত। আবার আর্থারদুর্গও সানসুসানের অগ্নিবর্ষণসীমার মধ্যে স্থিত।

এই দুইটি স্থান হইতে জাপানীরা তোপ দাগিতে আরম্ভ করাতে নগর ও বন্দরের ক্ষতি হইতে লাগিল। রুষসেনা-নায়ক জেনারেল ষ্টশেল, জাপানীদিগের অব্যর্থ আঘাতে আহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তত্রাচ তিনি স্বকার্য্য সাধনে বিরত হইলেন না। শয্যাগত হইয়া—চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিয়া—তিনি অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা বিশাল বাহিনীকে পরিচালন করিতে লাগিলেন।

জাপানীরা এইবার আর একটি অসাধ্য সাধন করিল। তাহারা বহুদিন হইতে পর্ব্বতোপরি স্থাপিত "মিটারহিল" নামক দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই দুর্গনিচয় অত্যন্ত সুদৃঢ়। ইহাদের নাম ১৩১ মিটার হিল, ১৬৯ মিটার হিল, ১৭৪ মিটার হিল, ১৮০ মিটার হিল এবং ২০৩ মিটার হিল।

১৩১ এবং ১৬৯ মিটার হিলের দুর্গ দুইটি বন্দরস্থ নগরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। যেস্থান দিয়া এই সকল পাহাড়ের উপরে উঠিতে হয়, তথায় কাঁটাবিশিষ্ট তারের ভীষণ বেড়া। প্রত্যেক দেড়হাত দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোটা মোটা কাঠের খুঁটি পুতিয়া, তাহাতে ঐ তার জড়াইয়া এই সকল বেড়া তৈয়ার করা হইয়াছে। এক একটি বেড়া প্রায় চারি হাত চওড়া। এ বেড়ায় গোলাগুলি লাগিলে বেড়ার বড় বিশেষ ক্ষতি হয় না। পশ্চিম দিকের পর্ব্বতমালার মধ্যে শু সি উপত্যকার পূর্ব্বধারে আর-ল্যা, কিকোয়ান্, চিফুয়ান, লিয়াও, লিচি এবং ওয়ান্টাই এই কয়টী বড় বড় দুর্গ অবস্থিত।

যে ২০৩ মিটার হিলের যুদ্ধে সহস্র সহস্র রুষ-জাপানের শোণিতে আর্থার বন্দরের পর্ব্বতগাত্র প্লাবিত হইয়াছে, তাহা বন্দরের পশ্চিম ভাগস্থিত শৈলমালার উপর অবস্থিত। সমুদ্রতীর হইতে পশ্চিম দিক দিয়া বন্দরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে হইলে, যে সকল কেল্লা পার হইতে হয়, এই ২০৩ মিটারহিলের কেল্লা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই দুইটী পাহাড়ে উঠিবার পথেই সর্ব্বপ্রথমে চারিহাত করিয়া প্রশস্ত তিনসারি বেড়া স্থাপিত ছিল। তাহার পরেই—কিঞ্চিৎ দূরে প্রকাণ্ড পরিখা। পরিখার অপর পার্শ্বেই সুদৃঢ় প্রাচীর। গোলাগুলি লাগিলে তাহার

কিছুই হয় না। সেই প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে আবার বড় বড় কামান বসান। এই সকল কামান যখন একযোগে অগ্নিবর্ষণ করে, তখন তাহার সম্মুখীন হওয়া ভীষণ ব্যাপার! এতদিন এই দুর্গটি রুষের হাতে ছিল। কাজেই জাপানীরা প্রথমে পাহাড়ের সম্মুখ দিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই; কিন্তু দ্বিতীয় পাহাড়শ্রেণী অতিক্রম না করিলেও বন্দরে প্রবেশ অসম্ভব। তাই জাপানীরা প্রাণপণে এই কেল্লা লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জাপানীরা রুষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অতুল প্রতাপে দুর্গের দিকে ধাবিত হইল।

এই দুর্গ লইবার জন্য যে ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিঞ্চাউ, নান্‌সান্‌ যুদ্ধের পর এমন যুদ্ধ আর্থার বন্দরের নিকটে ইতিপূর্ব্বে আর হংঘটিত হয় নাই। এক একদল জাপানীসৈন্য পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, আর অমনি রুষগণ গোলার আঘাতে তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে লাগিল। পরক্ষণে আবার নূতন সেনাদল দ্রুতপদে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার রুষসেনা গোলাবর্ষণ করিয়া তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিল। আবার—আবার একদল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এইরূপে অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে,—সহস্র সহস্র জীবন উৎসর্গ করিতে করিতে—পাঁচদিন যুদ্ধের পর জাপানীরা ২০৩ মিটার-হিল অধিকার করিল।

জাপ-সেনাপতি নগীর পুত্র এই যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার অপর পুত্র পূর্ব্বেই নান্‌সানে হত হন। সুতরাং নগী এতদিনে পুত্রহীন হইলেন। কিন্তু তাহাতেও

নগীর দুঃখ নাই। নগী যে ২০৩ নং মিটারহিল লইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই তিনি আনন্দিত। পরন্তু আর্থার বন্দর পতন এবার অনিবার্য্য হইল।

মিটার শৈল জাপনীদিগের অধিকৃত হইলে, তাহারা তদুপরি কামানাদি স্থাপন করিয়া গোলাবর্ষণ করতঃ চারিদিকে রুষকে বিব্রত করিয়া তুলিল। অচিরে জাপানীরা রুষের নিকট হইতে ইট-জু-সান্ এবং আকাশকী নামক দুইটি দুর্গ কাড়িয়া লইল। শুধু তাহাই নহে, এই ২০৩ মিটারহিল্ হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করাতে বন্দরে রুষের যেকয়খানি যুদ্ধজাহাজ অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি একেবারে বিধ্বস্ত হইল। পলটোভা, রেটভিজান, বেয়ান, পোবিনা, পেরেশিত, পাল্লাদা, শিবাষ্টিপুল, প্রভৃতি যে কয়খানি বড় বড় যুদ্ধজাহাজ ছিল, তাহার কতক মগ্ন, কতক ভগ্ন, কতক ভস্মসাৎ হইয়া গেল। একমাত্র শিবাষ্টিপুল এই দারুণ বিপদে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

৮ই ফেব্রুয়ারী যৎকালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তৎকালে আর্থার-বন্দর এবং তাহার সন্নিকটে বড় যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজার ইত্যাদিতে রুষের ৬৮খানি বড় জাহাজ, চারিখানি তদপেক্ষা ছোট ক্রুজার, ৭ খানি কামানবাহী জাহাজ, ২৫ খানি টর্পিডোবোট-মারা জাহাজ ও দশখানি টর্পিডো বোট ছিল। ২০৩ নং মিটার হিল্ জাপানীরা অধিকার করাতে, রুষের প্রায় ৪৫ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজ নষ্ট হইল।

জাপানীদিগের আর্থার-দুর্গ অবরোধের একটা উদ্দেশ্য এতদিন পরে সিদ্ধ হইল। বন্দরস্থিত রুষীয় রণপোতসমূহকে বিধ্বস্ত এবং কার্য্যের অনুপযোগী করিতে পারিলে, বাল্টিক নৌ-

বাহিনীর সহিত এড্‌মিরাল টোগার বলপরীক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইবে। সেই জন্য জাপানীরা অমিতবিক্রমে আর্থার-দুর্গ আক্রমণ করিয়া, কয়েকটি নৌ-যুদ্ধে আশ্রয়স্থান অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। মিটার শৈল অধিকারে জাপানী-দিগের সেই সুবিধা হইল। আর্থার বন্দরস্থিত রুষসৈন্য আর কোন নৌ-যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে না।

মিটার শৈল অধিকার করাতে জাপানীদিগের অনেক সুবিধা হইল। বন্দরের ছোট বড় যাবতীয় দুর্গ ক্রমশঃ তাহাদের অধিকারে আসিতে লাগিল। প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে রুষের অস্ত্র-শালাগুলি ধ্বংস পাইতে লাগিল। এই সময় জাপানীরা রুষের "নর্থকোর্ট" নামক দুর্গের তলদেশে আগ্নেয়যন্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া, খানিকটা স্থান উড়াইয়া দিল। অতঃপর তাহারা ভগ্ন প্রাকারের মধ্য দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। নিশীথকালে উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে সঙ্গীনে সঙ্গীনে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি বিস্ফোরক পদার্থসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহুচেষ্টার পর জাপানী উক্ত দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইল। রুষসৈন্য অনেকগুলি মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। এদিকে বন্দরের রণতরীগুলি একে-বারে বিধ্বস্ত হইল। শিবাষ্টিপুল যদিও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু জাপানের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণে সেখানিও বিধ্বস্ত হইল।

এদিকে ২৮ ডিসেম্বর বেলা দশটার সময় জাপানী সৈন্য ডিনেমাইট দিয়া আর্লাংশান দুর্গের প্রাচীরের কতকটা উড়াইয়া দিল। তৎপরে ঐ ভগ্ন স্থান দিয়া দলে দলে জাপানীসেনা

দুর্গের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রুষ-সৈন্যকে আক্রমণ করিল। রুষগণ বিপদ বুঝিয়া জাপ-সৈন্যদলের উপর সংহারমূর্ত্তিতে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! রুষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। নিশার অন্ধকারচ্ছায়ায় জাপানীসৈন্য দুর্গ অধিকার করিল। দুর্গের পাঁচশত রুষসৈন্যের মধ্যে একশত মাত্র রক্ষা পাইল। এই সময় জগৎ, মুমূর্ষু আর্থার বন্দরের অন্তিম সংবাদের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হইয়া রহিল। কিন্তু তথাপি—তখনও আর্থার বন্দরের এক আশ্রয় ছিল। এ আশ্রয় শুংশুশান কেল্লা। এ কেল্লা সহরের প্রাচীরের অনতিদূরেই অবস্থিত। আর্লাংশন কেল্লা অধিকার করিলেও, এ কেল্লা যতক্ষণ জাপানের করতলগত না হয়, ততক্ষণ সহরটি জাপানের হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রুষের এ আশা-দীপটিও নির্ব্বাপিত হইল। ৩১শে ডিসেম্বর বেলা দশটার সময় জাপানীরা এই কেল্লার উত্তর দিকের অংশ ডিনেমাইট দিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিল। ডিনেমাইটের চোটে কেল্লার কতকটা উড়িয়া গেল। কতক সৈন্য দক্ষিণ দিকে পলাইয়া গেল। যাহারা ইট চাপা পড়িয়াছিল, জাপানীসৈন্য গিয়া তাহাদের অনেককে স্তূপাকার ইট পাথরের ভিতর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিল। দুইজন রুষকর্ম্মচারী এবং ১৬৬ জন রুষসৈন্য ইটপাথরের স্তূপ হইতে রক্ষা পাইয়া জাপানের হস্তে বন্দী হইল।

ইহার পর ১লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষের দিনে, জাপানীরা ভোর সাতটার সময় সহরের প্রাচীরসংলগ্ন “এইচ ফোর্ট” এবং “পান লুংশান” নামক দুর্গদ্বয় অধিকার করিল। ষ্টশেল এই ঘোর বিপদের সময়,—এই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে, এই কেল্লা

দুইটী নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইবেন ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু কেল্লা দুইটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে না হইতে দুর্দ্ধর্ষ জাপানী-সেনা, ষ্টশেলের বড় সাধের কেল্লা দুইটিও কাড়িয়া লইল। এইবার রুষের প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তর আর্থার-বন্দরের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত প্রায় হইল।

একে একে সমস্ত দুর্গ—সমস্ত আশ্রয়স্থল শত্রুহস্তে পতিত হওয়াতে অগত্যা সেনাপতি ষ্টশেল, নগীর নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ষ্টশেল লিখিলেন ;—

"I find that further resistance is useless, and, for the purpose of preventing needless sacrifice of life, I propose to open negotiations for the capitulation of Port Arthur. Please appoint commissioners to discuss the conditions."

"আর বৃথা চেষ্টা। প্রাণীহত্যা যথেষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আর কাজ নাই। এখন আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করুন।" জাপ-সেনাপতি নগী, ষ্টশেলের এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাবপত্র প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে এক কমিশনার দল গঠিত করিলেন। কি কি সর্ত্তে রুষদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে দেওয়া হইবে, তাহার সমস্ত স্থির হইল। উভয় পক্ষের যুদ্ধ থামিল। গোলাবর্ষণ বন্ধ হইল।

২রা জানুয়ারী এরলংসান দুর্গের সন্নিহিত—"বিগ হিগেল্‌স-নেষ্ট" নামক দুর্গে রুষপক্ষের দূত কর্ণেল রিস্ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবসহ উপনীত হইলেন। জেনারেল ইজিচী, জাপানী পক্ষের

দুত নিযুক্ত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাবের সময় কোনরূপ গোলযোগ হইল না। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি যথোচিত সৌজন্ত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। উভয় পক্ষের দুত পরস্পরের অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বেলা ১২টা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের প্রতিনিধির এ সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা চলিল। শেষে সমস্ত ঠিক হইল। জাপানীগণ যে যে সর্ত্তের প্রস্তাব করিলেন, রুষপ্রতিনিধিগণ তাহাতেই স্বীকার পাইলেন।

রুষপক্ষের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত সন্ধিপত্রে একাদশটী সর্ত্ত উত্থাপিত হইল। উক্ত সর্ত্ত অনুসারে রুষীয় সামরিক কর্ম্মচারীরা ও সৈন্যগণ জাপানীদিগের বন্দী বলিয়া গণ্য হইবেন।

রুষপক্ষ, দুর্গসমূহের নক্সা ও নৌ অফিসারদিগের নামের তালিকা ইত্যাদি জাপানীদিগকে প্রদান করিবেন এবং আগ্নেয় যন্ত্রাদি কোথায়, কিরূপভাবে সন্নিবেশিত আছে, তাহা জাপানীদিগকে দেখাইয়া দিবেন।

আর্থার বন্দরের সমগ্র দুর্গ, জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র, গুলি, গোলা ও বারুদাদি সমরোপকরণ সেনাবারিকাদি যাবতীয় সামরিক ঘাটি, মালপত্র ও অন্যান্য সরকারী সম্পত্তি, সমস্তই জাপানীদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

এই এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষরের পর রুষদল যদি ঐ সকল দ্রব্য ধ্বংস বা নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে সন্ধিপত্র নামঞ্জুর হইবে ও জাপানীরা যদৃচ্ছা কার্য্য করিতে পারিবেন।

আর্থার বন্দরস্থ স্থলযোদ্ধা, জলযোদ্ধা, ভলন্টিয়ার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সকলেই জাপানীদিগের হস্তে বন্দী হইলেন, ইহাদের

মধ্যে সৈনিক ও নৌবিভাগের অফিসারগণ ও এতৎসংশ্লিষ্ট অফিসারগণ যেরূপ সাহস ও শৌর্য্যসহকারে এতদিন বন্দর রক্ষা করিতেছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া জাপানীরা তাঁহাদিগকে অস্ত্রচ্যুত করিবেন না; তাঁহাদের কাহারও দৈনিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ও উপস্থিত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিবেন না।

যতদিন এই যুদ্ধ শেষ না হইবে, ততদিন তাঁহারা জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না; অথবা যাহাতে জাপানের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে, এরূপ কোন কার্য্যে তাঁহারা লিপ্ত হইবেন না, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে জাপানীরা তাঁহাদিগকে সসম্মানে রুষিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি দিবেন।

রুষসৈন্য স্ব স্ব দ্রব্যাদিসহ সামরিক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, সামরিক কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমবেত হইবেন। উপরোক্ত বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে, তৎপরে জাপানীরা তাঁহাদিগকে স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিবেন।

জাপানী স্বাস্থ্যবিভাগীয় কর্ম্মচারীরা, পীড়িত ও আহত রুষসৈনিকদিগের সাহায্যার্থ আর্থার-দুর্গে অবস্থান করিবেন।

সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলেন। আর্থার বন্দর রুষের হস্তচ্যুত হইয়া জাপানের হস্তগত হইল।

জেনারেল ষ্টশেল, সর্ত্তানুযায়ী অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া, আর্থার বন্দর জাপানের হাতে তুলিয়া দিয়া, সদলে সেণ্টপিটার্স-বার্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর্থার-দুর্গশিরে এতদিনে জাপানের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।

সব ফুরাইল। রুষের গর্ব্ব—রুষের দম্ভ সমস্ত চূর্ণ হইল।

বিশ্ববিখ্যাত আর্থার-দুর্গের পতন হইল। জাপানীগণ লোকাতীত বীরত্ব, অসামান্য সহিষ্ণুতা এবং অপূর্ব্ব কৌশলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আত্মকার্য্য উদ্ধার করিল। সৌদামিনী আজ সমগ্র জগতে জাপানীদিগের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর লোক বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে মুক্তকণ্ঠে জাপানীদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। লোকে এতদিন যাহা কল্পনাতীত,—স্বপ্নাতীত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেছিল, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

আর রুষ সম্রাট? রুষ-সম্রাটের সেই প্রতিশোধ-প্রতিজ্ঞা আজ কোথায়? তিনি জাপানীদিগকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছিলেন।—কোরিয়া হইতে জাপানীদিগের আধিপত্য—চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রবল, জাপান দুর্ব্বল; তাঁহার বিপুল-বাহিনী বন্যার ন্যায় মাঞ্চুরিয়াভূমি পরিপ্লাবিত করিবে, তাঁহার নৌবাহিনী প্রশান্তমহাসাগরের নীল-নীরে বাড়বানল-জ্বালা বিস্তার করিবে। সে দুঃসহ বেগ, সে প্রচণ্ড তেজের সম্মুখে জাপানীরা কতক্ষণ টিকিবে? কিন্তু তাহার ফল কি হইল? রুষ-সম্রাটের আশাতরু ক্রমেই শুষ্ক হইতেছে। ইয়ালু-তীরে রুষসৈন্য পরাজিত হইল; লায়োয়াঙ্গের রণরঙ্গভূমিতে জাপানীদিগের বাহুবলে ও সমরনৈপুণ্যে সন্ত্রস্ত হইয়া লোকবিশ্রুত রুষ-সেনাপতি সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। রুষীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিবার আশায়, সাহোতীরে রুষ-সেনাপতি সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা মরিচিকায় পরিণত হইল। বহু সহস্র সৈন্য, শোণিতধারায় পৃথিবী পঙ্কিল

করিয়া, ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইল। এ পর্য্যন্ত একটা যুদ্ধেও রুষসেনা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করিতে পারে নাই। পরিশেষে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া, সুদৃঢ় আর্থার-দুর্গের সৈন্যবৃন্দও জাপানীদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। রুষিয়ার গৃহে গৃহে প্রিয়-বিয়োগবিধুর নরনারীগণের নয়নে অশ্রুপ্রবাহ উছলিয়া উঠিতেছে;—রুষের বল-গর্ব্ব ধূলিসাৎ হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বালটিক-বহরের অভিযান।

আর্থার বন্দরের সর্ব্বলোক ভীষণ সংগ্রামের পর বালটিক সমরের রুষ-নৌ-বাহিনী প্রণষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারকল্পে মহা উদ্যমসহকারে প্রাচ্য-মহাসমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভলাডিভষ্টক, সাগেলিয়ন, কোরিয়া, আর্থার বন্দর প্রভৃতি স্থান সমূহে রুষিয়ার যেরূপ নৌবাহিনী ছিল,—সুদূর বালটিক সাগরেও রুষের সেইরূপ বিপুল-বাহিনী অবস্থান করিতেছিল। বালটিক-নৌ-বাহিনী রুষিয়ার শক্তিশালী বহরসমূহের অন্যতম। এই বহরে—নিয়াজ সুয়ারফ, তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, বারোডিনো, ওরেল, অসলিয়াচিয়া, সিসোইভেলিকি ও নাভারিণ নামক সাতখানি প্রথমশ্রেণীর শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ; ডেমিট্রি ডনস্কি ও এডমিরাল নেকিমফ নামক দুইখানি বর্ম্মমণ্ডিত ক্রুজার এবং ওলেগ, অরোরা, ডিয়েটলানা, আলমাজ, জেমচাস ও ইজুমরুদ নামক ছয়খানি রক্ষিত ক্রুজার ছিল।

যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পরেই এই নৌ-বাহিনী ভলাডিভষ্টকের রুষ-নৌ-বাহিনীর সহিত যোগদান করিবার জন্য রুষ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিল,। রুষিয়ার আশা ছিল, বালটিক-বাহিনী প্রাচ্যসমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে জাপ-নৌ-বাহিনীর

গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে—সমুদ্রে রুষিয়ার রণপোতবলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই বালটিক-বাহিনীর যিনি কর্ণধার, তাঁহার নাম এডমিরাল রোজডেজভেনস্কি। ইনি এই বিপুল বাহিনীসহ উর্দ্ধশ্বাসে প্রাচ্যমহাসাগরে ধাবিত হইলেন। কিন্তু সুদূর বালটিক হইতে প্রাচ্যসমুদ্রে প্রবেশ বড় সমান্য কথা নহে। বালটিক হইতে আর্থার বন্দরের দূরত্ব তের হাজার সত্তর মাইল। এই সুদূর সমুদ্রপথ অতিবাহন করা বালটিক-বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত সহজসাধ্য নহে; ইহাতে বাধা বিঘ্ন বিস্তর। প্রথম অন্তরায়—কয়লা সংগ্রহ। তেরহাজার মাইল সমুদ্র-পথ অতিবাহনকালে মাঝে মাঝে জাহাজে কয়লা বোঝাই না করিলে চলিবে না। কিন্তু এই দীর্ঘ পথের মধ্যে কোথাও রুষিয়ার কয়লা বোঝাই করিবার বন্দর নাই। কয়লা লইবার জন্য অন্য শক্তির দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন রুষিয়ার আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু রুষ-জাপান-যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনী আপনাদিগকে নিরপেক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। সামরিক বিধান অনুসারে ইংলণ্ড অথবা ফ্রান্স, রুষ-নৌ বাহিনীকে কয়লা দিতে পারেন না। যদি যুধ্যমান জাতির কোন পোত কয়লার অভাবে অচল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যত কয়লা আবশ্যক, সেই পরিমাণ কয়লা নিরপেক্ষ শক্তিরা প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সমর-রঙ্গস্থল-গামী পোত বিধান অনুসারে নিরপেক্ষ দেশে কয়লা লইতে পারিবে না।

ইংলণ্ড নিরপেক্ষ, পক্ষান্তরে জাপানের মিত্র; সুতরাং ইংলণ্ড হইতে কয়লা প্রাপ্তি রুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ফরাসী রুষিয়ার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হইলেও নিরপেক্ষ বলিয়া রুষিয়াকে কয়লা দিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে পথিমধ্যে কয়লার অভাবে বালটিক নৌবাহিনীর দুরবস্থার একশেষ হইল —বহর অচল হইয়া পড়িল। তখন বালটিক নৌ-বাহিনীর আধিনায়ক রোজডেজভেনস্কি জর্ম্মনীর শরণাপন্ন হইলেন।

জর্ম্মনী রুষিয়ার পরম হিতার্থী বন্ধু; এক্ষেত্রে বিপন্ন বন্ধুর পার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পরিলেন না। সামরিক বিধান অগ্রাহ্য করিয়া জর্ম্মনী বালটিক নৌ-বাহিনীকে কয়লা দিতে সম্মত হইলেন। সাতাশখানি জর্ম্মন জাহাজ বালটিক-বাহিনীকে কয়লা যোগাইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন জর্ম্মনীর ভাড়া-করা নয়-খানি বিলাতী জাহাজও রুষিয়াকে কয়লা দিতে লাগিল।

কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ এ সকল তথ্য অবগত হইয়া এই কয়লা প্রদানে আপত্তি করিলেন। লর্ড ল্যান্সডাউন একখানি জর্ম্মন-পোতের কয়লা লওয়া স্থগিত করিয়া দিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিলেন যে, কেহই বালটিক বহরকে বিলাতের কয়লা দিতে পারিবে না।—বলা বাহুল্য, জর্ম্মনী ওয়েল্‌সের পথেই বালটিক-বাহিনীকে বিলাতের কয়লা যোগাইতেছিল। কিন্তু যখন এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল, তখন রুষিয়ার কার্য্য-সিদ্ধি হইয়াছিল; বালটিক-বহর যথেষ্ট কয়লা লাভ করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়িল।

আটলাণ্টিক ও সুয়েজের পথে প্রভূত সহগামী কয়লাপোত হইতে বালটিক-বহর কয়লা পাইতে লাগিল, সহচর রসদ-পোত হইতে রসদও মিলিতে লাগিল। আবার বহরের অসংস্পৃষ্ট অনেক রণপোতও নানা দিক হইতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে

বালটিক-বহরে মিলিত হইল। অতঃপর সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়া বালটিক বহরের সর্ব্ববিধ রণপোতই ভারতসাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুসিমার নৌ-সমর।

আটমাস কাল সুদীর্ঘ জলপথ পর্য্যটন করিবার পর এডমিরাল রোজডেজভেনস্কির পরিচালিত বালটিক নৌ-বাহিনী প্রাচ্যমহাসমুদ্রে প্রবেশ করিল। ভলাডিভষ্টকে গমন করাই রোজডেজভেনস্কির ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বহরে অধিক কয়লা না থাকায় তিনি জাপান ঘুরিয়া ভলাডিভষ্টকে গমন করিতে না পারিয়া সুসিমা প্রণালীর মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে অদ্ভুতকর্ম্মা রণকুশল টোগো বাল্‌টিকবহরের সংবাদ সংগ্রহে উদাসীন ছিলেন না; তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে তিনি শত্রুপক্ষের গতি-বিধির যাবতীয় সংবাদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কোন্ পথে এডমিরাল রোজডেজভেনস্কি স্বীয় নৌ-বাহিনী পরিচালিত করিবেন, এডমিরাল টোগো পূর্ব্বেই তাহার অবধারণ পূর্ব্বক সুসিমা দ্বীপের সান্নিধ্যে গুপ্তভাবে ও সহিষ্ণুতা সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এডমিরাল রোজডেজভেনস্কি অসমসাহসিকতার উপর নির্ভর করিয়া সমগ্র

নৌ-বাহিনী সহ সুসিমা প্রণালী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। বিপুল বালটিক-বাহিনী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অভিযান করিতেছিল। একশ্রেণী ব্যাটল সিপ বা রণপোত সমূহ লইয়া পূর্ব্বদিকে এবং আর একটি শ্রেণী ক্রুজার পোত ও টর্পেডো তরণী সহ পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিতেছিল। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে রণসম্ভারবাহী পোত ও সংস্কারপোত সমূহ অবস্থিতি করিতেছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৭ মে শনিবার প্রত্যূষে চারিদিক যখন নিবিড় কুজ্ঝটিকাজালে সমাকীর্ণ—সেই সময় বালটিক নৌবাহিনী বিপুল বেগে প্রণালীমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যে কুজ্ঝটিকাজাল ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় বালটিক নৌ-বাহিনী প্রতীক্ষাপরায়ণ যুযুৎসু জাপানী নৌ-বাহিনীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সে সময় ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হইতেছিল, প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সাগরসলিল ভীষণ তরঙ্গসমাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রণালীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বালটিক-বাহিনী শুভ্র বাষ্পরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। সেই সময়ে সুদূরবিসর্পিত পোতশ্রেণীর গম্ভীর ভাবোদ্দীপক শোভা দর্শকের চিত্তহারী হইয়াছিল। রুষ-বাহিনী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই যুদ্ধারম্ভ হইল। জাপানীরা রুষ বাহিনীর উভয় পার্শ্ব এবং সম্মুখভাগ হইতে প্রচণ্ডবেগে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য কি ভয়াবহ! পঞ্চাশখানি যুদ্ধজাহাজ হইতে অবিশ্রান্তভাবে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। ভীমনাদী কামানসমূহের গভীর গর্জ্জনে সে সময় দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত হইয়া শত শত বজ্র-পাতানুরূপ

অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। সমুদ্রসলিলের উপরিভাগে সাগরসম্ভূত নীরদজালের ন্যায় ধূমরাশি পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। এই ধূমরাশি কামান নিঃসৃত অগ্নিশিখা-সমূহে এক এক বার প্রদীপ্ত হইতেছিল।

বালটিক বহরের এড্‌মিরাল নাকিমফ নামক ক্রুজার ও কামচটকা নামক সংস্কারপোত সর্ব্বাগ্রে জলধির নীলাম্বু মধ্যে অন্তর্হিত হইল। এই পোতযুগলের উপরিভাগ অগ্নিবর্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল,—আহত ও নিহত সৈনিকদিগের দৃশ্য আরও ভীষণ হইল। জাপানী পক্ষের একটি ভীষণ গোলার আঘাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল, কামচটকা পোতখানি আবর্ত্তগত তৃণের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্রের জলতলে শয়ন করিল। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পোত হইতে ৫৬ জন নাবিক একখানি তরণী লইয়া সমুদ্র-জলে নামিল কিন্তু তখন সমুদ্রের তরঙ্গ এরূপ প্রবল ছিল যে, তরণীখানি সমুদ্রসলিল স্পর্শ করিবামাত্র মহাশব্দে ডুবিয়া গেল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই নাকিমক নামক ক্রুজারখানি আকাশ ও সমুদ্র প্রতিধ্বনিত করিয়া ঘোররবে বিদীর্ণ ও অতঃপর জলমগ্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে পোতস্থিত ৬০০ ছয় শত নাবিক সৈন্যের মধ্যে অধিকাংশ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। জাহাজের কাপ্তেন একখানি ষ্টিললঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক আশু মৃত্যুর মুখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যান্য জাহাজের নাবিকগণ তাঁহাকে অতি কষ্টে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিল।

প্রথম সংঘর্ষেই রুষপক্ষে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল। এই

সংঘর্ষের পর রুষীয় পোতশ্রেণী আর আপনাদের শ্রেণীবিন্যাস ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিল না। জাহাজগুলি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ঈষৎ বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এই সময়ে জাপানীরা রুষপোত সমূহের নিকটে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। অল্পদূর হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে জাপানীদিগের গোলাসমূহ আরও প্রচণ্ড বেগে রুষপোত সমূহের উপর পতিত হইতে লাগিল।

সূর্য্যাস্তের প্রাকালে সহসা সমুদ্রজলচারী কুজ্ঝটিকারাশি প্রণালীমধ্যে আবির্ভূত হইয়া রণমত্ত নৌ-বাহিনীদ্বয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিশাসমাগমে সমুদ্র-কুজ্ঝটিকা মুক্ত এবং বায়ু মন্থর হইল। এই বার জাপানী পোতনাশক তরণী ও টর্পেডো তরণী নিচয়ের শুভ সুযোগ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের প্রথমেই রোজডেজভেনস্কির টর্পেডোসমূহ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে রজনীযোগে টোগার আদেশে পোতনাশক তরণী ও টর্পেডো নৌকাসমূহ তীব্রবেগে রুষবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সমুদ্র অসংখ্য অনুসন্ধানালোকের রশ্মিজালে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। রজনীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নৈশ সমরের সূচনা হইল।

জাপানী রণপোত সমূহ টর্পেডো নিচয়ের গতিবিধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য প্রথমে অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। টর্পেডো সমূহ অগ্নিরাশির অন্তরালে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের সমরতরণীসমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অগ্নিমুখ কামানসমূহ হইতে যে অত্যুজ্জ্বল জ্বালা নির্গত হইতেছিল, তাহার প্রচণ্ড আলোকে নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল। অবিশ্রান্তভাবে তুমুল সংগ্রাম চলিল। জাপানী গোলা ও টর্পেডোর

আঘাতে একে একে আলেকজাণ্ডার ও অসলিয়ারিয়া নামক যুদ্ধ জাহাজ, নাভারিণ ও অরেল নামক ক্রুজার তরণী কম্পিত দেহে সমুদ্র জলে প্রবেশ করিল।

দেখিতে দেখিতে শনিবারের রজনী প্রভাত হইল। দিবা যুদ্ধেই রুষীয় নৌ-সৈন্য জাপানীদিগের সমরকৌশল দর্শনে মহাভীত হইয়াছিল, সুতরাং রাত্রিতে টর্পেডো তরণীনিচয় রুষীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে জাপানী রণপোত সমূহের কার্য্য আর ও সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহারা স্বল্লায়াসে রুষীয় পোতসমূহকে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। এই দিন জাপানীরা রুষ-বাহিনীর সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক এক খানি রুষ পোতকে লক্ষ্য ও পরিবেষ্টন করিয়া জাপানীরা যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অধিকাংশ রুষীয় পোতই সমুদ্রজলতলে শায়িত হইল; অবশিষ্ট পোতগুলি উপায়ান্তর নাই দেখিয়া জাপানীদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল।

এডমিরাল রোজডেজভেনস্কি এই যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া স্বীয় অধীন কর্ম্মচারীবর্গের সহিত বীডভয় নামক পোতনাশক তরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ দিবস অপরাহ্ণ-কালে জাপানী ক্রুজার সাজানামি ঝিলাংদ্বীপের সান্নিধ্যে উক্ত পোত খানিকে ধরিয়া ফেলিল। তখন এডমিরাল রোজডেজ-ভেনস্কি, এডমিরাল নিবোগেটক ও আট জন উচ্চপদস্থ সামরীক কর্ম্মচারী জাপানীদের হস্তে বন্দী হইলেন।

জাপানীদিগের সমর-প্রণালীর আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম সংঘর্ষে যখন বৃহৎ বৃহৎ পোত সমূহের মধ্যে

যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময়েই জাপানীদিগের কৌশলে রুষ-পক্ষের লাইট-গান বা লঘু কামান গুলির অধিকাংশই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এই কামান সমূহ টর্পেডো-তরণীর সহিত যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বর্ম্মদ্বারা সুরক্ষিত করা হয় না। প্রথম সংঘর্ষেই এই কামানগুলি বিধ্বস্ত হওয়াতে রুষীয় নৌ-সৈন্য জাপানী টর্পেডো তরণী সমূহের আক্রমণ কবলে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছিল।

যুদ্ধের পর যে দৃশ্য লোকের নয়নগোচর হইল, তাহা বাস্তবিক অতীব করুণোদ্দীপক। বিধ্বস্ত পোতের অংশ অবলম্বন অথবা পোতস্থিত তরণীসমূহে আরোহণ করিয়া রুষীয়-নৌ-সৈন্য সমূহ জাপানের উপকূল অভিমুখে আসিতেছিল। একখানি রুষীয় ক্রুজার নৌ সংঘর্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়া কর্ম্মচারী ও নাবিকসহ প্রায় দুইশত লোক লইয়া জাপানের উপকূলবর্ত্তী হামাদি নামক স্থানে উপস্থিত হইল।

ইহারা শ্বেতপতাকা উড্ডীন করিলে জাপানীরা ক্রুজারস্থিত লোকদিগকে নামাইয়া আনিবার জন্য কয়েকখানি নৌকা প্রেরণ করিল। এই সঙ্গে জাপানী সেবা-সমিতির কয়েকজন লোক ক্রুজারে গিয়া আহত সৈন্যদিগকে ঔষধ ও বন্ধনী প্রভৃতির দ্বারা যথোচিত সাহায্য করিতে লাগিলেন। অতঃপর রুষীয় নৌ-সৈন্যদিগকে ক্রুজার হইতে স্থলে আনয়ন করিয়া নিপন দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমদিকবর্ত্তী ইয়ামাগুচি নামক স্থানে রাখা হইল। ঐ সময় শত শত রুষ নাবিক সৈন্য জাহাজের কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন ও জাহাজের নৌকায় আরোহণ করিয়া স্থলে উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের শোচনীয় অবস্থাদর্শনে

করুণার বশবর্ত্তী হইয়া বাণিজ্য জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ ও বিলাস তরণীর অধ্যক্ষেরা ইহাদের প্রাণরক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইহাঁরা কয়েক শত রুষ সৈনিককে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে আহত হইয়াছিল।

সুসিমার জলযুদ্ধে বহুসংখ্যক রুষসৈন্য হত হয়। অনেকে খাদ্যের অভাবে ও ঝটিকায় বিপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জাপানী পক্ষের অব্যর্থ গোলা যখন রুষীয় জাহাজের উপর পড়িতে আরম্ভ করে, সেই সময় আর নিস্তার নাই মনে করিয়া রুষীয় নৌ-সৈন্য জাহাজস্থ জীবনরক্ষক নৌকাসমূহে আরোহণ করিবার জন্য দলে দলে ধাবিত হইয়াছিল।

যে বালটীক বাহিনীর সাফল্যের উপর সমুদ্রপথে রুষিয়ার শুভাশুভ নির্ভর করিতেছিল—ইদানীং যাহা রুষিয়ার প্রধান আশা ও ভরসা বলিয়া গণ্য হইতেছিল, সুসিমার মহানৌ-সমরে রুষিয়ার সেই শেষ আশা প্রদীপটি এই ভাবে নির্ব্বাপিত হইল। বিশ্ববিশ্রুত বালটীক-বাহিনীর নাম চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুকদেনের যুদ্ধ।

সাহোপুর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন সদলবলে মুকদেনের সান্নিধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মুকদেনের রণাঙ্গনে জেনারেল কুরোপাটকিন আর একজন সহযোগী সেনাপতির সাহায্যপ্রাপ্ত হইলেন। এই নবাগত

সেনাপতির নাম জেনারেল গ্রিকেনবার্গ। ইনি রুষিয়ার উইলনা প্রদেশের রুষ-সৈন্যসমূহের অধিনায়ক ছিলেন। রুষ-সম্রাটের আদেশ অনুসারেই মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে সমর চালনার জন্য ইনি অন্যতম সেনাপতিরূপে নিযুক্ত হইলেন। মাঞ্চুরিয়ার রণক্ষেত্রে ইহাঁর পদগৌরব ও রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিনের পদগৌরব সমান; উভয়ের ক্ষমতাও সমান। রুষসম্রাট গ্রিকনবার্গকে এই নূতন পদে নিযুক্ত করিবার সময় বলেন,—"জাপানীরা এই যুদ্ধে বিষম দুর্দ্ধর্ষতার পরিচয় দিয়াছে। আপনি একজন সমরকুশল সাহসী সেনাপতি। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশের সমগ্র রুষ-সৈন্যকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া, আপনি এক দলের নায়ক হইবেন, অপর দলের নায়ক থাকিবেন কুরোপাটকিন। যাহাতে জাপানীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারা যায়, এক্ষণে আপনারা দুই জনে তাহা করিবেন।"

এদিকে মার্শেল ওয়ামা, কুরকী, ওকু প্রভৃতি জাপ-মহারথীগণ পলায়মান রুষ সেনার অনুসরণ করিয়া ভীমবিক্রমে মুকদেন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। জেনারেল কুরোপাটকিন জাপানী সৈন্যদলের অগ্রগমনে বাধা দানের অভিপ্রায়ে মুকদেনের পথে ঘাটিতে ঘাটিতে বহুসংখ্যক রুষসৈন্য রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল রুষসৈন্য বীরবিক্রমে অগ্রগামী জাপ-সৈন্যগণের ধাবনে বাধা দিতে লাগিল।

সিঙ্কিচেন নামক স্থানে একদল রুষ-সৈন্য জেনারেল রেনিক্যাম্পের অধীনতায় কয়েকটি সুদৃঢ় স্থান রক্ষা করিতেছিল। এই সেনাদলে সত্তর হাজার রুষ-সৈন্য এবং কুড়িটি কামান ছিল। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জাপানী সৈন্যগণ এই স্থানে

আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন উভয়দলে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। রুষ-সৈন্য দুইদিন পর্য্যন্ত বীরত্ব সহকারে জাপানীদের আক্রমণ করিল; তৃতীয় দিনে রুষ রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। এই যুদ্ধে রুষ পক্ষে দুই সহস্র সৈন্য হতাহত হইল; জাপানীদের হতাহতের তালিকা প্রায় দেড় সহস্র। রুষসৈন্যগণ রণস্থলে তিনটি যন্ত্রচালিত কামান ফেলিয়া গিয়াছিল, সে গুলি জাপানীদের হস্তগত হইল।

ট্যানসিংটুং নামক স্থানে আর এক দল রুষ সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। সিঙ্কিচেনের যুদ্ধে পরাজিত রুষসৈন্যগণ ট্যানসিংটুংএ সমবেত রুষসেনাদলের সহিত মিলিত হইল। প্রায় এক লক্ষ রুষ সেনা, চৌদ্দটি কামান লইয়া এই স্থানে জাপানীসেনার আক্রমণ প্রতিরোধার্থ বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইল।

১লা মার্চ্চ তারিখে জাপ-সেনাদল এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাপানীরা বামপার্শ্ব হইতে রুষ-সেনাদলকে আক্রমণ করিল। রুষসৈন্যগণ প্রাণপণ চেষ্টায় জাপানীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। জাপানীরা উপর্য্যুপরি একাদশ বার রুষ-সেনাদলকে আক্রমণ করিল; কিন্তু রুষেরা অসীম ধৈর্য্য সহকারে প্রতিবারই জাপানীদিগকে হটাইয়া দিল। অবশেষে জাপানীরা অতুল বিক্রমে দ্বাদশবার আক্রমণ করিল; এই তীব্র আক্রমণ এবার আর রুষ সৈন্যগণ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না; এবার তাহারা হটিতে আরম্ভ করিল। তখন জাপানী সেনাদল এই পলায়মান রুষসৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জাপানী কামানের অজস্র গোলাবর্ষণে রুষসৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তথাপি কয়েকদল রুষসৈন্য

তখনও জাপানীদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল ; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা আর কতক্ষণ? সন্ধ্যার অন্ধকার একটু ঘন হইয়া আসিতে আসিতেই তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ১লা তারিখের যুদ্ধ এইরূপে শেষ হইল ;—ট্যানসিংটুং জাপানীদের হস্তগত হইল।

চিংহোচেং নামক স্থানে আর একদল রুষসৈন্য ঘাঁটি আগুলাইয়া বসিয়াছিল। ট্যানসিংটুং হইতে বিতাড়িত রুষসৈন্যদল ইহার সহিত মিলিত হইল। এই দলে কুড়িটি যন্ত্রচালিত কামান ছিল। ২রা মার্চ্চ তারিখে জাপানী বাহিনীর একাংশ প্রবল তুষার-ঝটিকার সময় শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। ভূমির আদ্রতা ও টাইটিসিহো নদের শিলীভূত জলের দ্রবণশীলতা বশতঃ সৈন্যপরিচালন বিষয়ে জাপানীদিগের বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যাহ্নকালে জাপানী-বাহিনীর প্রথমশ্রেণী শত্রুদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিল। রুষসৈন্যগণ কুড়িটি কামান সহ শ্রেণী-পরম্পরা-বিন্যস্ত সুদৃঢ় আশ্রয় স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক ভীম বিক্রমে জাপানীদের আক্রমণ রোধ করিতে লাগিল। সারাদিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধের পর সন্ধ্যাকালে রুষসৈন্যদল নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তাহাদের কামান সমূহ নিরব হইল ; চিংহোচেং জাপানীদের হস্তগত হইল। রুষেরা চিংহোচেঙ্গের আস্তানাগুলিতে অগ্নি প্রদান করিয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিল। রুষ-পরিত্যক্ত তিনটি হস্তচালিত কামান, বহুসংখ্যক বন্দুক ও গুলিবারুদ বিজয়ী জাপানীদের হস্তগত হইল।

এবার বিজয়ী জাপানী বাহিনী সমস্ত বাধাবিঘ্ন ছিন্নভিন্ন

করিয়া ভগ্নবাধ জলস্রোতের মত মহাবিক্রমে মুকদেন অভিমুখে ধাবিত হইল।

যে মুকদেন নগরী এখন রুষ-জাপানের রণরঙ্গ ভূমে পরিণত হইল, তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথার উল্লেখ যে প্রাসঙ্গিক হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুকদেন, মাঞ্চু প্রদেশের প্রধান নগর। এই নগরই চীনের পুরাণেতিহাসে শিনিয়াঙ বা ফুংডিন বলিয়া পরিচিত। চীনের বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়াই, এই মুকদেন চীনের পক্ষে অতি পবিত্র তীর্থ। মুকদেন নগরী দুই দফা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এক প্রাচীরবেষ্টনের ভিতর আর এক প্রাচীরবেষ্টন। প্রান্ত প্রাচীরের পরিধি প্রায় দ্বাদশ মাইল; এই প্রাচীর মৃন্ময়, ভিতরে আর এক প্রাচীর-বেষ্টন, ইহার পরিধি তিন মাইল মাত্র। এই তিন মাইলই ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার উপর চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ গম্বুজ বা স্তম্ভগৃহ বিদ্যমান। উত্তরস্থ উপনগরেই কোরিয়ার স্বর্ণ আসিয়া বিশোধিত হইত। পশ্চিমে মাঞ্চুবংশের প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধমন্দির। পূর্ব্বদিকে, বহিঃপ্রাচীরের তিন মাইল দূরে, আদি রাজাদিগের সমাধিক্ষেত্র, প্রাচীরে বেষ্টিত। এই প্রাচীর অতিক্রম করিলেই লোককে পূর্ব্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। পূর্ব্বে চীন সম্রাটদিগকে প্রতিবর্ষে মুকদেনে গিয়া তীর্থ করিতে হইত, ১৮০৪ অব্দ হইতে এই তীর্থযাত্রা রহিত হইয়াছে। এখন দশবৎসর অন্তর সম্রাটের চিত্র মুকদেনে যায়, তাহাতেই সম্রাটের তীর্থকার্য্য সম্পন্ন হয়।

এই চীন-তীর্থ—মুকদেন নগরে রুষ-সেনাপতি কুরোপাট-কিন, তাঁহার সহোযোগী সেনাপতি গ্রিফেনবার্গ ও অন্যান্য

সেনানায়কগণ সমগ্র রুষবাহিনীসহ সমবেত হইলেন। প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার কল্পে এবার রুষবাহিনী মহাউদ্যমে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। প্রত্যহ চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে রুষ সৈন্য আসিয়া মুকদেনস্থিত বিশাল রুষচমুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

এদিকে জয়োন্মত্ত জাপানী বাহিনী ভীম বিক্রমে মুকদেনের সান্নিধ্যে ফুসান নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত লইল। অগ্রগামী জাপানীবাহিনীকে বাধা দিবার জন্য জেনারেল কুরোপাটকিন ফুসানে বহুসংখ্যক রুষসৈন্য প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ফুসানের রুষসেনা জাপানীবাহিনীর অগ্রগমনে বাধা প্রদানে সমর্থ হইল না—তাহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিতে লাগিল।

এবার অদ্ভুতকর্ম্মা জাপ-সেনাপতি মার্শেল ওয়ামা সমগ্র বাহিনীসহ ভীমবিক্রমে মুকদেনে আপতিত হইয়া রুষবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার বিপুল বাহিনীর পুরোভাগ এক্ষণে বিশাল ধনুর আকার ধারণ করিল। সাহোনদের তীরভূমি এই সৈন্যদলের নেপথ্যে পরিণত হইল। সেনাদলের দক্ষিণ ভুজ সমগ্র ফুসান ব্যাপিয়া প্রসারিত হইল এবং উহার বাম বাহু মুকদেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। এই ধনুরাকৃতি বিরাট বাহিনী চারিদিক হইতে ক্রমে ক্রমে রুষসৈন্যের উপর চাপিয়া আসিতে লাগিল। ৫ই মার্চ্চ তারিখে মহাবীর ওয়ামা জাপ-সৈন্য-জালে রুষবাহিনীর উভয় পার্শ্ব বেষ্টনপূর্ব্বক রুষসৈন্যকে প্রবলবেগে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

জেনারেল কুরোপাটকিন, জেনারেল গ্রিফেনবার্গ প্রভৃতি রুষসেনা-নায়কগণ অদ্ভুদকর্ম্মা ওয়ামার এই অপরূপ রণচাতুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; এত শীঘ্র যে জাপানীসেনাগণ তাঁহাদিগকে এভাবে চাপিয়া ফেলিবে, তাহা তাঁহারা কল্পনাও করেন নাই। মুকদেনে আবার লায়োয়াঙ্কের পুনরাভিনয়ের সূত্রপাত দেখিয়া জেনালের কুরোপাটকিন বিষম চিন্তিত হইলেন। তিনি এবার প্রাণপণে জাপানীদিগের অগ্রগতি রোধ, বাহিনী-পার্শ্বে স্থানাধিকার নিবারণ করিবার চেষ্টা এবং জাপানীদিগের সেনাকেন্দ্রে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন।

জাপানীরাও নিশ্চিন্ত নহে। তাহারা ভীষণ সিজগান বা দুর্গাবরোধকারী কামানসমূহের সাহায্যে রুষসেনাদলের আস্তানাসমূহ ভয়াবহ অগ্নিবর্ষণ পূর্ব্বক রুষবাহিনীকে অস্থির করিয়া তুলিল।

মুকদেনের চারিদিকে অবিশ্রান্তভাবে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে জাপানীবাহিনী মুকদেনের পশ্চিমোত্তর ভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল এই স্থানে জেনারেল কুরোপাটকিনের অধীনস্থ সেনাদল মহাবিক্রমে জাপানী বাহিনীর বামভাগ আক্রমণ করিল। ইতিমধ্যে জাপানী বাহিনীর পুরোগামী সৈন্যদল অসাধারণ দক্ষতাসহকারে সমগ্র রুষবাহিনীর দক্ষিণ ভাগ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল।

তখন উভয় পক্ষে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল; রণক্ষেত্রের অবস্থা অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিল; পলকে পলকে সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যখন রণস্থলের এইরূপ অবস্থা; উভয় পক্ষই যখন প্রাণপণে মর্য্যাদা রক্ষায় বদ্ধপরিকর,—

জয় পরাজয় অনিশ্চিত, সেই সময় লিয়াহো ও সিনমিনটিঙ্গের দিক হইতে জাপানী সেনাপতি মহাবীর নগী বহুসংখ্যক জাপসৈন্য সহ অকস্মাৎ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন—মহাবিক্রমে রুষসেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। সসৈন্য নোগীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে—এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে রুষসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িল। জেনারেল কুরোপাটকিন ও গ্রিফেনবার্গ প্রমাদ গণিলেন। রুষসেনাদলে মহাবিভ্রাট উপস্থিত হইল। জেনারেল কুরোপাটকিনের আদেশে তখনই অগ্রগামী রুষসেনাদল জেনারেল নোগীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য ক্ষিপ্রতা সহকারে সমবেত হইতে লাগিল।

তিন দিন তিন রাত্রি ধরিয়া অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল। বিপুল রণশ্রম সত্ত্বেও সৈন্যদল অনাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল। জাপানী সেনাদল লৌহতন্তুজালে সমাকীর্ণ এবং যন্ত্রচালিত কামান সমূহে কণ্টকিত দুর্গপ্রাকার সঙ্গীনের সাহায্যে অধিকার করিতে লাগিল। রুষসৈন্য প্রাণপণে ইহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল। আর্থার বন্দর হইতে যে সকল 'সিজ গান' আনীত হইয়াছিল, তাহার সাহায্যে জাপানীরা ভীষণ কাণ্ড করিতে লাগিল। কামানের গোলায় রুষের আস্তানা ও প্রাকার সমূহ চূর্ণীকৃত হইতে লাগিল। রুষসৈন্য তদ্দর্শনে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। এই সময় জাপানী-গোলন্দাজ সেনাদল এরূপ প্রবলবেগে অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল যে, রুষ সেনাদল অস্থির হইয়া উঠিল; তাহারা এক্ষণে ছত্রভঙ্গ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র এবং পরিচ্ছদ ফেলিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

কিন্তু নিরাপদে পলায়ন করাও রুষ সেনাগণের পক্ষে

অসম্ভব হইয়া পড়িল। জয়োন্মত্ত জাপানীসেনা মহোৎসাহে পলায়মান রুষসেনাগণকে বেষ্টন করিতে ধাবিত হইল। সহস্র সহস্র রুষ সৈন্য বিজয়ী জাপানীদের হস্তে বন্দী হইতে লাগিল; বহুসংখ্যক কামান, বন্দুক, গোলাগুলি জাপানীদের হস্তগত হইল। এই সময় মার্শেল ওয়ামা, ওকু, নোগী প্রভৃতি জাপ-মহারথীগণ সমগ্র রুষসেনাগণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বন্দী করিতে অথবা একেবারেই ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইলেন। রুষ-বাহিনীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু এবারও পলায়ননিপুণ রুষ-সেনাপতি কুরোপাটকিন পশ্চিম ফটকের ফটক ফাঁক পাইয়া জালযুক্ত মীনবৎ পলায়নে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এই পলায়ন ব্যাপারে সমগ্র রুষ-বাহিনীর এক চতুর্থাংশ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইল। পলায়নকালে জেনারেল কুরোপাটকিনের জীবন পর্য্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে তিনি রক্ষা পাইয়া গেলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধে রুষ পক্ষের চল্লিশ হাজার সৈন্য জাপানীদের হস্তে বন্দী হইল; ছাব্বিশ হাজার পাঁচ শত সৈন্য নিহত ও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য আহত হয়। এতদ্ভিন্ন রুষের ষাটটি কামান, ষাট হাজার বন্দুক, দেড়শত গাড়ীপূর্ণ যুদ্ধসামগ্রী, এক সহস্র রসদগাড়ী, দুই লক্ষ শেল, আড়াই কোটী বন্দুকের টোটা, চুয়াত্তর হাজার মন শস্য, পঁয়তাল্লিশ মাইল পথের উপযুক্ত রেল, তিন শত ছোট ছোট রেলশকট, দুই সহস্র অশ্ব ও প্রভুত অন্নবস্ত্রাদি জাপানীদের হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য এ যুদ্ধে জাপানীপক্ষেরও ক্ষতি বড় অল্প হয় নাই; জাপ-বাহিনীরও প্রায় চল্লিশ সহস্র সৈন্য এই ভীষণ যুদ্ধে হতাহত হয়।

জেনারেল কুরোপাটকিনের বড় আশা ছিল, মুকদেনের রণক্ষেত্রে তিনি জাপানীদের দর্প চূর্ণ করিবেন—রুষের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা এবারও আকাশকুসুমে পরিণত হইল! বিপুল সেনাবল সত্বেও জেনারেল কুরোপাটকিনকে বারংবার পরাজিত হইতে হইল। এক পক্ষের এরূপ ক্রমাগত পরাভববার্ত্তা পৃথিবীর সংগ্রামের ইতিহাসে অতীব বিরল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শাখালীনে অভিযান।

এসিয়ার মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে, এসিয়ার পূর্ব্বোত্তর ভাগে বেরিং সাগর দৃষ্ট হয়। এই বেরিং সাগরের পশ্চিমাংশে কামস্কাতকা উপদ্বীপ অবস্থিত। এই কামস্কাতকা উপদ্বীপের পশ্চিমে, পশ্চিম দক্ষিণে বিস্তৃত ওখটস্‌ক সাগর। ওখটস্‌ক সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে একটি বৃহৎ দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের নাম শাখালীন;—ইহা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

শাখালীন দ্বীপও কামস্কাতকার প্রায় পাঁচ শত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত; রুষাধিকৃত পূর্ব্ব এসিয়ার অতি সন্নিহিত। কারণ, নিকোলেয়স্ক নগর ও শাখালীনের মধ্যে যে সাগর প্রণালী বিদ্যমান, তাহার বিস্তৃতি অতি অল্প। কিন্তু জাপদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এবং জাপ-সাম্রাজ্যের সর্ব্বোত্তরস্থ ঈশোদ্বীপ ও শাখালীনের মধ্যস্থ লাপুরুজ প্রণালীরও ব্যবধান বড় কম। যদি

সান্নিধ্যই অধিকারের প্রকৃষ্ট হেতু বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে শাঘালীন দ্বীপের উপর জাপানের দাবীই অধিক গ্রাহ্য। কারণ, রুষ নিজের রাজ্য ছাড়িয়া, বহু দূরে গিয়া, পরকীয় ক্ষেত্রে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শাঘালীন সেই 'রুষরাজ্যের' সন্নিহিত। আর জাপান নিজের দ্বীপে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, শাঘালীন সেই জাপ-রাজ্যের সন্নিহিত। সুতরাং শাঘালীন জাপানের যেরূপ হকসীমায় অবস্থিত, রুষের সেরূপ হকসীমায় অবস্থিত নহে। রুষ কেবল স্বকীয় রাজ-শক্তির প্রভাবে শাঘালীন দ্বীপের অধিকার-সূত্রে এত দিন জাপানকে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। যত দিনে রুষের সেই রাজ-শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন জাপান চুপ করিয়াছিলেন। এবার রুষের রাজ-শক্তিকে জাপানের রাজ-শক্তির কাছে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে শাঘালীনকেও জাপ-হস্তে পড়িতে হইতেছে।

ভৌগোলিক সম্বন্ধে শাঘালীন দ্বীপটি সাইবিরিয়ার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এ দ্বীপ রুষের পক্ষে একান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রুষ-পোতাধ্যক্ষ কাপ্তেন নবলস্কী এই দ্বীপের আবিষ্কার করেন। অনতি পরেই পূর্ব্ব সাইবিরিয়ার রুষ রাজপুরুষেরাও এই নবাবিষ্কৃত দ্বীপে রুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু দ্বীপটি রুষের পক্ষে নবাবিষ্কৃত হইলেও জাপানের পক্ষে একান্ত অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং রুষের অধিকার বাসনা দেখিয়াই, জাপও ঐ দ্বীপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে অভিলাষী হন; উভয় পক্ষেই অধিকার স্থাপন চেষ্টা হইতে থাকে।

কিন্তু তখন জাপান সর্ব্বাংশেই রুষ অপেক্ষা হীন বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। ধনে, মানে, বলে পরাক্রমে, শৌর্য্যে, সাহসে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে জাপান রুষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। জাপান তখন নিজেও নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেন। কাজেই তাঁহাকে শাঘালীনাধিকারে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রুষই শাঘালীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বীপে রুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও, সেখানে জাপানীদের গতিবিধি রহিত হয় নাই। শাঘালীন মৎস্তের জন্ত প্রসিদ্ধ; সাঘালীনের প্রান্তবর্ত্তী সমুদ্রজলে মাছ গজ গজ করে, মৎস্তই এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য, মাছ ধরাই তাহাদের প্রধান কার্য্য। এই মৎস্ত ধরার অছিলায় বহু সংখ্যক জাপানী শাঘালীনে গিয়া বাস করিতে থাকে। রুষ সে পক্ষে জাপানীদিগকে ক্ষান্ত করেন নাই।

শাঘালীনের আদিম অধিবাসী বর্ব্বরেরা তেরটি শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে গিলাঘ, অরোচন, তঙ্গু ও ঐনু শাখাই প্রধান। কিন্তু 'অরোচনেরা'ই অপেক্ষাকৃত নেত্ররোচন। গিলাঘদিগের অপেক্ষা অরোচনদিগের রঙ ভাল, গড়ন ভাল। গিলাঘদিগকে দেখিলেই সহসা অতি বর্ব্বর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অরোচনদিগকে সেরূপ মনে হয় না। আবার 'ঐনু' শাখার লোকেরা প্রবাসী রুষ ও জাপানীদের সহিত ব্যবসাসূত্রে মিশামিশি করিয়া অনেকটা সভ্যভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই শাস্ত্রদক্ষ; ইহাদের মধ্যে অনেক তিরন্দাজ দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্যবেধেও অনেকেরই অধিকার দেখা যায়। শাঘালীনে বন জঙ্গল আছে, শীতাপগমে বনে ভাল্লুকাদির

উপদ্রবও বাড়িয়া থাকে। এই সকল হিংস্র পশুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে লক্ষ্যবেধ শিখিতে হয়— বিশিষ্টরূপ মৃগয়া দক্ষতাও দেখাইতে হয়। প্রতিহিংসাটা বর্ব্বরদিগের স্বভাবসিদ্ধ। অতি সামান্য কারণেই ইহারা পরস্পরকে শত্রুপদে বসাইয়া থাকে। একটা বন্য পত্র বা পক্ষীর জন্য যে বিবাদ ঘটে, তাহাতে নরহত্যার ধূম লাগিয়া যায়।

এই শাঘালীনে এবার রুষ জাপে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। জাপানী এডমিরাল কাটাঙ্ক শাঘালীনে অভিযান করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। ৭ই জুলাই নিশাবসানে এডমিরাল কাটাঙ্ক এক বিরাট বহর লইয়া শাঘালীনের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। এই বহরে দুই খানি ব্যাটলশিপ, তিন খানি গনবাট, সাত খানি ক্রুজার এবং ছত্রিশ খানি টর্পিডো বোট ছিল। এতদ্ভিন্ন পনের খানি স্বতন্ত্র ষ্টীমারে প্রভূত জাপ-সৈন্য শাঘালীনে যাত্রা করিয়াছিল।

৭ই জুলাই নিশাবসানে প্রথমে রণপোত, ক্রুজার ও টর্পিডোবোটগুলি তীরদেশে উপস্থিত হইল। অতঃপর সৈন্যপূর্ণ ষ্টীমারগুলি তীরে গিয়া লাগিল। সৈন্যগণ নিঃশব্দে তীরে অবতীর্ণ হইল। নৌ সৈন্যগণ রণপোতে অবস্থান করিতে লাগিল এবং ষ্টীমারের স্থল-সৈন্যদল বীর দর্পে কার্ষকফ সহরের অভিমুখে অভিযান করিল।

এবার রুষের চটকা ভাঙ্গিল। কর্ষাকফের রুষদুর্গ হইতে কামানের গোলা শেল প্রভৃতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে জাপানীদের কোনরূপ ক্ষতিই হইল না; কোন পোতেও কোনরূপ আঘাত আঁচড় লাগিল না।

পরদিন প্রত্যূষে জাপানী-স্থল-সৈন্যদল কর্ষাকফ সহর দখল করিতে গেল; জাপানীদের তিনখানি রণপোত এবং দুইখানি ভেষ্ট্রয়ার পোতও পলটনের সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু রণপোতকে আর সাহায্য করিতে হইল না। জাপানী-স্থল-সৈন্যদলই কর্ষাকফ দখল করিয়া ফেলিল। রণপোতাধ্যক্ষেরা দেখিলেন, কাজ হাসিল হইয়াছে।

অতঃপর জাপানী নৌ-বাহিনী চিতোর উপসাগরের উপকূলে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বহু সংখ্যক রুষ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। জাপানী নৌ-বাহিনী উপকূলে উপস্থিত হইবামাত্র রুষ-গোলন্দাজেরা কামানের মুখ হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু জাপানী কামানসমূহ কটাক্ষ মধ্যেই রুষ-কামানের মুখরোধ করিয়া ফেলিল।

অবশেষে বিজয়ী জাপান-বাহিনী শাঘালীনের দক্ষিণতম প্রদেশ 'নতলো' অন্তরীপে অভিযান করিল। সেখানে বহু সংখ্যক রুষ-সৈন্য আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল। জাপানীবাহিনী বীর-বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। রুষ-বাহিনী প্রথমে জাপানী সেনার আক্রমণ প্রতিরোধে সচেষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা পরাজিত হইল; তাহাদের পাঁচটি কামান ও শতাধিক বন্দুক জাপানীদের হস্তগত হইল। বিজয়ী জাপানী-বাহিনী কর্তৃক অনুধাবিত হইয়া শাঘালীনের ভীত ত্রস্ত রুষসেনা বিব্রত হইয়া পড়িল—শাঘালীনকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। শাঘালীন জাপানীদের হস্তগত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষ্টসেলের পরিণাম।

আর্থার বন্দর শত্রুহস্তে তুলিয়া দিয়া জেনারেল ষ্টসেল সেন্ট-পিটার্সবর্গে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে তিনি রুষ-সম্রাট ও রুষীয় জন-সাধারণের নিকট যে ভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইলেন, ইতিপূর্ব্বে কোনও দেশের কোনও পরাজিত সেনাপতির অদৃষ্টে সেরূপ লাঞ্ছনা ঘটে নাই।

আর্থার বন্দরের সর্ব্বলোক-ভীষণ সংগ্রামের পর যখন তাহার পতন হইল—জেনারেল ষ্টসেল যখন বিজয়ী জাপানীগণের প্রস্তাবিত সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া, আর্থার বন্দর জাপানীদের হস্তে তুলিয়া দিয়া স্বদেশ-যাত্রা করেন, তখন ডাক্তার মরিসন নামক জনৈক গণ্যমান্য পর্য্যটক আর্থারবন্দর পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ইনি বিখ্যাত "টাইমস্" পত্রের পিকিনস্থিত একজন বিশিষ্ট সংবাদদাতা। ডাক্তার মরিসন জেনারেল ষ্টসেলের আত্ম-সমর্পণের এক ইতিহাস প্রকাশ করেন। তাঁহার বিবৃত কাহিনী পাঠ করিয়া সমগ্র সভ্য জগত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়।

ডাক্তার মরিসনের উক্তির মর্ম্ম এইরূপ,—আর্থার বন্দরস্থ রুষ-সৈন্য যখন জাপানীদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাহারা প্রকাশ করিয়াছিল যে, দুর্গস্থিত পঁচিশ হাজার সৈন্যের মধ্যে বিশ হাজার আহত ও পীড়িত হইয়া হাঁসপাতালে অবস্থিতি করিতেছে। জেনারেল ষ্টসেল বলিয়াছিলেন, সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেবল আটাশ জন মাত্র অক্ষত দেহে অবস্থান করিতেছে, তদ্ভিন্ন আর সকলেই যুদ্ধে আহত হইয়াছে।

কিন্তু জাপানীরা দুর্গটি হস্তগত করিবার পর দেখিতে পায়, দুর্গ মধ্যে পঁচিশ হাজারেরও অধিক সমর-সমর্থ রুষ-সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনেরও কোনও কষ্ট নাই; অধিকন্তু কয়েক শত অক্ষত দেহ সামরিক কর্ম্মচারীও আছেন। হাঁসপাতালে চৌদ্দ হাজার লোক ছিল, তন্মধ্যে আহতদিগের সংখ্যা অতি সামান্য। ইহার মধ্যে আবার অনেকে পীড়ার ভাণ করিয়া যুদ্ধের দায়ে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিল। সামরিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এই শ্রেণীর ভণ্ডের সংখ্যাই অধিক।

কেবল তাহাই নহে, জেনারেল ষ্টসেলের নিকট প্রচুর রণসম্ভারও ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বারুদখানা ও অস্ত্রশালাতে আদৌ হাত পড়ে নাই। রণপোতস্থ কামানসমূহের ব্যবহারোপযোগী বিপুল রণোপকরণে এই আয়ুধশালা পরিপূর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে জেনারেল ষ্টসেল কিরূপ সমর্থন-যোগ্য কৌশলে শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিবেন, পদে পদে তাহারই অভাব অনুভব করিতেছিলেন; তাঁহার অন্য অভাব ছিল না। দুর্গে যে পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত ছিল, তাহাতে রুষ-সৈন্য আরও তিন মাস কাল অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারিত। দুর্গে দুই হাজার অশ্ব ছিল। অর্থার বন্দরের জলও মীনপূর্ণ। বন্দরস্থ ভাণ্ডারের খাদ্য-সম্ভার ব্যতীত রুষ-সৈন্য অপর কোন ব্যক্তির সঞ্চিত খাদ্যাদি ভোজন করে নাই। একটি অট্টালিকায় ছয় হাজার টন ময়দা সঞ্চিত ছিল, কেহ তাহা স্পর্শও করে নাই। দুর্গে কাষ্ঠ, কয়লা প্রভৃতি অপরিসীম ইন্ধন ছিল, পোত-নির্ম্মাণস্থানে সত্তর হাজার টন কয়লা স্তূপীকৃতভাবে পড়িয়াছিল। বন্দরস্থ পোতনিচয়ে যে পরিমাণ কয়লা ছিল, তাহাতে নৌ-সৈন্য

অনায়াসে বন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভলাডিভষ্টক অথবা রুষিয়ায় গমন করিতে পারিত। কিন্তু রুষীয় সামরিক কর্ম্মচারীরা জাপানী নৌ-বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা আপনাদিগের রণতরণীসমূহ বন্দরের জলে নিমজ্জিত করাই অধিকতর বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিয়াছিল।

জাপানীদিগের গোলার কবল হইতে অসামরিক ব্যক্তিদিগের নিষ্কৃতিলাভের যোগ্য স্থান ছিল বলিয়াই আর্থার বন্দর শত্রুহস্তে ইতিপূর্ব্বে সমর্পিত হয় নাই। নগরের নব-নির্ম্মিত অংশের একটি অট্টালিকার এক বিন্দুও ক্ষতি হয় নাই। টর্পেডো বে নামক স্থানে সৈন্যদলের যে সুরম্য সেনা-নিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারও অনুমাত্র অনিষ্ট ঘটে নাই। ডক-ইয়ার্ড বা পোত-নির্ম্মাণ স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সমুদ্র পর্য্যন্ত যে সকল অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। কেবল একটি মাত্র হাসপাতাল একটা গোলার আঘাতে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোনও অসুবিধা হয় নাই। অসামরিক কর্ম্মচারীরা সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চীনাম্যানেরা দুর্গ অবরোধের প্রথমাবধি "জঙ্ক" নামক নৌকাযোগে বন্দরে অবিশ্রান্তভাবে খাদ্য আনয়ন করিতেছিল। এক এক দিন খাদ্য-সম্ভার পূর্ণ পঞ্চাশখানি নৌকাও বন্দরে আসিত। মোট কথা, বন্দরে আধুনিক বিলাস ও সভ্যতা সম্মত কোন প্রকার খাদ্যেরই অভাব হয় নাই।

উপসংহারে ডাক্তার মরিসন বলেন,—যাঁহারা আর্থার বন্দরের অবরোধ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে রুষীয় সৈনিকদিগের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন।

কিন্তু সামরিক কর্ম্মচারীরা যেরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার আদৌ সমর্থন করা যায় না। জেনারেল ষ্টসেল যে ভাবে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহ তাঁহাকে "বীর" আখ্যা প্রদান করিতে সম্মত হইবেন না। যাঁহারা আর্থার বন্দরের অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জেনারেল ষ্টসেলের অপলাপ-প্রিয়তা দর্শনে চমকিত হইবেন এবং তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, তাঁহার ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি শ্লেষগর্ভ বচন প্রয়োগ করিবেন। আর্থার বন্দরে শত্রুহস্তে রুষের আত্ম-সমর্পণ ব্যাপার যেরূপ কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার অনুরূপ ব্যাপার আর কখনও লোকের নেত্রপথবর্ত্তী হয় নাই।

এই ব্যাপারে সমগ্র সভ্যজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। রুষ-রাজ্যও আলোড়িত হইয়া উঠিল; যাঁহারা জেনারেল ষ্টসেলের পক্ষপাতী ছিলেন—তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন, এই ব্যাপারে তাঁহারাও ষ্টসেলের শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রুষসম্রাট্ নিকোলাসের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। রোষে, ক্ষোভে, অপমানে জর্জ্জরিত সম্রাট্ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি জেনারেল ষ্টসেলের বিচারে অবহিত হইলেন। তাহার ফলে বীরকুলকেশরী জেনারেল ষ্টসেল অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। *

---

* সম্প্রতি জেনারেল ষ্টসেল সম্রাট্ নিকোলাসের আদেশে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির প্রস্তাব।

শাখালীন বিজয়ের পর জাপানী-বাহিনী বীরবিক্রমে ভলাডিভষ্টক বন্দরে অভিযান করিলেন। ভলাডিভষ্টকে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই সময়—অর্থাৎ ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট মহামতি রুজভেল্টের আগ্রহে ও উদ্যোগে এবং জাপ-সম্রাট্ মিকাডোর বদান্যতায় উভয় পক্ষের বিগ্রহশান্তির নিমিত্ত সন্ধির প্রস্তাব হয়।

রুষ ও জাপ পক্ষে অনর্থক রাক্ষসোচিত জনক্ষয় ও অর্থনাশ না করাই এই সন্ধিপাত্রের উদ্দেশ্য। সভ্যজগত বৃথা স্বজাতি রক্তপাতে বড়ই কাতর, তাই দয়া ও ধর্ম্মের আধারভূত মহাত্মা রুজভেল্ট উভয়পক্ষকে বিনয় বচনে তুষ্ট করিয়া যুক্ত রাজ্যে শান্তি বৈঠক বসাইলেন।

জাপ সম্রাট মিকাডো মৎসুইডো প্রথমে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু যখন প্রেসেডিণ্ট রুজভেল্ট মিকাডোকে সন্ধি বন্ধনে সম্মত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় কন্যাকে মন্ত্রী সমভিব্যাহারে জাপানে পাঠাইলেন—রুজভেল্ট তনয়া জাপ-দরবারে গমন করিয়া যখন বিগ্রহশান্তির নিমিত্ত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন. তখন মহানুভব সম্রাট মৎসুইডো সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না—বিজীত রুষের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মার্কিণরাজ্যের পোর্ট্‌স্‌মাউথ নগরে, রাজকীয় ভাণ্ডারভবনে বৈঠকের অধিবেসন হইল। রুষ ও জাপ-পক্ষের মনোনীত দূতেরা যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হইলেন। দরবারে বিজয়ী জাপ-সম্রাটের দূতেরাই প্রথমে সমাদৃত হইলেন। দরবার হইতে উভয় পক্ষকেই ঊনবিংশ তোপে সম্মানিত করা হইল।

রুষ-সম্রাট জারের পক্ষ হইতে রাজস্ব-সচিব এম ডিউইট্ এবং জাপ-সম্রাট মিকাডোর পক্ষে ব্যারণ কমুরা সন্ধি-দূত নির্ব্বাচিত হন। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া বৈঠকে প্রত্যহ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ব্যারণ কমুরা প্রধান রুষ-দূত ডিউইটের হস্তে সন্ধি সর্ত্ত প্রদান করিলেন। জাপান-প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলি এইরূপ ;—

(১) রুষকে যুদ্ধখরচা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(২) সমগ্র শাঘালীন দ্বীপই রুষকে জাপ-হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে।

(৩) পোর্ট আর্থারাদি সমন্বিত সমগ্র লায়োয়াঙ্গ উপদ্বীপের সংস্রব রুষকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(৪) সমগ্র মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষকে চলিয়া যাইতে হইবে।

(৫) হার্ব্বিণের দক্ষিণস্থ সমস্ত রেলরোড জাপান দখল করিবেন। হার্ব্বিণের উত্তরস্থ রেলটুকুই রুষহস্তে থাকিবে।

(৬) জাপানীরাই কোরিয়ায় আধিপত্য করিবেন; কোরিয়ায় জাপ-প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

(৭) প্রশান্ত, পীত ও জাপান-সাগরে রুষ কোন কালে রণপোত-বল বাড়াইতে পারিবেন না।

(৮) মাঞ্চুরিয়ায় রুষের যদি কোনরূপ বিশিষ্ট সত্ত্বসম্বন্ধ থাকে, তবে তাহা রুষকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাঞ্চুরিয়ায় রুষের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না।

(৯) ভলাডিভষ্টক হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকল সাগরভাগেই জাপ-জালিকেরা অবাধে মৎস্তশীলাদি ধরিতে পারিবেন; রুষ কোন কালে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

(১০) রুষের মগ্ন ভগ্ন যত রণপোতই জাপ তুলিয়া ভাসাইয়া নিজে দখল করিবেন।

রুষ পক্ষের সন্ধিদূত ডিউইট এই সকল সর্ত্তসম্বন্ধে বলিলেন,—"প্রথম ও দ্বিতীয় সর্ত্তে অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ ও শাখালীন ত্যাগে আমি সম্মত হইতে পারি না; অবশিষ্ট আটটি সর্ত্তে আমি সম্মত হইতে প্রস্তুত আছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

সন্ধি এক প্রকার সওদা। প্রথমে উভয় পক্ষেই বচসা চলে; বিক্রেতা দর চড়াইয়া ধরেন, ক্রেতা দর কমাইবার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রেও তাহা হইল। জাপ প্রথমে যে দর দিয়াছিলেন, রুষ তাহাতে ক্রমাগতই আপত্তি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মহানুভব জাপ সম্রাট্ মিকাডো প্রথমেই দূতদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—"আমার সৈন্য সেনাপতিরা যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহাদের অসাধ্য কার্য্য যে নাই, তাহা আমি জানি। কিন্তু যুদ্ধ চলিলেই নরহত্যা হইবে। আমার প্রভূত জাপ-সন্তানকে প্রাণ দিতে হইবে, নিরীহ রুষ-সৈনিকদিগকেও প্রাণ দিতে হইবে; এ আসুরিক অভিনয় আর আমি দেখিতে চাহি না। যাহাতে সন্ধি হয়, তাহা আপনাদিগকে করিতে হইবে। আমি রুষ-রাজ বা রুষ-রাজ্যকে একেবারে অধঃপাতে দিতে চাহি না। শত্রু হইলেও রুষ মহান। আমি সেই মহীয়ান গরীয়ান শত্রু রুষের সর্ব্বনাশ সাধনে ইচ্ছুক নহি। অতএব যাহাতে উভয় পক্ষেরই যথোচিত মানরক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলেই, আপনারা সন্ধি করিবেন।"

কিন্তু খেসারত বা ক্ষতিপূরণ উপলক্ষেই রুষ পক্ষ হইতে গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইল। শেষে মহানুভব জাপ-সম্রাট্ খেসারতের দাবীও ছাড়িয়া দিলেন। জাপ-পক্ষ হইতে তখন বলা হইল,—যুদ্ধের খরচা বা খেসারত দিতে হইবে না। কিন্তু

জাপানে অবস্থিত বন্দীভূত রুষ-সৈনিক ও রুষ-সেনানীদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে যে প্রভূত ব্যয় হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা রুষকে দিতে হইবে।

রুষ প্রথমে এ প্রস্তাবেও আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অনুরোধে অবশেষে ইহাতে সম্মত হইলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় সর্ত্ত—শাঘালীন পরিত্যাগ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিল। অবশেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর জাপ-পক্ষ প্রস্তাব করিলেন,—শাঘালীনের দক্ষিণভাগ জাপানের অধিকারভুক্ত হইবে এবং উত্তরভাগটা কেবল রুষের থাকিবে।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই কোরিয়া জাপানের হস্তগত হইয়াছিল। জাপানের অন্যতম সচিব মার্ক্‌ইস ইতো * জাপ-সম্রাটের আদেশে কোরিয়ার শাসন-বিচারাদি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করেন। লায়োয়াঙ্গ ও মাঞ্চুরিয়া পূর্ব্বেই জাপানীদের হস্তগত হইয়াছিল। মাঞ্চুরিয়ার যে রেল রুষের হার্ব্বিণ ছাড়াইয়া ভলাডিভষ্টকের-দিকে এবং আরও উত্তরে প্রাচ্যতম সাইবিরিয়াক্ষেত্রে গিয়াছে, তাহার কিয়দংশ রুষের থাকিল। হার্ব্বিণের উত্তরস্থ সমস্ত রেলপথ রুষের রহিল, অবশিষ্ট জাপানের হইল। তাহার পর

---

* রুষ-জাপান যুদ্ধের পর ইনি জাপ-রাজ প্রতিনিধিরূপে কোরিয়ার অবস্থান করিতেছিলেন। জাপ-সম্রাটের এতাদৃশ বিশ্বাসী ও উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী আর ছিল না। ইঁহার নাম জাপানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সমাদৃত,—জাপানের রাজনীতি-গগনে ইনি সর্ব্বোজ্জ্বল গ্রহরূপে বিরাজিত ছিলেন। গত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মহামতি মার্কুইস ইতো একজন বিপ্লববাদী কোরীয়ের গুপ্ত গুলিতে নিহত হন।

শাখালীনের ঠিক মধ্যস্থলে পঞ্চাশত্তম অক্ষরেখায় দ্বীপ বিভক্ত হইল; একদিক রুষের থাকিল, অপরদিক জাপের হইল। শাখালীন ও সন্নিহিত সাগরে রুষ জাপ দুই পক্ষেরই মাছধরা অধিকার সাব্যস্ত হইল। মৎস্য ও শীলই শাখালীনের একমাত্র সম্পত্তি। যে সকল বন্দর জাপান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা জাপানেরই হইল। পোর্টআর্থার, ডাল্‌নি প্রভৃতি জাপ-বন্দরে পরিণত হইল—তথায় জাপানের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড়িতে লাগিল।

জাপানের মহত্বে ইয়োরোপ ও আমেরিকা বিস্মিত হইল। এসিয়ার বৌদ্ধ যে অপূর্ব্ব মহত্বের পরিচয় দিলেন—শৌর্য্য সাহসে যুদ্ধ-কৌশলে বিজয় লাভ করিয়াও যে উদারতা ও ক্ষমতাশীলতা প্রকাশ করিলেন, তাহা অপূর্ব্ব; জগতের ইতিহাসে এই জগন্মোহন ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। এরূপ মহানুভবতার পরিচয় বৌদ্ধজীবনের উচ্চতম নিদর্শন।

সমাপ্ত।

MOHEARY PUBLIC LIBRARY
মহীয়াড়ি
সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৩
* EST. 1886 *

মহিয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়

নির্দ্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা.......................

এই পুস্তকখানি নিম্নে নির্দ্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন	নির্দ্ধারিত দিন
২১.০৭/৮৭৭			